শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভাগবত তাৎপর্য

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রণীত

মায়াপুর শ্রী চৈতন্য মঠ

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

5

প্রকাশক ঃ—

ত্রিদণ্ডী শ্রীভক্তি প্রজ্ঞান যতি মহারাজ

(সাধারণ সম্পাদক ও আচার্য)

মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

প্রথম সংস্করণ ঃ— শ্রীরাস পূর্ণিমা বাসর - ২০০৩

ভিক্ষাঃ- ২৫টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ।
ফোন ঃ (০৩৪৭২) ২৪৫১৩৭

মুদ্রণালয় ঃ—

মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ
শ্রীসারস্বত প্রেস কম্পিউটার বিভাগ হইতে
শ্রীভক্তিস্বরূপ সন্ন্যাসী মহারাজ কর্তৃক মুদ্রিত

প্রকাশকের নিবেদন

অস্মদীয় পরম গুরুদেব শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা এবং বিশ্বে গৌড়বাণী প্রচারের বর্ত্তমান যুগের আদিপুরুষ, শ্রীরূপানুগ অপসিদ্ধান্ত ধ্বান্তকারী প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী, যাঁহার নিকট শ্রীমদ্ভাগবত মূলপ্রামাণ্য শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর বিচার ধারায় বৃন্দাবনের ষড়্‌গোস্বামী কর্তৃক সুপ্রতিষ্ঠিত সেই ধারার বাহকরূপে শ্রীমদ্ভাগবত তাৎপর্য যে ব্যাখ্যা করেছিলেন উহা তদানীন্তন কালে প্রকাশিত সপ্তাহিক গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। যাহা পরবর্ত্তীকালে শ্রীল গুরুমহারাজের সময়ে মাসিক গৌড়ীয়ে ১৯৬৪-৬৫ সালে পুনঃ মুদ্রিত হয়। কিন্তু এই সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত উহা পুস্তিকারূপে প্রকাশ করা আমাদের কাহারও প্রয়াস হয় নাই।

বর্তমানে শ্রীমান ভক্তিস্বরূপ সন্ন্যাসী মহারাজ বহুযত্নে উহা সংগ্রহ করে আমাদের মাসিক গৌড়ীয়ে প্রকাশ করিতে থাকে এবং তাহারই যত্নে উহা পুস্তিকারূপে প্রকাশিত হইল, তাহার যত্নের জন্য নিশ্চয় বৈষ্ণবদের প্রচুর আশীর্বাদের ভাগী হইবে। শ্রীঅনাথ বন্ধু দাসাধিকারী যত্নের সহিত প্রুফ দেখিয়াছেন তিনিও বৈষ্ণব আশীর্বাদ লাভ করবেন।

বৈষ্ণবগণ এই পুস্তিকা পাঠ করে পরমানন্দ অতি অবশ্যই লাভ করিবেন।

ইতি

ভক্তি প্রজ্ঞান যতি

মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ

তাং-২০.১০.২০০৩

শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য

(১)

"যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈর্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।

ধ্যানাবস্থিততদগতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ।।"

(ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, ও মরুদ্‌গণ দিব্যস্তবে যাঁহাকে স্তব করেন; বেদ, বেদাঙ্গ, পদক্রম ও উপনিষৎসমূহ সামগানদ্বারা যাঁহাকে গান করেন; ধ্যানাবস্থিত তদ্গতমনা যোগিগণ যাঁহাকে সমাধিদ্বারা দর্শন করেন এবং সুরাসুরগণ যাঁহার অন্ত জানেন না, সেই পরমদেবতা শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি।)

"নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্। রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং প্রাপ্তো যস্য পথিকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি।।"

যে বস্তু আমাদের বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হ'ন না, তদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভ, তাঁ'র সান্নিধ্যপ্রাপ্তি ও তাঁ'র সেবায় নিযুক্ত হওয়া এস্থান হ'তে কখনও সম্ভবপর হয় না। আমাদের যাবতীয় (ঐহিক) শক্তি তৎকার্য্যে (তৎপ্রাপ্তিচেষ্টায়) নিযুক্ত করলেও আমরা সফলমনোরথ হ'ব না। কারণ, আমরা সীমা-বিশিষ্ট ক্ষুদ্রজীব, অমঙ্গল ছাড়া মঙ্গলের পথ অনুসন্ধান করতে পারি না। মঙ্গলের কথা নিজে নিজে আলোচনা করতে গেলেও সেই অধোক্ষজ বস্তুর কথা অক্ষজজ্ঞানগম্য হয় না। তা'ছাড়া আমরা রোগ-শোকাদির দ্বারা প্রপীড়িত, পরাপেক্ষাযুক্ত। ইহ জগতে অন্য কেহ নাই, যিনি আমাদের এ বিপদ হ'তে উদ্ধার করতে পারেন; একমাত্র শ্রীহরির পরমপ্রিয় নিজজন ব্যতীত মঙ্গলের পরামর্শ আর কেউ দিতে পারেন না।

এক সময় শ্রীদাস গোস্বামী প্রভু ব'লেছেন----যাঁ'র প্রসিদ্ধ কৃপার দ্বারা নামের শ্রেষ্ঠতা, মন্ত্র, শচীনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যর পাদপদ্ম, শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রেষ্ঠপুরী শ্রীমথুরামণ্ডল, শ্রীবৃন্দারণ্য, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন, কৃষ্ণক্রীড়াস্থল শ্রীরাধাকুণ্ড এবং শ্রীরাধামাধবের অনুগ্রহ পেয়েছি, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে নমস্কার করি।

যেহেতু আমি দেখছি, ''যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণাঃ''---সুর ও অসুরগণ যে দেবতার সন্ধধান পান না, যোগিগণ ধ্যানাবস্থিতচিত্তে যাঁহাকে দর্শন করেন, বেদসকল সামগানে যাঁহার অভ্যর্থনা করেন, ব্রহ্মা বরুণ-ইন্দ্র-রুদ্র-মরুতাদি দিব্যস্তবে যাঁ'র স্তুতি করেন, ক্ষুদ্রজীব আমার পক্ষে কি তাঁ'র অনুসন্ধান সম্ভব? কিন্তু শ্রী গুরুপাদপদ্মের কৃপায় তাঁর প্রাপ্তি সম্ভাবনা হয়েছে। যে জিনিষটার কোন সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়, তাঁ'র সম্বন্ধে নাম, মন্ত্র প্রভৃতি এতগুলি ব্যাপার যাঁ'র কৃপায় পাচ্ছি, তাঁ'র উপাস্য কি? তাতে আমরা জানি-----

''আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিত।

শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ।।''

(ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম বৃন্দাবনই আরাধ্য বস্তু। ব্রজবধূগণ যে ভাবে কৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই উপাসনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থই নির্ম্মল শব্দপ্রমাণ এবং প্রেমই পরমপুরুষার্থ----ইহাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত। সেই সিদ্ধান্তেই আমাদের পরম আদর, অন্য মতে আদর নাই।)

চৈতন্যদেব যে বিষয়ের মীমাংসা ক'রেছেন, তা'র বিরোধী বিচার জগতে থাকতে পারে না। জগতের অন্যান্য মতবাদ নানা বিবদমান চিন্তাস্রোতের মধ্যে আবদ্ধ। চেতনের ভাব উন্মেষিত হ'লে যে বিষয় উদ্ভাষিত হয়, তা' আমরা শ্রীচৈতন্যের কৃপায় পেয়েছি।

চৈতন্যদেব কোন্ কথা ভাগবত হতে সংগ্রহ করেছেন? ''আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ।'' ''আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্''---শাস্ত্রে যতরকম নিয়োগ আছে, সকল ব্যাপারের একমাত্র শেষ কথা---ভগবানের আরাধনা। ভগবান্ পূর্ণবস্তু। যেকাল পর্য্যন্ত আমরা অপূর্ণের দিকে আকৃষ্ট থাকি, যেকাল পর্য্যন্ত আত্মম্ভরিতা, অহঙ্কার, 'কর্ত্তাহহং' অভিমান প্রবল থাকে, তত দিন পূর্ণের দিকে অভিযান কর্তে পারি না। আমরা ভ্রান্ত হ'য়ে নানা রূপ কল্পনা করি এবং তত্তদ্রূপে আকৃষ্ট হওয়ায় অপূর্ণতারই ফল লভ্য হয়। সুতরাং এ বিষয়ে শ্রীচৈতন্যদেবকে নির্ভর করাই একমাত্র উপায়। তিনি কোন লৌকিক বাদ-প্রতিবাদ করেন নাই, পরমার্থ ব্যতীত অন্য কথায় সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, জীবের পরম মঙ্গলের কথা ব্যতীত অন্য কথা বলেন নাই। তিনি বলেন--''আনের হৃদয় মন, মোর বৃন্দাবন। ''তিনি বলেন--সকল আরাধনার একমাত্র আরাধ্য বিষয় ব্রজেন্দ্রনন্দন। তা' মথুরেশ-দ্বার কেশ-বিচারে মাত্র আবদ্ধনয়।

তিনি ব্রজবাসীর উপাস্য—যাঁ'রা ব্রজে যেতে পেরেছেন, তাদেরই উপাস্য, তাদের সেবা 'নেতি নেতি' বিচারে স্বানুভবানন্দ-বিচারে প্রতিষ্ঠিত নয়। কুরূপে প্রতিষ্ঠিত কোন অনিত্য বিচারই গ্রহণীয় নহে। ব্রজেন্দ্রনন্দনই একমাত্র আরাধ্য। যিনি সকল অবতারাবলীর মূল আশ্রয় অর্থাৎ বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি চতুর্ব্ব্যূহ, কারণার্ণবশায়ী প্রভৃতি পুরুষাবতার এবং মৎস্য-কূর্ম্মাদি বৈভবাবতারসমূহ যাঁ'র অংশ-কলা, ইঁহাদের সকলের ভগবত্তা যাঁ' হ'তে, সেই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র আরাধ্যবস্তু। বৃন্দাবনে তাঁ'র লীলার পরম চমৎকারিতা ও পূর্ণতা প্রকাশ হ'য়েছে। যাঁ'রা সাধারণ কাব্যামোদী বা দর্শনামোদী, তাঁ'দের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেষ্টায় আবদ্ধ না থেকে বৃন্দাবনে গোপীনাথের ক্রীড়াগুলি আমাদের আলোচ্য হ'ক। অগ্রজ বলদেব, শ্রীদামাদি সখাগণের সেবা-বিচার যাঁ'র প্রতি বিহিত, রক্তক-পত্রক-চিত্রকাদির সেবাগ্রহাতিশয্য যাঁ'র প্রতি বিহিত, রক্তক-পত্রক-চিত্রকাদির সেবা গ্রহাতিসয্য যাঁ'র জন্য, গো-বেত্র-বিষাণ—বেণু-যামুনসৈকত—কদম্ব প্রভৃতিরও সেব্য যিনি, সেই নন্দনন্দনের ক্রীড়াগুলিই আমাদের একমাত্র আলোচ্য -বিষয় হ'ক।

(২)

"যৎকিঞ্চিৎ তৃণ-গুল্ম-কীকটমুখং হি তৎ
সর্ব্বানন্দময়ং মুকুন্দদয়িতং লীলানুকূলং পরম্।
শাস্ত্রৈরেব মুহুর্মু'হুঃপ্রকটিতং নিষ্টঙ্কিতং যাক্রয়া
ব্রহ্মাদেরপি সংস্পৃহেণ তদিদং সর্ব্বং ময়া বন্দ্যতে।।"

—শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী

(গোষ্ঠে তৃণ-গুল্ম ও হেয়জাতি প্রভৃতি যাহা কিছু, তাহা সমস্তই মুকুন্দের লীলানুকূল বলিয়া তাঁহার প্রিয় ও সর্ব্বানন্দময়। শাস্ত্রসমূহ আগ্রহের সহিত ইহা পুনঃ পুনঃ প্রকাশ ও বিশেষভাবে বর্ণন করিয়াছেন এবং ব্রহ্মাদিও তাহাদের মধ্যে নিরন্তর বাস বিশেষভাবে অভিলাষ করিয়াছেন। আমি সেই সমস্তকেই বন্দনা করি।)

কৃষ্ণের লীলার অনুকূল মুকুন্দদয়িত বস্তুসকল আমাদের পরমপূজ্য হউক, প্রাকৃত তৃণ-গুল্ম-বিচারের হেয়ত্ব আমাদিগকে গ্রাস না করুক, বহির্জ্জগতের বস্তু-দর্শনের দ্রষ্টৃ হিসাবে তাহাদের ভোগকর্ত্তা আমি,— এই প্রকার যে সকল চেষ্টা আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ গ্রাস ক'রেছে, অহঙ্কারবিমূঢ় ক'রে যে দুর্দ্দৈবে আবদ্ধ রেখেছে, তা' হ'তে পারিত্রাণ নিজচেষ্টায় হয় না। কারণ "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।"

ভগবান্ ও মায়া স্বতন্ত্র। ভগবান্ বাস্তব সত্য। মায়া নশ্বর-ধর্ম্মী। মায়ারচিত জগতের নশ্বর ধর্ম্ম বদ্ধজীবকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়।

"কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদা বিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্। বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ।।" (ভাঃ ১১/১৯/১৮)

(পণ্ডিত ব্যক্তি ব্রহ্মালোক পর্য্যন্ত যাবতীয় অদৃষ্ট সুখকেও কর্ম্মজনিত বলিয়া দুঃখ ও বিনশ্বররূপে বিচার করিবেন।)

লৌকিক দর্শনে চক্ষু,কর্ণ, নসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মনদ্বারা জ্ঞান সংগ্রহ ক'রে সেই সংগৃহীত জ্ঞানের উপর যে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দের বিচার করি, সে সবই আমাদের অমঙ্গলের, হেতু। কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম বজায় রেখে যে বেদানুশীলন, তা' অপরা বিদ্যার অন্তর্গত।

" দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরাপরা চেতি।।" পরা ব্যতীত যে বিদ্যা, তা' ভোগ্য-বিদ্যা—অপরা বিদ্যা। তা'তে বিমূঢ় হ'য়ে যে অমঙ্গল বরণ করি, তা' থেকে পরিত্রাণের উপায় থাকে না। বিরিঞ্চি-লোক পর্য্যন্ত অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে। বিপশ্চিৎ অর্থাৎ পণ্ডিতগণ জানেন যে, এটা নশ্বর। বর্ত্তমান দৃশ্য জগতের—চতুর্দ্দশ ভুবনান্তর্গত মানবের চেষ্টাধীন যে সকল ব্যাপার, তা' প্রতি মূহূর্ত্তেই আমাদিগকে প্রত্যরিত করে—-বিবর্ত্তগর্ত্তে ফেলে দেয়। " তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ" বিচার অনুধাবন ক'রলে জানা যায় যে, আপাত দর্শন অনেকস্থলে বস্তুর প্রকৃত দর্শনে ব্যাঘাত করে।

ভগবানের অনুগ্রহ না হ'লে প্রকৃত দর্শন হয় না। সুতরাং আমাদের বিচার করা আবশ্যক—"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্।" অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ক্রীড়াক্ষেত্র—শ্রীধাম বৃন্দারণ্য; সেই জিনিষটা কৃপা ক'রে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হ'লেই আমাদের মঙ্গল। সেখানে সেব্য বিষয় এক, আর তাঁর পাঁচ প্রকার আশ্রয়জাতীয় সেবক। ইহ জগতে সেবাবিমূখ হ'য়ে নিজে সেব্যভাবে বিরাজমান-হেতু কর্ম্মাগ্রহিতা উপস্থিত হয়, কিন্তু তা'র মূল্য অর্দ্ধকপর্দ্দক। কর্ত্তৃত্বাভিমানে ইন্দ্রিয়-পরিচালনায় নানা দোষযুক্ত অবস্থা এসে আমাদের সর্ব্বনাশ করে। যাঁদের করুণায় আমাদের সকলের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল ঘটে, তাঁদের করুণার আশ্রয় ব্যতীত আমাদের অন্য কোন উপায় নাই। পঞ্চপ্রকার সেবকের সর্ব্বক্ষণ অখিলরসামৃতমূর্ত্তির নবনবায়মান সেবা ব্যতীত ইঁতর চেষ্টা নাই। পঞ্চরসরসিক ব্যতীত তাঁর সেবা আর কেউ বুঝেন না। এমন কি, স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব শ্রীবলদেব, যিনি সকল ব্যুহ, অবতার,অন্তর্যামী প্রভৃতির একমাত্র মালিক—মহাবৈকুণ্ঠে অবস্থিত চতুর্ব্ব্যূহতত্ত্ব, কারণগর্ভ-ক্ষীর-বারিতে অবস্থিত পুরুষাবতারত্রয় এবং মৎস্যাদি বৈভব-অবতারসমূহ যাঁর অংশ, সেই বলদেব প্রভুরও সেব্য—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। যাঁর ভগবত্তা হ'তে অন্যের ভগবত্তা প্রকাশিত হয়, সেই মূল পদার্থ স্বয়ং ভগবান্ই আমাদের একমাত্র

আরাধ্য হউন্।

ভগবানের পঞ্চপ্রকার সেবকগণের মধ্যে "ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা"—ব্রজবধূগণ যে সেবা ক'রেছেন তাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; তাঁদের মত সেবা আর কেউ করেন নাই। যেমন উদ্ধব বলেছেন,——

"আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং, বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা, ভেজু-মু'কুন্দপদবীং শ্রুতিভি-বিমৃগ্যাম্।।"
শ্রীমদ্ভাগবত ১০/৪৭/৬১

(অহো, যাঁহারা দুস্ত্যজ্য পতিপুত্রাদি আত্মীয়স্বজন এবং লোকমার্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রুতিসমূহের অন্বেষণীয় শ্রীকৃষ্ণপদবীর অনুসন্ধান করিয়াছেন, আমি শ্রীবৃন্দাবনে সেই গোপীগণের চরণরেণুভাক্‌গুল্মলতাদির মধ্যে কোন একটী স্বরূপে জন্মলাভ করিব।

শ্রুতিগণ বিশেষরূপে যাঁকে অনুসন্ধান করেন, সেই যে মুকুন্দ-পদবী, পরম মুক্তাবস্থায়ও যিনি সেব্য, তাঁ'কে সেবা কর্‌বার জন্য গোপীসকল স্বজন পরিত্যাগ করতেও প্রস্তুত হ'য়েছিলেন। আমরা স্বজন পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত নই ব্রজে যাবার জন্য ব্যস্ত হই না। 'স্বজন' বলি যা'দের, তা'রা তাৎকালিক স্বজন। স্বজনাখ্য ব্যক্তিগণকেও গোপীগণ পরিত্যাগ করেছিলেন। তাঁ'রা আর্য্যপথ (সভ্যসমাজে যে পথ গৃহীত হয়), তা' পর্য্যন্ত ত্যাগ করে মুকুন্দপদবী গ্রহণ করেছিলেন। ব্রজের গুল্ম-লতা-ঔষধিসমূহের মধ্যে অবস্থান করলে গোপীপদরেণু লাভ ঘটে। বৃন্দাবনের তৃণগুল্মাদি চিন্ময়; সে সব আত্মজগতের কথা, অনাত্ম জগতের কথা নয়; তা'দিগকে জড়ের বিচারদ্বারা আচ্ছাদিত করে নষ্ট করা উচিত নয়। বৃন্দাবনের চিন্ময় ব্যাপারে ইহ জগতের ব্যাপারের সাদৃশ্য থাকলেও উহা তা' নয়। ইহ জগতের ভোক্তৃভোগ্যাভিমানে যে জগদ্দর্শন হচ্ছে, তা'তে বৃন্দাবনের চিন্ময় বস্তুগুলিকে দর্শন করতে গেলে প্রাকৃত সহজিয়ার ধর্ম্ম হ'বে, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম হবে না।

"রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা"; ব্রজবধূগণ যেরূপে কৃষ্ণসেবা ক'রেছেন—তটস্থ হ'য়ে বিচার ক'রলে জানা যায়, সেইটিই সর্ব্বোত্তম। এটার প্রমাণ কি? না, শ্রীমদ্ভাগবতই অমল প্রমাণ। 'প্রমাণ' ব'লে অসংখ্য কথা বেদ ও বেদানুগ শাস্ত্র ব'লে থাকেন; কিন্তু অপরা বিদ্যার অনুশীলনকারীর বিচার মলযুক্ত ব'লে তা' গ্রহণীয় নয়। এটা হচ্ছে মরুভূমিতে পিপাসাতুরের নিকটে দূরস্থিত জলাশয়-ভ্রমে-মরীচিকায় জল-ভ্রান্তি। অর্থই নিত্য প্রার্থনীয়, অনর্থ তাৎকালিক, নানা-ভ্রান্তি-উৎপাদক। বাস্তব-বস্তুই সেই অর্থ, সুতরাং তাহাই গ্রাহ্য, অবাস্তব বস্তু গ্রহণীয় নয়। অনেকের বিচারে নির্ব্বিশেষবাদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু সেটি সমল—অশুদ্ধ; কিন্তু ভাগবত অমল

প্রমাণ; ইহাতে অন্তর্নিহিত স্বার্থপরতামূলে আবরণের বুভুক্ষা ও মুমুক্ষারূপ জাল-জুয়াচুরি কৈতব নাই। পাণ্ডিত্য-প্রতিভাদ্বারা যাঁ'রা বেদের সংহিতা ব্রাহ্মণ-উপনিষদাদির ব্যাখ্যা করেন, তাঁরা অপস্বার্থপরতায় দীক্ষিত ব'লে তাঁ'দের প্রমাণ কৈতবযুক্ত; সুতরাং তাঁদের কথা গ্রাহ্য নয়।

(৩)

ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোক "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাম্" আমাদের আলোচ্য হউক। ভাগবতেই সকল শাস্ত্রের আলোচনা হ'য়েছে—ভাগবত ব্যতীত অন্য শাস্ত্রের অধ্যয়ন প্রয়োজন নাই, ভাগবতেই সব আছে, তাতেই সব পাব। 'শুশ্রূষুভিঃ' ব'লে একটি বিষয় ব'লেছেন; শুশ্রূষু অর্থাৎ সেবাধর্ম্মযুক্ত ব্যক্তি। "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া",– ঘোড়ার সেবা ক'রলে 'সহিস্', কুকুরের সেবা ক'রলে 'ভাঙ্গী', লোহার কাজ ক'রলে ' লোহার' বা 'কামার', স্বর্ণের কাজ ক'রলে 'স্বর্ণকার' হ'ব, আর ভগবানের সেবা ক'রলে 'ভক্ত' হওয়া যাবে। জগতে যে-সকল কথা নিয়ে মনুষ্যজাতি ব্যস্ত, সেই সমস্ত পরিচ্ছিন্ন-পদার্থ-গ্রহণাভিলাষী হ'য়ে 'ভাগবত'কে পণ্য জ্ঞান না ক'রে ভাগবত হ'য়ে যাওয়া, দরকার। কিন্তু 'ভাগবত' হ'য়ে গেছি– ভাগবত প'ড়ে ফেলেছি মনে ক'রলে সর্ব্বনাশ। অনন্তকোটি জীবনেও ভাগবত পড়া হয় না। এটা পুতুল খেলা নয়—অভিনয় মাত্র নয়। ভগবৎ-সান্নিধ্য-বাস্তবসত্যের সান্নিধ্য লাভ ক'রতে হ'বে, তাঁর সেবায় নিযুক্ত হ'তে হ'বে। আমি ভোক্তা, দ্রষ্টা, শ্রবণকারী, আস্বাদনকারী, চিন্তাকারী প্রভৃতি দুর্ব্বুদ্ধি হ'লে সীমাবিশিষ্ট পদার্থের আলোচনা হ'য়ে যায়; ভক্তির দ্বারাই ভগবান্ লভ্য হন্। মায়ারচিত ব্যাপারকে ভক্তি ব'লে কর্ম্মাধিকার, জ্ঞানাধিকার, কর্ম্মজ্ঞানমিশ্র যোগাধিকার বা অন্যাভিলাষিতায় বাস ক'রলে অমঙ্গলের হাত থেকে পরিত্রাণ হয় না। যতক্ষণ বুঝে নেবো, মনে করি, ততক্ষণ ভাগবতের কাছে যেতে পারি না। বৈয়াকরণ-লিঙ্গবিচারোত্থ 'অনুস্বার-বিসর্গ পড়া' ভাষাজ্ঞান- শব্দ-শব্দীতে ভেদবুদ্ধি নিয়ে ভাগবত পড়া হ'বে না। যাঁরা ২৪ ঘন্টা ভগবৎসেবা করছেন, তাঁদের কাছে গিয়ে ভাগবত পড়তে হবে–"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।" তাঁদের কাছে জান্‌তে হ'বে–ভাগবত কি জিনিষ, কোন্ কোন্ অক্ষরাত্মক হ'য়ে কোন্ কোন্ শাস্ত্রে ভাগবতের বিচার আছে; কোন্‌গুলি ভাগবতের কথা নয়, তা'ও বুঝা যা'বে।

এই ভাগবত কাহার প্রিয়, কি বস্তু, ইহাতে কিরূপ জ্ঞানপ্রদত্ত হয়, জ্ঞানবিরাগভক্তিযুক্ত নৈষ্কর্ম্ম্য বিচার ইহাতে আছে কি না এবং ভক্তিসহকারে শ্রবণ-পঠন-বিচারণ-ফলে বিশেষ মুক্তি লাভ হয় কি না প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের শেষেই (১২/১৩/১৮) এই

শ্লোকটী দৃষ্ট হয়ঃ—

"শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্‌বৈষ্ণবাণাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈকর্ম্ম্যমবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।।"

(শ্রীমদ্‌ভাগবতনামক বিশুদ্ধ পূরাণ বৈষ্ণবগণের পরম প্রিয়বস্তু। ইহাতে পরমহংস পুরুষগণলভ্য এক অমল পরমজ্ঞান কীর্ত্তিত এবং জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তিসমন্বিত নৈষ্কর্ম্ম্য প্রকাশিত হইয়াছে। মানব ভক্তিসহকারে ইহা শ্রবণ, পাঠ ও বিচার করিলে বিমুক্ত হইয়া থাকেন।)

অভক্তি-দ্বারা বিমুক্তি বা বিশেষ মুক্তি হ'বে না। সেইজন্য 'ভক্ত্যা' অর্থাৎ ভক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক— এই কথা ব'লেছেন। "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" একথা কৃষ্ণ অর্জ্জুনকেই ব'লেছেন, তা'র পরে আর সে-টার কোন মূল্য থাকবে না, তা' নয়। সেবাবৃত্তি সহকারে শ্রবণ ক'রতে হ'বে। "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।" সেবোন্মুখ জিহ্বায় অর্থাৎ ভক্তিমানের জিহ্বায় ও ওষ্ঠে স্বয়ং প্রকাশিত হ'বেন। স্বয়ংরূপ স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু এমন নন যে, অন্য কাহারও দ্বারা পরিচিত হবেন। বেদান্তভাষ্যকার ব'লেছেন— "অনন্তকল্যাণ-বস্তু এমন নন যে, অন্য কাহারও দ্বারা পরিচিত হবেন। ভজনপ্রিয়ঃ।" উহা রজঃসত্ত্বাদি গুণের কথা নয়। গুণাতীত,—'নির্গুণ'—শব্দে যাঁকে বলা হয়েছে, তাঁ'র সম্বন্ধে এই গুণকে থামিয়ে দেওয়া মাত্র নয়— অসদ্‌গুণ-নিরাসমাত্র' নয়। হরির ক্রিয়াকে কালক্ষোভ্য ক্রিয়ার অন্তর্গত মনে ক'রলে 'অধোক্ষজ' বলা হ'চ্ছে না। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা অপরোক্ষ বিচারের অতীত অধোক্ষজের কথা। 'হরি'-শব্দে মসূরের ডাল, সিংহ, চোর ইত্যাদি কোষোক্ত শব্দ লক্ষ্য ক'রলে হ'বে না। 'নির্গুণ হরি' ব'ললে সিংহকে বুঝতে হ'বে না।—"হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ।" নৃসিংহ-মৎস্যাদিকে হরি বলাই সঙ্গত। তাঁ'দিগকে 'হরি' ব'ললে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের মল দূর হয়।

"প্রেমা পুমার্থো মহান্।"

পুরুষের অর্থ—'প্রেমা। মায়িকজগতের চিন্তাস্রোত বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা নিয়ে যাঁ'রা ব্যস্ত, সেই কর্ম্ম ও জ্ঞানপন্থী সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ বিচারমাত্র পরমপুরুষার্থ নহে। পরম পুরুষার্থ—বাস্তব, তাহা নশ্বর অবাস্তব ছায়াবাজী নয়। জড়জগতের দাম্পত্য-প্রেম, বাৎসল্য-প্রেম, ইত্যাদি চিন্তাস্রোতে আবদ্ধ থাকা 'প্রেম'-শব্দের লক্ষীভূত বস্তু নয়, অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ভগবদ্‌বস্তুর প্রীতি আকর্ষণ করাই 'প্রেম'।

শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য

"তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।"

ভাগবত শ্রবণ ক'রে নিজে পাঠ করতে হবে। অমুক পাঠ করবে, আমি শুনে কিছু পুণ্য সঞ্চয় করবো, তা' নয়। স্মরণাগ্রহে পরিপাক করতে হবে, অবিস্মৃতি বিচার করা দরকার। শুধু বিচার নয়, তৎসহকারে ভক্তি লাভ হ'লে বিমুক্তি হ'বে। আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তি বিমুক্তি নয়।

"মুক্তির্যঃ প্রস্তরত্বায় শাস্ত্রমুচে মহামুনিঃ।।"
গৌতমং তং বিজানীথ যথাবিথ তথৈব সঃ।।"

শ্রীমদ্ভাগবত অমল প্রমাণ। ইহাতে মলযুক্ত কথা প্রবেশ ক'রে পুরাণ হ'য়েছে, তা নয়। ইহা বিষ্ণুভক্তের প্রিয়, জগতে অন্য কোন বস্তু তাঁদের প্রিয় নয়, বিষ্ণুপাদপদ্মই একমাত্র প্রিয়। নিত্যত্বের যাঁরা ভিক্ষুক, চেতনের, পূর্ণত্বের বিচারকারী যাঁরা, তাঁরা বৈষ্ণব। তাঁরা শ্রীমদ্ভাগবতকে একমাত্র প্রমাণ ব'লে অবলম্বন ক'রেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের আনুগত্যে বেদশাস্ত্র আলোচনা করতে হবে। ঈশ-কেন- কঠাদি শ্রুতিসকল, ব্রাহ্মণ-সংহিতাদি, শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ-জ্যোতিষাদি বেদাঙ্গ আলোচনা করা যাবে— যদি ভগবান্ স্মরণপথে আসেন, নচেৎ অপরা বিদ্যা হয়ে যাবে।

"যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।"

সকল মনুষ্যজাতির চিন্তাস্রোতের জ্ঞানদ্বারা ভাগবত বিদিত হন না। তাহাতে অমল জ্ঞানের কথা আছে। অন্য পুঁথিতে সেরূপ 'পর জ্ঞানের' কথা নাই, যা'তে নৈষ্কর্ম্ম্যবাদ আবিষ্কৃত হয়েছে। "বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেৎ" যাঁ'রা দেখছেন, তাঁদের নৈষ্কর্ম্ম্য হচ্ছে না। জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতই নৈষ্কর্ম্ম্য। ভগবানের সেবা ব্যতীত কিছু করব না। ভক্তিতে যদি নির্ব্বিশেষরাহিত্য এসে যায় তা' হ'লে চিৎসাহিত্য হল না। অজ্ঞব্যক্তি যে ভক্তি করেন, তা'র কথা ভাগবত বলেন নাই। সর্ব্বাপেক্ষা সুচতুর ব্যক্তির যে সেব্যের উপলব্ধি, তাহাই ভক্তি। অমুক ব্যক্তি বড় ভক্ত, কিন্তু জড়বিলাসী, এরূপ কথা সোণার পাথরবাটীর মত। জড়বিলাসযুক্ত ভাগবতপাঠ হ'লে তদ্বিনিময়ে বিদ্যাসুন্দর পাঠ করাই ভাল।

মুর্খের ভাগবতপাঠ ও দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট জড়বিলাসীর ভাগবতপাঠ সম্পূর্ণ উল্টো কথা। এ প্রসঙ্গে "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিঃ" * শ্লোকটী আলোচ্য। এক এক গ্রাস অন্ন গ্রহণ করলে যেমন তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি এক সঙ্গে হ'তে থাকে, সেইরূপ ভক্তি জ্ঞান ও বৈরাগ্য একত্রে উদিত হয়। যিনি কৃষ্ণে আসক্ত, তিনি কৃষ্ণেতর পদার্থে বিরাগযুক্ত, কিন্তু কোন জিনিষ প্রাপঞ্চিক বিচারে ছেড়ে দেন না। যেকাল পর্য্যন্ত না জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তি উদিত হ'বে, ততদিন কর্ম্মাগ্রহিতা যাবে না। ভগবদিতর বস্তুর

সেবাকে ভক্তি বলে না। দেশভক্তি, অধ্যাপকভক্তি, খণ্ডপদার্থের প্রতি ভক্তি অন্য রকম কথা। ভজনীয় বস্তুর প্রতি ভক্তি হওয়া চাই, যাতে নিত্যত্ব আছে, আনন্দ আছে, তা' খণ্ডিত নয়। যে পরিমাণে ভক্তি হ'বে, সেই পরিমাণে জ্ঞানবৈরাগ্য স্বতই উদিত হ'বে।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষপ্রার্থী কপটতাযুক্ত। শ্রীমদ্‌ভাগবত চতুর্বর্গাভিলাষীর পাঠ্য নহে। তাহা পঞ্চমবর্গের সৌন্দর্য্যদর্শনে লোলুপ ব্যক্তির পাঠ্য। আমরা ভাগবতালোচনায় অবকাশ দিচ্ছি কোথায়? ভক্তির দ্বারা তা'র আলোচনা হবে। নচেৎ ভোগীর অনুভূতিতে আমাদের বিপন্ন করবে। উপসংহারে বলতে চাই—শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করলে সেই বস্তুর অনুসন্ধান পাওয়া যায়, ব্রহ্মা-বরুণেন্দ্রাদিও যে বস্তুর অন্ত পান না। আর তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, দ্বাদশরসে তাঁর সেবা হ'য়ে থাকে। তাঁর অবতারগণ পূর্ণরসের সেব্য ন'ন। যিনি তাঁর সেবা করেন, তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

*সম্পূর্ণ শ্লোকটী (ভাগবত ১১/২/৪২)—

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈব ত্রিক এক কালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্।।

— ভোজনকারী পুরুষের প্রতিগ্রাসেই যেরূপ তুষ্টি, উদরপূরণ এবং ক্ষুধানিবৃত্তিরূপ কার্য্যত্রয় একসঙ্গে ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ শরণাগত পুরুষের ভজনকালে একসঙ্গেই প্রেমলক্ষণা ভক্তি, প্রেমাস্পদ ভগবৎস্বরূপস্ফূর্ত্তি এবং ইতরবিষয়-বৈরাগ্যরূপ ভাবত্রয় অনুভূত হয়।

(৪)

"আনন্দলীলাময়বিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে।।"

আমরা গতকল্য শ্রীমদ্‌ভাগবতের কথা বলতে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। তাতে * দুটি বিষয় আলোচিত হ'য়েছিল। একটি ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-ভোগের এই ত্রিবিধ ফল এবং মুক্তি-বা মোক্ষ-বন্ধন হ'তে মুক্তি— অশান্তির হস্ত হ'তে পরিত্রাণ-লাভরূপ ত্যাগের ফল—চতুর্ব্বর্গ-প্রার্থনা; আর একটি কথা পঞ্চম পুরুষার্থ ' প্রেমা। চতুর্ব্বর্গের প্রার্থনায় যাঁরা ব্যস্ত, তাঁরাই ভাগবত পড়ে ফল পান না। ' প্রেমা' অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রীতি সংগ্রহ যাঁদের প্রয়োজনীয় বিষয়, তাঁরাই ভাগবত পড়ে ফল পান। 'প্রেমা' সব চেয়ে বড় জিনিষ ব'লে আলোচ্য হ'লে ভাগবত পড়ার আবশ্যক হয়।

আমরা পাঁচ প্রকার ভক্তির অঙ্গ প্রধান ব'লে মহাপ্রভুর মুখে শ্রবণ করেছি ঃ-

"সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন।।
সকল-সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প-সঙ্গ।।"

ঐগুলিই আমাদের পরম প্রয়োজনীয় বিষয়। এই পাঁচের অল্পসঙ্গ হ'তেই ভজনীয় বস্তুর অনুশীলন ক'রতে পারি ; পাঁচের অল্পসঙ্গ-প্রভাবে ভগবদ্‌বস্তুর লাভ ঘটে। আমাদের বর্ত্তমান সময়ে ভাগবতশ্রবণ ব'লে একটি কার্য্য প'ড়েছে। এমন গ্রন্থ শুনে লোকের বেশী কি লাভ হবে, কি প্রয়োজন সিদ্ধ হবে—এসমস্ত পূর্ব্বপক্ষের আলোচনা হওয়া আবশ্যক——বিষয়টি ভাল ক'রে জানা দরকার।

অতি পূর্ব্বকালে জীবের হৃদয়ে উপাসনার বিচার ছিল। তাঁ'রা উপাস্য-বস্তু নির্ণয়ের প্রয়োজন বুঝতেন। কিন্তু কালে দেখা গেল, সকলের উপাস্য, আরাধ্য এবং উপাসনা বা আরাধনা এক নয়; তাঁদের অনেকগুলি গন্তব্য স্থান, প্রাপ্য বস্তুও রকম রকম। এজন্য বহুদেবতার উপাসনা প্রচলিত হ'ল। অতি প্রাচীন কালে 'হংস' ব'লে একটি মাত্র জাতি ছিলেন। তাঁরা এই জগতে বাস ক'রে ভিন্ন ভিন্ন উপাস্যের উপাসনা, পূজ্যের পূজা ক'রতেন। তাঁদের যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরাই 'পরমহংস' অর্থাৎ পরমার্থপথের পথিক ব'লে অভিহিত হ'তেন। পূর্ব্বে বৈষ্ণবগণের নাম ছিল 'পরমহংস'। ভাগবত-সম্প্রদায়ের অতি পূর্ব্বকালের কথা আলোচনা ক'রলে আমরা এই 'হংস' ও 'পরমহংস' কথা জানতে পারি। এদের পদ্ধতি ছিল একায়নপদ্ধতি। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ সেই প্রাগ্‌ বৈদিকযুগেরও আলোচ্য বিষয় ছিল ব'লে শ্রীমদ্ভাগবতকে পারমহংস্য বা পারমহংসী সংহিতা প্রভৃতি বলা হয়। 'সংহিতা'-অর্থে সঙ্কলিত গ্রন্থ; পরমহংসগণের আলোচ্য বিষয় সংগৃহীত হ'য়েছে যাতে। একায়নীদিগের মধ্যে পাঁচ জায়গা হ'তে যে জ্ঞান সংগ্রহ হ'ত তা'কে 'পঞ্চরাত্র' বলা হয়। পুষ্কর, হয়শীর্ষ, নারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতি পাঞ্চরাত্রিক গ্রন্থ।

ভগবানের উপাসক 'ভাগবত' ব'লে প্রসিদ্ধ। যে সময়ে শ্রীব্যাস শম্যাপ্রাসে শ্রীশুকদেবকে ভাগবত অধ্যয়ণ করাননি, সে-সময়ের কথা ব'লছি। সে-স্ময়ও 'পারমহংসী সংহিতা', সাত্বত সংহিতা' প্রভৃতি কথা আমরা ব্যাসের লেখনী হ'তে পাই। বেদের অর্থ পূরণার্থ বেদব্যাস পুরাণ রচনা করেন। পুরাণে প্রাচীন কথা আছে। শ্রীমদ্ভাগবতকেও ব্যাস রচিত পুরাণবিশেষ বলা হয়। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত একায়ন পদ্ধতির একমাত্র গ্রন্থ; ইহাকে পাঞ্চরাত্রিক গ্রন্থও বলা যায়।

একায়ন স্কন্ধ ও বহ্বয়ন শাখাগুলি—এই দুই প্রকার বেদের স্কন্ধ-শাখা। চ্যুতগোত্রীয় ঋষিগণ বহ্বয়ন-শাখাবলম্বী। অচ্যুতগোত্রীয়গণই একায়নপন্থী। বহ্বয়ন শাখা একায়ন স্কন্ধ হ'তে স্বতন্ত্র। একায়ন-পদ্ধতিতেই পূর্ণ সমন্বয়বিচার ও একপথের বিচার। সত্যযুগে যে কথা ভাগবত ব'লেছেন, সেই কথার বিচার ক্রমশঃ ক্ষীণ হ'য়ে এলে বেদবিভাগ ও বর্ণবিভাগাদি আরম্ভ হয়। একপাদ-ধর্ম্মক্ষয়ে বেদ বিভক্ত হইয়া ঋক্, সাম, যজুঃ প্রভৃতি সংহিতা, উপনিষদ্ এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি বৃত্তবিচারে বর্ণবিভাগ হ'য়েছিল। ত্রেতার পূর্ব্বে বর্ণবিভাগ ছিল না। সকলেই হংস জাতির অন্তর্গত ছিলেন।

নিষ্ক্রিয় হ'য়ে যাঁরা পরমার্থপথে অগ্রসর হ'তেন, তাঁরাই পরমহংস। বৈষ্ণববিদ্বেষী মত ক্রমশঃ প্রবল হ'বার সঙ্গে সঙ্গে ঋক্-সামাদি বেদবিভাগ ও হংস জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণবিভাগ আরম্ভ হয়।

আমি প্রারম্ভিক কথা বল্‌ছি। হংসজাতি কাশ্যপহ্রদের (কাস্পিয়ান্ সি'র) নিকট এসিয়া নামক স্থানে বাস করে 'আর্য' বলে অভিহিত হন। অগ্ন্যাদিদেবের উপাসনার প্রত্যক্ষ বিচারে অবস্থিত হ'য়ে বিষ্ণুর উপাসনাও তজ্জাতীয় মনে করেন। বিষ্ণু হ'তে স্বতন্ত্র ঈশ্বর জ্ঞান ক'রে ঋক্,সাম,যজুঃ প্রভৃতি সংহিতাখ্য গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উল্লেখ এবং উহার উপাসনাকাণ্ডে ঐসকল দেবতার স্তবাদি দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের বিবরণ শ্রবণ করবেন যাঁরা, তাঁহাদের এসমস্ত কথার দরকার আছে, নতু বা শ্রীমদ্‌ভাগবতে নবাভ্যুদিত মধ্যযুগীয় গ্রন্থমাত্র ভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী। একায়ণপদ্ধতিরূপ শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র বেদ। উপনিষদে একায়ন, মহাভারত, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়। ভাগবতের প্রাক্ ইতিহাস অর্থাৎ প্রাগ্‌বৈদিক যুগের ইতিহাস আলোচনা ক'রলে জানা যায় যে, ঋক্ বেদের পূর্ব্বেও মানবজাতি সভ্য উপাসক ছিলেন। তাঁরা একায়নপথাবলম্বী হ'য়ে সহজ বিষ্ণুভক্তি বা বৈষ্ণবতার বিচারেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ত্রেতার প্রারম্ভে স্থানে স্থানে একায়ন-বিচার শ্লথ হওয়ায় বেদবিভাগ ও বেদাঙ্গাদির প্রচার হয়। পূর্ব্বে 'একায়ন' 'পঞ্চরাত্র' 'সাত্বত' প্রভৃতি শব্দ ছিল। একায়ণের কথা এখন ন্যূনাধিক বর্ত্তমান ইতিহাসে বিলুপ্ত। উহা প্রচুরপরিমাণে আলোচিত হ'লে জানা যায় যে, প্রাগ্‌বৈদিক যুগে বিষ্ণুভক্তির কথা ছাড়া অন্য কথা ছিল না, ত্রেতারম্ভ হ'তেই অন্যান্য কথা বিস্তার লাভ ক'রেছে। আমাদের এদেশে কিছুকাল পূর্ব্বে যে কেবল বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বাস ক'রতেন, তা নয়। সাত্বত ব্রাহ্মণেরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিষ্ণু-ভক্তির কথাই প্রবল ছিল। তাঁদেরই বংশধর এখন 'সাত্বতী' কথা থেকে তার অপভ্রংশ 'সাত-শতী' বা শম্বতী ব'লে আপনাদিগকে পরিচয় প্রদান করেন। কান্যকুজ হ'তে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসবার পূর্ব্বে বঙ্গে সাত্বত বা

বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণ বাস কর'তেন। প্রত্যক্ষ জড়-বিচারপর বৌদ্ধরাজগণের প্রবল পরাক্রমে বৈষ্ণবধর্মের প্রচার ন্যূনাধিক স্তব্ধীভূত হয়। নানাবাধা অতিক্রম ক'রেও ভগবৎকৃপায় সেই পুরাতন জৈবধর্ম্ম পুনরায় প্রচুর পরিমাণে আলোচনা হ'চ্ছে।

'পুরাণ' ব'লে যাঁরা নাসিকা কুঞ্চন করেন, তাঁরা প্রাগ্‌বৈদিক যুগের সাত্বত-স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কি আলোচনা ক'রতেন, তা'র আলোচনা করুন। পুরাণ বা পঞ্চরাত্রান্তর্গত অকৃত্রিম বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবত নাসিকাকুঞ্চনের বস্তু ন'ন। শ্রীনারায়ণ ঋষি নারদকে, নারদ বেদব্যাসকে, ব্যাস আবার শুকদেবকে এই ভাগবতী কথা বলেন। ব্যাসের শম্যাপ্রাস আশ্রমে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম বৈঠক বসেছিল। শ্রীশুক সেখানে ভাগবতের আলোচনা ক'রেছিলেন। সেই সময় হ'তেই 'ভাগবত'—শব্দের প্রয়োগ; তৎপূর্ব্বে পরমহংস, সাত্বতগণের আলোচ্য পারমহংসী সাত্বতসংহিতা প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার আমরা ইতিহাস আলোচনার সময় পাই।

(৫)

সাতটি কল্পে ব্রহ্মার সাতটি জন্ম হ'য়েছিল। আমাদের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকায় তা' বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে। মহাভারতেই একথা আছে। বর্তমানে যে শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ প্রচারিত আছে, তাতে প্রাগ্বৈদিকযুগের উপাসনা-প্রণালী লিপিবদ্ধ আছে। বৈদিকযুগের অর্থাৎ সত্যযুগের পরবর্তী সময়ে ঋক, সাম ও যজুঃ—এই বেদত্রয়ীতে যে সমস্ত বিচার প্রণালীর কথা আছে, যা আবার সূক্ষ্মভাবে সংহিতা, আরণ্যক, উপনিষদাদিতে আছে, তাতে বৈষ্ণবধর্মের কথাই বলা হ'য়েছে। তবে ক্রমশঃ মানুষের উপাসনার চিন্তাস্রোত যেরূপ, তাতে মৎস্য-কূর্মাদি অবতারক্রমে বুদ্ধ ও কল্কির আবির্ভাব। বুদ্ধের সময় থেকে বেদবিরোধী বিচার প্রবর্তিত হ'য়েছে; কল্কির সময় তা আসবে। রৌহিণেয় রামের পরে একটি (বুদ্ধ) হ'য়েছেন, আর একটি (কল্কি) হ'বেন। ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্তের বশবর্তী হ'য়ে বিষ্ণুর এই সকল অবতারের প্রাকট্য। এঁরা নিত্য বৈকুণ্ঠে আছেন। কিছুকালের জন্য আমাদের প্রতি কৃপালু হ'য়ে তাঁদের এদেশে আসা বা জীবহৃদয়ে অবতরণই অবতার। কিন্তু তাঁদের অপ্রকটলীলা-ভূমিকা পার্থিব প্রাকৃত অবর ভূমিকা নহে। বৈকুণ্ঠবস্তুতে কোন প্রকার অবরতা আরোপিত হ'তে পারে না। যাবতীয় অবরতা ঐহিক সৃষ্টির মধ্যে আবদ্ধ। হিরণ্যকশিপু নিত্য বৈকুণ্ঠে নাই। তবে তাঁর ভাব সেখানে নিয়ে গেলে বিষ্ণুকর্ত্তৃক লীলাপোষণ জন্য তার ভাববিধ্বংস পরিজ্ঞাত হতে হয়। হিরণ্যকশিপু এদেশের অচিৎ পার্থিব ত্রিগুণান্তর্গত পদার্থবিশেষ, সে দেশে লীলাপুষ্টির জন্য তত্তচ্চিন্ময়ভাবমাত্র বর্তমান; তথায় জড় অধিষ্ঠান নাই।

প্রকটলীলা ও অপ্রকটলীলা ব'লে দুটি কথার বিচার আছে। প্রকটলীলায় জড়জগতে বৈভব-অবতারসমূহের প্রাকট্য হলেও অপ্রকট বৈকুণ্ঠে তাঁ'রা পূর্ণভাবে আছেন। এটা জড়জগৎ; উহা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভূমিকার পার্থক্য বিজড়িত হ'য়ে এখানে এসে উপস্থিত হ'য়েছে। সেখানে কোন অনুপাদেয় অবর বিরোধী ধর্ম নাই। সব ভাবই তথায় আছে। কিন্তু তাতে বৈচিত্র্যসত্ত্বেও প্রপঞ্চের ন্যায় প্রেমের অভাব নাই। প্রত্যেক কার্যই বিষয়ের প্রীতিজনক; অচেতন, অপূর্ণ ও আনন্দবাধময় নহে। বিরোধ, অভাব, অনুপাদেয়তা, হেয়তা, পরিছিন্ন অবরতা, আপেক্ষিকতা ব'লে কোন কথা বৈকুণ্ঠরাজ্যে নাই। এই দুষ্প্রাপ্য বৈকুণ্ঠ-কথা বলার ও শ্রবণের সুযোগ প্রদানের জন্যই গৌড়ীয়মঠের শ্রবণ-সদন নির্মাণের প্রয়োজন হ'য়েছে। স্থানে স্থানে শ্রবণ-সদন নির্মাণ করা হচ্ছে, যাতে করে ভাগবতের কথা লোকের কর্ণে প্রবিষ্ট হ'য়ে অন্য কথায় বৃথা শ্রদ্ধা থেমে যায়। কেউ বলেন,—শ্রীমদ্ভাগবত তন্তুবায়গণের আলোচ্য পুঁথি উহা স্বাধ্যায়নিরত বিচারপর ব্রাহ্মণদিগের বিচার্য গ্রন্থ নয়। অনেক সময় আবার শুনি, কেউ কেউ মহাপ্রভুকে "শচীপিসীর ছেলে"—এই পর্যন্ত সম্মান দিয়ে থাকেন। কেউ বলেন, পুরাণের কথা বাজে কথা, আষাঢ়ে গল্প, পুরাণো কথা, ও কথা শুনে কি হবে? কেউ বলেন, ভাগবত বোপদেব —রচিত। যদি তা হয়, তা হলে যে বোপদেব ভাগবত রচনা করেছেন, তাঁর কত বড় হওয়া উচিত, তা একবার ভাগবতখানি বিচার করে দেখলে হয়। ভাগবতবিরোধী সম্প্রদায়ে শ্রীমদ্ভাগবতকে যে ব্যাসের রচিত গ্রন্থ নয় ব'লে যে দোষারোপ করা হয়, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ বা দশম শতাব্দীর গ্রন্থবিশেষ ব'লে আধুনিকতা প্রমাণ করে গর্হণযোগ্য করা হয়, তার মূল কারণ শ্রবণ-সদনেই বিশেষভাবে আলোচ্য হওয়া দরকার। অন্যান্য জিহ্বা-গহ্বরের নানা বিতণ্ডা, ভেকজিহ্বার কোলাহল সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ হওয়া উচিত। সেজন্য অনেক সময় মনে করি, শ্রবণ-সদনে কিছু ভাগবত আলোচনা হোক্ — ভাগবতকে যেন পণ্যদ্রব্য করা না হয়। সাংসারিক প্রয়োজন-সরবরাহের উপায়রূপে সময় কাটাবার অন্যতম জ্ঞানে বা অর্থবিনিময়ে ভাগবতশ্রবণের বিচার হ'লে তাতে ঐকান্তিক প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি বা আশানুরূপ ফল হ'বে না। শুদ্ধ সারস্বত-শ্রবণ-সদনের যত বৃহত্ত্ব লক্ষ্য কর্‌ব, যত আলোচনা বাড়বে, ততই জগতের কল্যাণ; সে দিন যত বড় বড় টাউনহল, বড় বড় অট্টালিকা শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রবণ-সদন হবে, সকলে হরিকথা আলোচনা করবে, সর্বত্র হরিকথাময় হয়ে যাবে—সে দিনই বিশ্ব পূর্ণ-সুখময় হ'বে। "মঠন্তি বসন্তি ছাত্রাঃ যস্মিন্" অর্থাৎ পরমার্থ-শিক্ষা-সদনই ভাগবতমঠ। শিক্ষাশিরোমণি পরমার্থানুশীলন ব্যতীত আর কোন কার্যই নাই। ভক্তিমঠে ভগবৎসেবানুরাগবিশিষ্টগণই বাস করুন; সেবাবিমুখ বা সেবাবিরোধীর এখানে প্রয়োজন

নাই। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতি অভক্তগণ এখানে বাসের সদুদ্দেশ্য বুঝবেন না। ভক্তিমঠে পঞ্চরাত্রবিধিতে মন্ত্রদ্বারা বিবিধ উপচারে ঠাকুরের অর্চ্চন হয়, ভোগ হয়। ভগবদ্‌ভোগ্যবস্তু তাঁতে সমর্পিত হ'লে তদুপভুক্ত বিচারে প্রসাদরূপে গ্রহণ করা হয়। প্রাগ্‌বৈদিকযুগের আলোচ্য ভাগবতবিচার অনুসরণ ক'রে বৈদিক পণ্ডিতাভিমানিগণের বর্তমান বিচার থেকে অবসর পাওয়া দরকার। ভগবানের কথাদ্বারাই সব হবে। এক ভাগবত মাত্র বজায় রেখে আর সমস্ত চিন্তা বাদ দিলেও চলবে—"কিংবাপরৈঃ।" শ্রীমদ্ভাগবত পূর্ব পক্ষরূপে সমস্ত বিরুদ্ধ কথার অবতারণা ক'রে তা'র সম্পূর্ণ অকর্মণ্যতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে গিয়েছেন।

মানুষের ভাগ্য এত খারাপ হ'য়েছে যে, তা'রা 'বিদ্যাসুন্দর'-পাঠের স্থানে বা বারবনিতাদিগের নর্তন-কীর্তন-স্থানে ভাগবতপাঠ লাগিয়ে ইন্দ্রিয়তর্পণের বিচার গ্রহণ ক'রছে, যেন ভাগবতও তাদের ন্যায় অনর্থবৃদ্ধিকারী জনগণের ঐ জাতীয় কর্ণরসায়ণের বস্তু। মানুষের ভগবৎসেবাবিচার এতটা কমে গিয়েছে যে, তা' শতকরা ৯৯.৯৯ পর্যন্ত বললেও ভ্রম হ'বে না। ভাগবতের কথাই, যেন অনর্থ উৎপাদনের বা অনাদরের বস্তু (Negligible)। কোথায় অন্য সব কথা বাদ দিয়ে শতকরা শতভাগই ভাগবতের কথা---নিত্য মঙ্গলের কথা প্রবল হবে; তা' না হ'য়ে উল্টো বিচার হ'য়ে উঠেছে। জীবের যাবতীয় সংকীর্ণ বিচার থেমে যাক্। ভাগবতের কথা আলোচনা না করলেই আমরা অন্যান্য বিষয়ে মন দিব, বিশ্ব ব'লে --সংসার ব'লে ব্যাপারগুলি উপস্থিত হ'বে। যাঁরা জন্ম-জন্ম ধ'রে ভগবৎ-প্রসঙ্গবিমুখ হ'য়ে সংসারে দুঃখ-কষ্ট-অশান্তি ভোগ ক'রছেন, তা'রা কি এখনও স্বাস্থ্য লাভ করার জন্য চেষ্টা করবেন না? প্রবৃত্তিমার্গে নানাপ্রবৃত্তিদ্বারা চালিত হ'য়ে পদে পদে অশান্তি ভোগ ক'রতে হয়, একমাত্র ভগবৎকথাশ্রয়েই পরমশান্তি লাভ হ'তে পারে, মনুয্যজাতির একথা কি এখনও, বিচার্য হ'বে না।

(৬)

শ্রীব্যাস তাঁর পুত্র শুকদেবকে ভাগবত পড়িয়েছিলেন, যে শুকদেব সংসারে প্রবিষ্ট হন্ নাই। কত উদারতা সহ তাঁকে ভাগবতের কথা ব'লতে পেরেছিলেন—দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট না থাকায় বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ বোধ ক'রতে হয় নাই, এমন একটি শ্রোতা শুকদেব। ব্যাস শুকদেবকে বলবার পূর্ব্বে নারদ থেকে, নারদ আবার নারায়ণঋষি থেকে এই ভাগবত শুনেছিলেন। 'শ্রীকৃষ্ণ-দেবর্ষি-বাদরায়ণ' ক্রমে অস্মদ্ গুরুপারম্পর্য্যে যে কথা আছে, সেই একই কথা। শ্রীভগবানের নিজ উক্তি হ'তে আমরা জান্‌তে পারি।

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ।।
তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে পূর্ব্বজায় সা।
ততো ভৃগ্বাদয়োঽগৃহ্ন্ সপ্ত ব্রহ্মমহর্ষয়ঃ।।
তেভ্যঃ পিতৃভ্যস্তৎপুত্রা দেবদানবগুহ্যকাঃ।
মনুষ্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ সবিদ্যাধরচারণাঃ।।
কিং দেবাঃ কিন্নরা নাগা রক্ষঃ কিংপুরুষাদয়ঃ।
বহ্ব্যস্তেষাং প্রকৃতয়ো রজঃসত্ত্বমোভুবঃ।।
যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং পতয়স্তথা।
যথাপ্রকৃতি সর্ব্বেষাং চিত্রা বাচঃ স্রবন্তি হি।।"

(ভাঃ১১/১৪/৩-৭)

এই ভক্তির কথাই কালপ্রভাবে প্রলয়ে বিনষ্ট হ'য়েছিল। ভগবৎ কর্ত্তৃকই আদিক বি বিরিঞ্চির নিকট বেদ-নামে পরিচিত ভাগবতধর্ম্ম সৃষ্টি-প্রারম্ভে কথিত হ'য়েছিল। ব্রহ্মা স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র মনুকে উহা উপদেশ ক'রেছিলেন এবং মনুর নিকট হ'তে ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত ব্রহ্মর্ষি তাহা পেয়েছিলেন। ভৃগু প্রভৃতি পিতৃগণ হ'তে দেব, দানব, গুহ্যক, মনুষ্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, চারণ, কিন্নর, কিংদেব, নাগ, রাক্ষস,কিম্পুরুষগণ লাভ ক'রে স্ব-স্ব সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণজাত প্রকৃতিবিচারে বিচিত্র বিচারপুষ্ট বাক্যসকল ব'লেছেন। বিভিন্ন প্রকৃতির অধিষ্ঠানক্রমে ভূতপতিগণের মধ্যে বিভিন্ন বেদবিচারে বিভিন্নতা এসেছে।

প্রথমে ভাগবতের কথাগুলি শ্রীশুক তাঁর ছাত্রজীবনে শম্যাপ্রাস মঠে আলোচনা করেন। ব্যাস তাঁর অকৃতদার কুমারধর্ম্মী পুত্র শুকদেবকেই ভাগবত ব'লেছিলেন। তিনি আর সংসারে প্রবিষ্ট না হ'য়ে মহারাজ পরীক্ষিতের ন্যায় বিবিধ শ্রোতা পেয়ে তাঁদের সেই কথা বললেন। যিনি ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হ'য়ে রাজ্য ঐশ্বর্য্য সমস্ত ছেড়ে দিয়ে গঙ্গাতটে প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট হ'য়ে পরমার্থের জন্য পার্থিব শরীরত্যাগের যত্ন প্রদর্শন ক'রেছিলেন, এমন একজন ব্যক্তিকে শ্রীশুক ভাগবতকথার শ্রোতারূপে পেলেন। শ্রীব্যাস শুকদেবকে অত্যন্ত সাহসের সহিত—সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে " সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ শোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ" প্রভৃতি তীব্র কথা ব'লতে পেরেছিলেন।

আবার শুকদেবও মহারাজ পরীক্ষিতকে পরম সাহসে সেই কথা ব'লতে পেরেছেন। পরীক্ষিত তাঁর অধ্যাপক শুকের নিকট ঐ সকল বাণী মজঃফরনগর জেলার অন্তর্গত শুকরতল ভুখারহেরি বা ভোপা-নামক স্থানে শুনেছিলেন। এখানেই ভাগবতের

দ্বিতীয় বৈঠক হয়। তৃতীয় বৈঠক নৈমিষারণ্যে। ষষ্টিসহস্র ঋষি সূতগোস্বামীর নিকট ভাগবতকথা শুনেছিলেন। সূত চারণ-শ্রেণীর লোক। পূর্ব ইতিহাসগান ক'রে বলার জন্য তাঁ'রা শিক্ষিত হতেন। আজকাল ঘটকেরা যেমন পূর্বপুরুষের কথা বলেন, সেই প্রকার সূত শুকপরীক্ষিতসংবাদ ষাট হাজার ঋষির কাছে শুকস্থানে শ্রুত বাক্যসকল অভিনয়ের মত গান করেছিলেন। ঋষিগণ কলি সমাগত দেখে সহস্রবর্ষব্যাপী এক যজ্ঞ আরম্ভ করেছিলেন। ভগবদিচ্ছায় শ্রীসূত সেস্থানে উপস্থিত হ'লে ঋষিরা তাঁকে ভাগবতবক্তারূপে বরণ করেছিলেন। শ্রীসূত শ্রীশুকমুখে যে কথা শুনেছিলেন, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেই আঠার হাজার শ্লোকের পাঠন-কার্য আরম্ভ ক'রে দিলেন।

"তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।"

এদিকে কর্ম্মকাণ্ডীয়েরা বেদত্রয়ীর মধুপুষ্পিতবাক্যে আচ্ছন্ন হ'য়ে বেদের আশ্বলায়ণ সাংখ্যায়নাদি শাখা নির্ণয় ক'রে তাই নিয়ে ব্যস্ত হ'লেন; সব চেয়ে বুদ্ধিমান্ ভাগ্যবান্ যাঁরা সুপ্রাচীন একায়ন পদ্ধতি আশ্রয় ক'রলেন।

ভাগবত-সম্প্রদায়ের দুইপ্রকার প্রবৃত্তি, এক সনৎকুমার হ'তে আর এক ব্রহ্মনারদাদি অস্মদ্ গুরু পারম্পর্য্যের কথা আপনারা শুনেছেন। ধরাদ্বারা গঠিত শ্রীমূর্ত্তি পরমৈশ্বর্য্যময়ী মহালক্ষ্মীর পূজার বিচার থেকে যে অর্চ্চনপথ—ঈশ্বরভাব যা'র অনুগত, সেই পদ্ধতি সনৎকুমার হ'তে এসে পৌঁছেছে।

ভাগবতের বা বৈষ্ণবের আগের কথায় হংস পরমহংস-সংজ্ঞা। ত্রেতায় যখন জাতির বিভাগ হ'ল, তখন চ্যুত ও অচ্যুতগোত্রীয়ের একটা পার্থক্য ছিল। যেমন আমরা ভাগবতে দেখতে পাই—

"সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক। অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ।।"

অচ্যুতগোত্র ভাগবত পরমহংসকুল, আর চ্যুতগোত্র ঋষিকুল। এঁরা উভয়েই পরম সম্মানিত। এঁদের উভয়েরই মধ্যে পরজগতের আলোচনা ছিল। যাঁদের পরজগতের কথা আলোচনা আছে, তাঁদের খাজনা দিতে হ'ত না, তাঁরা বিনা মূল্যে মঠমন্দিরে বাস ক'রতেন। আলাদা ক'রে বিত্ত সংগ্রহের প্রয়োজন হ'ত না। পৃথিবীতে সকলেরই কর্ত্তব্য স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণ ও ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবের সেবা করা। পৃথুমহারাজের সময়ে এই বিচার ছিল। তিনি সপ্তদ্বীপের একচ্ছত্র রাজা ছিলেন। ঋষিবংশের কোন দণ্ড নাই। কিন্তু তাই ব'লে ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়ে ব্রাহ্মণেতর আচারে প্রবৃত্ত হ'লে বড়ই কলঙ্কের কথা পৃথুর সময় তা' ছিল না। ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ বৈদিক আচারে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, শ্রৌতগৃহ্যসুত্রানুসারে চলতেন। আর অচ্যুতগোত্রীয় বৈষ্ণবগণের পরমার্থানুশীলনই প্রবল ছিল। ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব কেহই ফৌজদারী বা দেওয়ানী কোন

অপরাধই ক'রতেন না। ইহা আমরা ভাগবতে পাই। ভাগবতালোচনা ঋষিবংশের মধ্যেও ছিল। যখন সংহিতা বলা হ'চ্ছে তখন সংগৃহীত হ'য়ে, সর্ব্বত্র না হ'লেও স্থানে স্থানে উহার আলোচনা নিশ্চয়ই ছিল। কেননা আজও জিনিষটা রয়েছে। ভাগবতকে কেউ বলেন, উহা পাঞ্চরাত্রিক গ্রন্থ, পুরাণ নহে; কেউ আবার দেবী ভাগবতকেই প্রাচীন ব'লে দাবী ক'রছেন। ভাগবতের পক্ষের লোক ব'লে যাঁ'রা পরিচয় দেন, তাঁ'রা আবার ভাগবতকে পণ্যদ্রব্য ক'রে ফেলতে চান। শ্রোতার রুচির অনুকূলে বিমর্দ্দিত হ'য়ে লাভ-পূজা -প্রতিষ্ঠাকাঙ্খী কখনও ভাগবতের সেবক হ'তে পারেন না।

২৪ ঘন্টার মধ্যে ২৪ ঘন্টা যাঁরা ভগবানের সেবায় নিযুক্ত, অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-চেষ্টা হ'তে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত, ভাগবত তাঁদেরই আরাধ্য; তাঁরাই ভাগবতের আরাধনা জানেন। ভাগবতকে অর্থ ও পুণ্যসংগ্রহ বা দুঃখনিবৃত্তির দাওয়াইখানা মাত্রে পর্য্যবসিত করা ভাগবতের সেবা নয়।

শ্রীচৈতন্যদেব যখন জগতের দুঃখ জানলেন, তাঁর পরমপ্রিয় সনাতন-রূপ-জীবগোস্বামিগণ যখন জগতের দুঃখে দুঃখিত হ'লেন, তখন তাঁরা ভাগবতকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত ক'রতে বাধা দিলেন। ভাগবতকে কালিদাস, মাঘ, শ্রীহর্ষ, ভারবী, ভর্ত্তৃহরি প্রভৃতির লিখিত বা অন্যান্য কাব্য বা পুরাণ গ্রন্থের অন্যতমরূপে মনে করিতে নিষেধ করিলেন এবং তাঁরা (ভাগবতের) আলোচনাকে কালাপহারিণী-ব্যবস্থাবিশেষে নিযুক্ত হ'তে দিলেন না।

শ্রীচৈতন্যদেব জয়দেবের মধুর কোমল কান্তপদাবলীর আদর ক'রলেন। জয়দেব মহাত্মার অষ্টপদী গীতগোবিন্দ উৎকল দেশে বেশ প্রচার আছে, দক্ষিণদেশে কম, পশ্চিমে নাই বললেও হয়, বাংলাদেশে বহুল প্রচারিত। জয়দেব ভাগবতের কথা—তৃতীয় বৈঠকের কথা যাতে লিখিত আছে, তা'অবলম্বন ক'রে পরিশিষ্ট কথা বর্ণন ক'রেছেন। অনেকে জয়দেবের কথা বুঝতে না পেরে তাঁকে আদর ক'রতে পারেন নি।

দক্ষিণদেশে কৃষ্ণবেণ্বা নদীর ধার হ'তে মহাপ্রভু 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' ব'লে একখানি পরমোপাদেয় গ্রন্থ সংগ্রহ ক'রে আনেন। এদেশে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী এবং রামানন্দরায়ের জগন্নাথবল্লভ নাটকাদি ছিল।

"চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটকগীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে

গায়, শুনে, পরম আনন্দে।। চৈঃ চঃ মধ্য ২/৭৭।

এই পাঁচ খানি গ্রন্থ ও গীতি গৌরসুন্দরের পরম প্রীতি বিধান ক'রেছেন। এইত' ভাগবত-সম্প্রদায়ের অবস্থা। সাধারণ লোকে অর্থোপার্জন, পুণ্যসঞ্চয়াদির জন্য ভাগবত পড়ে, ভাগবত পাঠকে মার্কণ্ডেয় সপ্তশতী পাঠেরই অন্যতম মনে করে।

আপনারা বোধ হয় কুলীনগ্রামনিবাসী গুণরাজখাঁনের (মালাধর বসুর) নাম শুনেছেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত-দশমস্কন্ধের কথাগুলি বাংলা পয়ার-ছন্দে পাঁচালী আকারে গ্রথিত ক'রেছেন। গ্রন্থখানির নাম "শ্রীকৃষ্ণবিজয়।" সেই গ্রন্থে উজ্জ্বলভাবে লিখিত আছে —" নন্দনন্দনকৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ"। মহাপ্রভু এই কথায় পরম প্রীতি লাভ ক'রে ব'লেছিলেন, —"এই বাক্যে বিকাইনু তা'র বংশের হাত।"

(৭)

'হরিলীলা-শিখরিণী', 'মুক্তাফল' প্রভৃতি ভাগবতের প্রাচীন টীকা আছে, শ্রীমধ্বের নিজ লিখিত টীকা আছে, মধ্বসম্প্রদায়ের বিজয়ধ্বজ প্রভৃতি ৮/১০ জন ভাগবতের টীকা লিখেছেন। রামানুজ-সম্প্রদায়ের বীররাঘবাদি আরও দুজন ভাগবতের ব্যাখ্যা ক'রেছেন।

কেবল কেবলাদ্বৈতবাদীরা কেহই ভাগবতের টীকা লেখেন নাই। তাঁরা কেবল কপটতার দ্বারা ব'লে বেড়ান ভাগবতে কেবলাদ্বৈতবাদের কথা আছে। কিন্তু আমরা ত' ভাগবতের কোথায়ও কেবলাদ্বৈতবাদ দেখি না। ভাগবত থেকে শত সহস্র যোজন দূরে অবস্থান করে, এরূপ ধরণের কোন ব্যক্তি ভাগবতের কথা লিখ্‌বে বা জান্‌বে, ইহা কখনই সম্ভব নয়। মধুসূদন সরস্বতী নাকি একজন ভাগবতের পক্ষের লোক ব'লে অনেকে বলেন, কিন্তু তা' নয়; তিনি অদ্বৈতবাদী। অঘ-বক-পূতনাও কৃষ্ণের পক্ষের লোক ব'লে পরিচয় দিয়েছিল। কৃষ্ণ মথুরামণ্ডলে অঘবকাদি ১৮টি অসুর ধ্বংস ক'রেছিলেন। অসুরগণের কৃষ্ণকে ধ্বংস করাই প্রধান চেষ্টা কিন্তু কৃষ্ণ তাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দেন। গীতা যদিও বৈষ্ণবদেরই পূজ্য গ্রন্থ, কিন্তু উহাকে পঞ্চায়িতী আখড়ার লোক তা'দের প্রধান পূজ্য বস্তু ব'লে নানা টাকাটিপ্পনী রচনা ক'রে বৈষ্ণবধর্ম্মের সরল বিশ্বাসের প্রতি আক্রমণ ক'রেছে। ভাগবতকেও ঐ রকম আপনার ক'রতে গিয়ে তারা বিরূদ্ধ কথা প্রচার ক'রছে।

যখন জগতে এই রকম ধরণের অন্যায় বিচার প্রবর্ত্তিত হ'য়েছিল, এমন সময় চৈতন্যদেব মনুষ্যের কল্যাণের জন্য কৃষ্ণপাদপদ্ম কি বস্তু, তাহা জানিয়ে দিলেন। কিন্তু আমাদের এমনই পোড়াকপাল যে, সেই কৃষ্ণকথায় রুচি নাই। যেমন

শ্রীচৈতন্যভাগবত চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এদেশের অবস্থার কথা বেশ স্পষ্ট ক'রে ব'লেছেন— লোকে কেবল গঙ্গাস্নানের সময় এক আধবার হরিনাম উচ্চারণ ক'রত, ব্যবহাররসে মত্ত থাক'ত, পণ্ডিতেরা বাদবিতণ্ডা নিয়ে প্রবৃত্ত থাকতেন, ব্রাহ্মণেরা মরণের সময়, 'গঙ্গা', 'নারায়ণ', 'ব্রহ্ম' উচ্চারণ ক'রতেন অর্থাৎ অন্তে নির্ব্বিশেষ গতি ছাড়া আর কিছু নাই, এই তাঁদের ধারণা, ভুলেও মহামন্ত্র উচ্চারণ ক'রতেন না। ভাগবতের কথাকে লোকচক্ষু হ'তে আবৃত ক'রবার জন্য এই সব কথা প্রবল ভাবে চ'লেছিল। চেতনের বিলাসকে জড় বিলাসে পরিণত ক'রে যাঁরা ভাগবতের সঙ্গে আত্মীয়তা দেখাতে যান, ভাগবত উপহার দিতে যান, তাঁরা যাতে ঐ প্রকার দুশ্চেষ্টা হ'তে নিবৃত্ত হ'ন, ভাগবতকে কদর্থিত ক'রতে প্রবৃত্ত না হন, এজন্য শ্রীচৈতন্যদেব তাঁদের নিকট থেকে ভাগবতকে রক্ষা ক'রেছেন। সেক্‌সপীয়ার, কালিদাস প্রভৃতি জড় কবির পার্থিব জড় রসের কাব্যসাম্যে ভাগবত নিয়ে খেলা করে, তাঁকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত ক'রবার দুর্ব্বদ্ধি অত্যন্ত অপরাধের কার্য্য। কতকগুলি লোক আবার চৈতন্যদেবের অনুগত ব'লে পরিচয় দিয়েও ভাগবতের উদ্দেশ্য নষ্ট, কলঙ্কিত, কলুষিত ক'রবার জন্য ব্যস্ত হ'য়েছেন, তাঁ'দের নিকট হ'তে শ্রীমদ্ভাগবতের কথা সংরক্ষণ করা,উজ্জ্বল ও পুষ্ট করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হ'য়ে প'ড়েছে। পাঁচের অল্পসঙ্গ হ'তেই যা'তে জীব শুদ্ধভক্তি অবলম্বন ক'রতে পারেন, এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতের অভ্যুদয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগত বিশ্রম্ভভাব পোষণকারী অনেক গ্রন্থ আছেন, শ্রীরূপ—সংক্ষেপ ভাগবতামৃত, শ্রীসনাতন—বৃহদ্ ভাগবতামৃত, শ্রীজীব—সন্দর্ভ ছয়টি, শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুর —সারার্থদর্শিনী টীকা, শ্রীবলদেবও দশমের টীকা ক'রেছেন। এইগুলি পরবর্ত্তী সময়ে গৌরানুগত সম্প্রদায়ে আলোচিত হ'চ্ছে। শ্রীবল্লভের সুবোধিনী, পুরুষোত্তম মহারাজের টীকা এবং ঐ সম্প্রদায়ের আরও ২/৩ টী ভাগবতটীকা আছে। এঁরা অবশ্য চৈতন্যের অনুগত নন্। চৈতন্যের অনুগত যাঁ'রা, তাঁ'রা একভাবে ব্যাখ্যা ক'রেছেন, আর চৈতন্যের কথা শ্রবণ করেন নাই যাঁ'রা, যেমন বাদিরাজ প্রভৃতি তাঁ'দের ব্যাখ্যাধারা অন্যপ্রকার। যা হোক সকলেরই একমাত্র ভাগবতগ্রন্থই আলোচ্য। হেমসিংহ--সমন্বিত আসনে শ্রীমদ্ভাগবত সংরক্ষণপূর্ব্বক প্রৌষ্ঠ—পদীতে শ্রীমদ্ভাগবত-বিতরণের মাহাত্ম্যও শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে।

শ্রীজীব গ্রন্থরচনা ক'রে এদেশে পাঠিয়েছিলেন। শ্রীনিবাস-আচার্য্য, ঠাকুর নরোত্তম, শ্যামানন্দ এদেশে সেই গ্রন্থ প্রচারে প্রচুর যত্ন ক'রেছেন। কিন্তু সাধারণ ব্যক্তিগণ কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের বিরুদ্ধাচারকে বৈষ্ণবাচার ব'লে চালাচ্ছেন ও কলুষিত ক'রবার অনেক যত্ন ক'রছেন। বাঙ্গালা দেশে প্রাকৃত সহজিয়ার প্রবল দৌরাত্ম্য চ'লেছে, ভাগবতবিরোধী

কথা চৈন্যদেবের অনুগত পরিচয়ে খাপিয়ে দিচ্ছে। লোককে খোসামোদ ক'রবার জন্য ভাগবতবিরোধী উল্টা কথা চালান কতদূর অবিচার, কিরূপ দৌরাত্ম্য, তা' ভাষাদ্বারা প্রকাশ করা যায় না। সেজন্য আমরা ব'লছি—ভারতে, কেবল ভারত নয়, সমগ্র জগতে ভাগবতের কথা প্রচারিত হ'ক, অন্য সব কথা থেমে যা'ক। ভাগবতের কথাই চৈতন্যদেবের কথা, ভাগবত থেকে শ্রীচৈতন্যদেবের কথায় কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। চৈতন্যদেবের কথা সুষ্ঠুভাবে প্রচারিত হ'লে লোকের নিত্যমঙ্গল লাভ হবে, অনন্তকালসঞ্চিত—জন্মজন্মান্তরের সকল অনর্থ—সকল অসুবিধা দূর হ'বে। এই শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রীমদ্ভাগবত-কথাই গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়।

আমি এখন সংক্ষেপে আমার আলোচ্য বিষয়গুলি বলিঃ-পাঁচের অল্পসঙ্গেই কৃষ্ণপ্রেম জন্মায়। একদিকে ভজনীয় বা সেব্যবস্তু ভাগবত, অপরদিকে ভাগবতের পাঠক ও শ্রোতারূপ সেবক এবং মধ্যবর্ত্তী স্থানে ভক্তি বা ভাগবতকথা শ্রবণাদি সেবা। ভাগবতকথার সুষ্ঠ ভাবে আলোচনা আবশ্যক। অমলজ্ঞানের কথা গতকল্য বলা হ'য়েছে। সমলজ্ঞানে ভাগবতকথা আলোচ্য হয় না। শ্রীচৈতন্যের অকৃত্রিম দাসগণের ভাগবতের কথা ব্যতীত অন্য কথা নাই, তাঁদের কাছেই ভাগবত আলোচ্য। আজ শ্রীচৈতন্যের অনুগত দাস পরিচয়ে কি অন্যায় কার্য্যই না চল্‌ছে। ওরা জগতের কোন মঙ্গলই ক'রতে পারে না। গোপীবসনহর রাসলীলার কিভাবে বুদ্ধিমান নামধারিগণের দ্বারাও কদর্থিত হ'চ্ছে—তাঁরা,উহার সমালোচনা-দ্বারা প্রকৃত কথা গোপন ক'রে কিরূপ অন্যায় ক'রছেন, মনুষ্যজীবনের সার্থকতা নাশ ক'রে লোককে বিপথে নিয়ে যাচ্ছেন, তা' ব'লে শেষ করা যায় না। আমাদের বন্ধুবান্ধব আজ ভগবৎকথা ভুলে গিয়ে কৃষ্ণকে রূপক বা ঐতিহাসিক নায়করূপে কল্পনা ক'রে নানা অশ্রাব্য কথা আলোচনা ও অদর্শনীয় চিত্র অঙ্কিত ক'রে নিজেরা ত' খারাপ হ'চ্ছেনই, পরন্তু কতলোকের কপাল-খারাপ ক'চ্ছেন। জয়দেব, চণ্ডীদাস প্রভৃতি— যা মহাপ্রভু তাঁর নিতান্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদ-সঙ্গে পরমপ্রীতির সঙ্গে আলোচনা ক'রেছেন, তার নানাপ্রকার কদর্থ ক'রে হাটে ঘাটে যেখানে সেখানে ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু ক'রে ফেলেছে। কি দুর্দ্দৈবের কথা! অতি উচ্চস্থানীয় লোকের আলোচ্য বিষয়গুলি উচ্চতা বা যোগ্যতা লাভ করবার পূর্ব্বেই সাধারণ্যে আলোচনা করা অত্যন্ত অন্যায়। মূর্খ বা পণ্ডিতাভিমানী কাহারও পক্ষে এ সব কথা শোভা পায় না। তারা এসব আলোচনা করবার দাম্ভিকতা ক'রতে গিয়ে নিজেদের—সঙ্গে সঙ্গে বহু লোকের সর্ব্বনাশ ঘটাবেন। যে কথা মনুষ্যমাত্রেরই প্রয়োজনীয়, মানুষ কি তা শুন্‌বে? যাতে আপাত আনন্দ—ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তাই শুনবার জন্য ব্যস্ত। বিবর্ত্তবাদীর কথা শুনাই মানুষ প্রয়োজন ব'লে মনে ক'রে

নিয়েছে। হরিকথা শুন্‌বার লোক পাওয়া যাবে না। ভক্তির সহিত বিরোধকারী অভক্ত-মহাজ্ঞানী, পরমসন্ন্যাসী, "মহাব্রাহ্মণ" ও মায়াবাদী যাঁ'রা, তাঁ'রাই ভক্তি বা পাণ্ডিত্যটা তাঁ'দেরই মধ্যে আছে ব'লে লোক ঠকিয়ে লোকের অমঙ্গল করেন। যাঁদের কপাল খারাপ, তাঁরা তাঁ'দের কবলে গিয়ে পড়েন। যা'রা ভক্তির নিত্যত্ব স্বীকার করে না, তা'রা অঘ-বক-শাখায় উদ্ভূত; এদের সঙ্গ ক'রে কোন দিনই মানুষের মঙ্গল হ'বে না। অপ্রাকৃত পঞ্চরসাশ্রিত সেবক ধারার চিত্তবৃত্তির প্রতি লোভ এলেই মানুষের মঙ্গল। তাঁ'রা পরমমুক্তপুরুষ। আজ তাঁদেরই কথার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। সন্মুখনিঃসৃত হৃৎকর্ণরসায়ন কথারই গ্রহণে মানুষের যত্ন হো'ক।

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।

তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্ম'নি শ্রদ্ধা-রতি-ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।।

শ্রীকপিলদেব বলেছেন,—নির্ম্মৎসর সাধুদিগের সর্ব্বতোভাবে সঙ্গকারিজনগণ আমার প্রবলবিক্রমের পরম প্রয়োজনীয় কথা জানেন। যাঁ'রা তাঁদের বাক্যে শ্রদ্ধাবন্ত, তাঁরাই ভগবৎস্বরূপ ও তাঁর লীলা উপলব্ধি ক'রতে সমর্থ। ভগবৎকথা নির্ম্মল হৃদয়ে রসপূর্ণ ক'রে আনন্দ বর্দ্ধন করেন। ভগবদ্ভক্তকথিত হরিকথামৃতদ্বারা জীবের অনর্থ বিনষ্ট হ'লে ইতর কথা ও ভাবাদিতে আর রতি থাকে না; ইহার পর হরিনাম-রূপ-গুণাদিতে বিপুলতর বিশ্বাস জাত হয়। তৎপ্রভাবেই ভাবভক্তির নিদর্শন স্থায়ীভাবরতিতে জীবের প্রতিষ্ঠান এবং সামগ্রীসহযোগে রসোদয়ে প্রেমভক্তি লাভ ঘটে।

(৮)

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।।"

প্রথমে আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠক-নিরূপণে ব'লেছি যে, বুভুক্ষা ও মুমুক্ষাধর্ম্মে যাঁদের প্রয়োজন, তাঁ'দের ভাগবতপাঠে অধিকার নাই এবং তদালোচনায় তাঁরা বেশী সুখলাভ করেন না। চতুর্থ বর্গের অর্থাৎ মোক্ষের সাধন-প্রয়াসদ্বারা উপাধিনাশ মাত্র হইতে পারে। কিন্তু পঞ্চমবর্গের অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমের কথা আত্মার নিত্যধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই ভাগবতের মহিমা নানা স্থানে কথিত থাকলেও ইহা কতকগুলি ব্যক্তির রুচিপ্রদ হয় না। এমন কি, ভাগবতের পাঠক ও আলোচনাকারীদের মনস্তুষ্টির জন্য বিপরীত পথের পথিকগণও অনেক সময় ভাগবতের আদর করেন। কিন্তু তাঁদের ক্রিয়াকলাপে অনেক সময় ইঁহার সম্যক্ আদর প্রমাণিত হয় না। ভাগবতকে পুরাণ বা পঞ্চরাত্রান্তর্গত ব'লে অনেকে স্বীকার করেন না। কিন্তু আগম ও নিগম একত্রে

মিলিত আকারে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ত্তমান। আমরা ভাগবত আলোচনায় প্রথমস্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে 'সাত্বতী শ্রুতি' ব'লে একটী কথা পাচ্ছি। নারায়ণ ঋষি যখন নারদকে ভাগবত উপদেশ ক'রেছেন, তখন উহাকে ' বেদসংজ্ঞিত' ব'লেছেন। যেমন শ্রৌতপদ্ধতি অবলম্বন ক'রে কর্ম্মকাণ্ডীয় ঋষিগণ বহু দেবতার স্তবকারী সাধারণ শাস্ত্রকেও বেদ ব'লেছেন, সেইরূপ সাত্বতগণ ভাগবতকে বেদের সর্বোত্তম অংশ ব'লে বিচার ক'রে থাকেন। প্রয়োজনতত্ত্ব নিরূপণে "নিগমকল্পতরোর্গলিতফলং" (ভাঃ ১।১।৩) শ্লোকে 'নিগম'-শব্দ ব্যবহার হ'য়েছে। তা' ছাড়া উপনিষদের অনেক মন্ত্র ভাগবতে যথাযথ প্রকটিত দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ভাগবতের স্থানে স্থানে শ্রুতিবাক্য ন্যূনাধিক লিখিত হ'য়েছে—শ্রুতিকে প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করা হ'য়েছে। যথা, (গরুড়-পুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতসম্বন্ধে উক্তি)—

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ।।"

গীতার বিশেষ অর্থ ভাগবতে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ইহা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-স্বরূপ, বেদার্থপরিবৃংহিত এবং বেদমাতা গায়ত্রীর ব্যাখ্যা অবলম্বনে রচিত হ'য়েছে। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থে ভগবত্তার কথা প্রচুর ভাবে বলা হ'য়েছে এবং কৃষ্ণেতর অন্যান্য অবতার সমূহের বর্ণনাও এ'তে স্থান পেয়েছে। এই শ্রীমদ্ভাগবতের কথা বিভিন্ন শাস্ত্রে লিখিত আছে। যেমন স্কন্দপুরাণ-বিষ্ণুখণ্ডে চারিটী অধ্যায়ে, পদ্মপুরাণ-উত্তরখণ্ডে, গরুড়পুরাণে এবং আরও কতিপয় পুরাণে ভাগবতের প্রাধান্য লিখিত হ'য়েছে। সর্ব্বোপরি ভাগবতের অনুগসম্প্রদায় ইঁহাকে প্রমাণ শিরোমণি ব'লে থাকেন।

এই ভাগবত ব্যাপারটী কি, এ'র এত প্রশংসা আছে কেন, আর এ'র প্রতি এত দৌরাত্ম্যই বা হয় কেন, এ বিষয়গুলি অবগত হওয়া দরকার। এই গ্রন্থরাজ কতকগুলি ব্যক্তির জীবিকার যন্ত্ররূপে পরিণত হ'য়েছেন; পক্ষান্তরে পারমার্থিকের আদর্শ যাঁরা তাঁদেরই ইঁহা পরম সেব্য। তদ্ব্যতীত সংসারে যাঁরা বাস করেন, বর্ণচতুষ্টয়ে যাঁরা অবস্থিত, তাঁদের সকলেরই এই গ্রন্থ আরাধ্য। কতকগুলি কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা এই গ্রন্থরাজে আছে—যেমন ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং যতিগণের ধর্ম্মের বিষয় পৃথক্‌ভাবে লিখিত আছে। বর্ণবিচারে বিভিন্ন বর্ণের লক্ষণ ও তৎ-তৎ-লক্ষণের দ্বারা বর্ণনিরূপণের বিধান আছে। ভাগবতে দর্শনের কথা, জ্ঞানিগণের সকল শ্রেণীর কথাই আছে; সুতরাং ইহা সকলেরই পাঠ্য এবং পরমপ্রয়োজনীয়। পণ্ডিত, মূর্খ, স্ত্রী, পুরুষ, সংসারাসক্ত ও সংসার নির্ম্মুক্ত—সকলেরই আলোচ্য। ইহা ভগবদভিন্ন বস্তু।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশটী স্কন্ধ ভগবানের দ্বাদশ অঙ্গ ব'লে কথিত হ'য়েছে, কিন্তু এটি বিরাট্‌রূপের কল্পনার ন্যায় নহে। বাস্তব শ্রীবিগ্রহ-রূপে ভগবান্ এতে অবস্থিত আছেন। এটা বিশেষরূপে আলোচনা ক'রলেই বুঝতে পারা যায়।

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে চেতন অচেতন সকলেরই প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু তিনি অচেতনদ্বারা আবৃত অবস্থায় পরিদৃষ্ঠ হন না। অর্থাৎ অচেতনমিশ্র ভাব নিয়ে তাঁকে দেখা যায় না। আবার আমরা যখন সমল-জ্ঞানে অভিনিবিষ্ট থাকি, তখন ভগবানের শ্রীমূর্ত্তিমধ্যে অনেক মলিনতা লক্ষ্য করি। এটা নিজ নিজ দর্শনেন্দ্রিয়ের অপটুতা মাত্র। করণের ভেদ জন্য একবস্তুকে বিভিন্নভাবে দর্শন করি যেমন (ভাঃ ১০।৪৩।১৭)-

মল্লানামশনির্ণৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ।।

যখন বলরামের সহিত কৃষ্ণ কংসসভায় প্রবেশ ক'রেছেন, তখন তাঁকে বিভিন্ন রসের আস্বাদনকারী ব্যক্তি বিভিন্নভাবে দর্শন ক'রছেন। কিন্তু অমলজ্ঞানলব্ধ ব্যক্তিগণ ও রূপভাবে দর্শন করেন না। সাধারণ স্ত্রীগণ অর্থাৎ গোপীর অনুগত নহেন যাঁরা, তাঁরা যে দর্শন করেন, সেটা কতকটা কামনেত্রে দর্শন হ'চ্ছে। নিজেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা-সংশ্লিষ্ট-দর্শনে মলিনতা আছে। অনর্থমণ্ডিত অবস্থায় পূর্ণপ্রকাশ বস্তুর দর্শন হয় না। যাঁরা ব্যবকলন জানেন, তাঁরা পার্থক্য বুঝ্‌তে পারেন। ব্যক্তিবিশেষ ও পরমমুক্ত পুরুষের দর্শনে পার্থক্য আছে।

অনেকসময় একই বস্তু বিভিন্নভাবে দৃষ্ট হয় কেন? একথার উত্তর হচ্ছে—মলিনতার পরিমাণ অনুসারে। অনর্থ থাকা অবস্থার ও অনর্থাপগমের দর্শন পৃথক্। 'ধন'-বস্তু হ'তে যদি 'ঋণ'যোগ্য বস্তুর পার্থক্য নিরূপিত হয়, তা হ'লে 'Differentia' (তর্কশাস্ত্রে জাতিগত বৈশিষ্ট্য) ব'লে একটা বস্তু লক্ষিত হয়। ২৪ বৎসরের যুবার কাব্য-অধ্যয়ন ও শিশুর কাব্য-অধ্যয়নে সাধারণ ব্যক্তির ভেদ দর্শন হয় না। সে উভয়কে এক মনে করে। কিন্তু অভিজ্ঞব্যক্তি বুঝতে পারেন, উভয়ের উপলব্ধি এক নহে। অনেক সময় পার্থক্য-বোধের অভাব-হেতু আমরা বস্তুনির্ণয়ে ভ্রান্ত হই। এসকল বিচার সম্বন্ধ-পর্য্যায়ের আলোচনা-কালে বিশেষভাবে বলা হবে। বিভিন্নস্তরের সকল ব্যক্তিরই ইহা আলোচনার বিষয়। তার্কিক মূক, তর্কজ্ঞানরহিত—সকলেই সর্ব্বাবস্থায় ভাগবত আলোচনা ক'রলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের নিজ নিজ কর্ত্তব্য নিরূপিত হ'তে

পারে, কোনপ্রকার সংশয় সমস্যা থাকে না। ভগবদ্দর্শনে সর্ব্বসংশয় দূর হয়। যথা-

ভিদ্যন্তে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে।।
(ভা ১০।২০।৩০)

পূর্ব্বেই ব'লেছি যে, ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বস্তু। তাঁহার শ্রবণ, কীর্ত্তন, বিচারণ প্রভৃতিই ভগবদনুশীলন। বহির্জ্জগতের বস্তুদর্শনের কালে সঙ্গে সঙ্গে যদি ভগবদ্দর্শনের স্মৃতি উদিত হয়, তা'হলে সেই বস্তু-বিচারে আমাদের ভোগ বা ত্যাগ করার প্রবৃত্তি পরিচালনাকালে সেই বস্তুর সহিত ভগবানের কি সম্বন্ধ আছে, আলোচিত হ'য়ে যায়। যেমন কোন ব্যক্তি যখন বাজনা বাজিয়ে বিবাহ ক'রতে যাচ্ছে, তখন যদি কৃষ্ণের অপ্রাকৃত রুক্মিণীবিবাহ বা বৃন্দাবনীয় কথা তাঁর হৃদয়ে স্থান পায়, তা হ'লে তাঁ'র ভোগের ইন্ধন-সংগ্রহের জন্য সমাবর্ত্তনের অকিঞ্চিৎকরতা এবং দুয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য বুঝ্‌তে পারেন। কোন ব্যক্তির শ্রীপঞ্চমীতে হাতে খড়ি নিয়ে পাঠশালায় যাবার সময় যদি কৃষ্ণের সান্দীপনি-মুনিগৃহে গমন বিচার এসে যায় অথবা অর্জ্জুন কিম্বা উদ্ধবের প্রতি ভগবানের উপদেশ যদি তঁর স্মৃতিপথে উদিত হয়--কৃষ্ণের সংসারে বাস, কৃষ্ণালোচনায় নিযুক্ত থাকেন, অন্ততঃ গৌরসুন্দরের কৃত্যগুলির সঙ্গে নিজকার্য্যগুলি মিলিয়ে নেন্, তাহ'লে সকল অসুবিধার হাত থেকে পরিত্রাণ হয়।

(৯)

ভাগবত হচ্ছে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। প্রমাণ-দ্বারা শক্তিবিশিষ্ট হ'বার পরে, আমরা শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হ'তে পারি। প্রকৃষ্টরূপে মেপে নেওয়া ধর্ম্ম যাতে, তাই প্রমাণ। ভাগবত নিত্যলীলাময় ভগবানের চরিত্র বর্ণনের প্রমাণ। ভাগবতের দ্বারা কি কার্য হয় ? ইনি সমগ্র মানবজাতির ভাষণতম ব্যাধির সর্বাপেক্ষা বড় ঔষধ ও চিকিৎসক--উভয়ই। যে ভয়ানক ব্যাধি বিজ্ঞ দার্শনিকগণের মধ্যে প্রবেশ ক'রেছে, তা' হচ্ছে বেদান্তসূত্রের নির্ব্বিশেষপর ব্যাখ্যা--ইংরাজী ভাষায় যাকে বলে Imhersonalism ; উহাই সর্বাপেক্ষা ভীষণ ব্যাধি। ভগবত্তাকে নির্বিশেষরূপে স্থাপন ক'রে নিজের জড়বিশেষের আস্ফালনে ব্যস্ত হওয়া প্রধান ব্যাধি, যে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিল হিরণ্যাক্ষ--হিরণ্যকশিপু, রাবণ-কুম্ভকর্ণ, কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি, এই ব্যাধি চিন্তা শীল প্রাণিজগতের চরম মঙ্গলের প্রতি বাধা প্রদানের জন্য সর্বাপেক্ষা Cogent ভাগবত ধর্ম্মটিকে ধ্বংস কর্‌বার জন্য কত ভাবেই না প্রয়াস হচ্ছে! বর্ত্তমান সময়ে ঈশ্বরবৈমুখ্যভাব---কারও আনুগত্য ক'রব না, ইহাই আমাদের স্বভাব হ'য়ে প'ড়েছে। ভাগবত কখনই বুঝতে

পারা যাবে না, যদি বলা যায়—এতে নির্বিশেষ-বিচার আছে। এই চরম ব্যাধির হস্ত হ'তে পরিত্রাণ পাবার জন্য বৈষ্ণবানুগত্যে অনুক্ষণ ভাগবত পড়া দরকার, যেমন নামাপরাধকারীর পক্ষে অনুক্ষণ নামগ্রহণই নামাপরাধ বিনাশের উপায়।

"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর বৈষ্ণব-চরণে।।"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অ ৫।১৩১)

"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেন হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তি প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরানি যৎ।। (পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ৪৮ অ)

অপরাধের চরম সীমাই হ'চ্ছে ভগবত্তাকে নির্বিশেষবিচারে স্থাপন করা। মাপ্তে মাপ্তে Tabularasa পর্য্যন্ত পৌঁছায় অর্থাৎ জড়ের সব মলিনতা খণ্ড-জ্ঞানের সব অভিজ্ঞতা হ'তে যুক্ত হ'য়ে ত্রিপুটি বিনাশের অবস্থাই হ'চ্ছে সেই ভীষণ ব্যাধি। সেই ব্যাধি হ'তে মুক্ত হ'তে হ'লে (ভক্ত) ভাগবতের নিকট (গ্রন্থ) ভাগবত আলোচনা ক'রতে হবে, ভাগবত বিরোধীর নিকট নয়। ২৪ ঘন্টা যাঁরা ভাগবত সেবা করেন, প্রত্যেক কার্য্যই যাঁদের ভাগবতসেবা, যাঁরা চেতন-দর্শনে মেপে নেওয়া ধর্ম্মকে নিযুক্ত ক'রেছেন, অচিৎপিণ্ড-দর্শনে আবদ্ধ নন, এমন পূর্ণচেতনবিগ্রহ বৈষ্ণবগণ— পূর্ণপ্রজ্ঞের অধীন ভাগবতগণ, অচেতনের মলিনতা হ'তে যাঁরা জ্ঞান সংগ্রহ করেন না, তাঁরাই ভাগবত সুষ্ঠু ভাবে আলোচনা ক'রতে পারেন। যদি ভাগবতের মধ্যে আষাঢ়ে গল্প— Archaeological research of chroniclers- ঐতিহ্যবিদগণের কোন্ কোন্ অংশ আছে, বিচার আসে, তা' হ'লে ভাগবত অধ্যয়ন হ'ল না। শ্রীগৌরসুন্দর যে প্রণালীতে ভাগবত আলোচনা ক'রতে বলেছেন, তদনুসারে আলোচনা না হ'লে আগাছা রেখে মূল গাছ উৎপাটন ক'রে দেওয়া হ'বে মাত্র। তজ্জন্য ২৪ ঘন্টার মধ্যে যেন এক নিমেষও শ্রবণ-কীর্ত্তন-বিচার হ'তে বিচ্ছিন্ন না হই।

(১০)

ভাগবতে এরূপ প্রচুর কথা আছে, (যথা ভা ২।১।৩ শ্লোকে)—

"নিদ্রয়া হ্রীয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা।।"

রাত্রিকালে নিদ্রা, প্রাপ্তকালে বয়োধর্ম্মো বশে ইন্দ্রিয়তর্পণচেষ্টা কিরূপ অসুবিধা করায়, তা সকলেই জানেন। কামুকতালাভের জন্য বানরের gland (গ্রন্থি) দ্বারা rejuvinated হ'বার (পুনরায় যৌবনলাভ চেষ্টা), মকরধ্বজ খেয়ে শরীর তাজা

রাখার ব্যবস্থা, 'কলপ' ব্যবহারদ্বারা কৃষ্ণকেশ সংরক্ষণ, ভগ্ন দন্তের পুনঃস্থাপনে-বয়োধর্ম্মরক্ষা, কার্য্যোপযোগী দর্শনের অভাবহেতু পরচক্ষুদ্বারা প্রয়োজন নির্ব্বাহ ক'রে স্বাস্থ্য সংগ্রহের চেষ্টা হয়। কিন্তু "আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ।" অত্যধিক সাধন ক'রতে গেলে বিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতাই বেশী হয়। গীতা ব'লেছেন,—যাঁ'রা আত্মকর্ষণ করেন, তাঁ'রা তামসিক নিজের গালে নিজে চড় মারবার চেষ্টা ক'রছেন, তাঁ'দেরও সুবিধা হয় না। আর যাঁ'রা প্রয়োজনীয় ব্যাপার থেকেও তফাৎ থাকতে চা'ন প্রতিষ্ঠার জন্য, তাঁ'দের সেই কার্য্যেও অনিত্যতা আছে। তাঁ'দের সমস্ত দিবাই অর্থের চেষ্টায় কাট্‌ছে। কিন্তু অধিক অর্থ থাকলে কি ক'রে লোকবঞ্চন ক'রব, প্রয়োজন হ'লে তা'দের কাছে আবার ভিক্ষা পাওয়া যাবে, এসব চেষ্টায় ব্যস্ত থাকি। অন্যের কুটুম্ব দুর্ভিক্ষে মারা যাক্, কিন্তু আমার কুটুম্বের কিছু সেবা ক'রে প্রতিষ্ঠা পাব। কৃষ্ণচেষ্টা ব্যতীত অন্যচেষ্টা উদিত হ'লে অসুবিধা হবে। অতএব যেখানে যত চেষ্টা আছে তা' পরিত্যাগ ক'রে পরম প্রয়োজনের জন্য যত্ন করা দরকার। তা'কে বাদ দিয়ে যতরকম' ধর্ম্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র বা সাত্ত্বিক শাস্ত্রকে standard (মান) মনে করি, সমস্ত বাদ দিয়ে রজস্তমোবিধানে কাজ চলুক, তা' হ'লে রাজসিক, তামসিক ব্যাপারে য়ুরোপ, আমেরিকার যে দুর্দ্দশা এসেছে, সেইটা আমাদেরও আক্রমণ ক'রবে। রজস্তমোগুণতাড়িত হ'য়ে সত্ত্বগুণকে ধ্বংস ক'রবার প্রবৃত্তির ফল ভগবান্ পদে পদে দেখিয়ে দেন। যখন আমরা মৎস্যধর্ম্ম নিয়ে বঁড়শীতে টোপ খাই, বঁড়শীর angle-এ (কাঁটায়) চামড়া বিঁধিয়ে নিয়ে মৎস্যভোজীরা আমাদের মাংস খায়, তখন বুঝতে পারি যে আমাদের বিনাশের জন্যই তা'রা এত দয়া ক'রেছিল। ভাগবত ১১শ স্কন্ধ আলোচনা ক'রলে জানা যায়, রজোগুণের দ্বারা তমোগুণকে বিনাশ ক'রে সত্ত্বের দ্বারা রজের প্রবৃত্তিকে ধ্বংস ক'রতে হবে এবং বিশুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা মিশ্র সত্ত্বকেও নিরাস ক'রতে হবে। রজোগুণের কার্য্য কি? আমি—বাহাদুর, রেডক্রশ-সোসাইটির মেম্বর,—দেশবিদেশের Flood Relief (বন্যা-উপশম) করাই ত' আমাদের ধর্ম্ম ও'তে কি হয়? না, আমি অন্যের যে উপকার ক'রেছি, তদ্বিনিময়ে তা'রা আমার কামুকতার ইন্ধন সরবরাহ করুক। সত্ত্বগুণের দ্বারা ঐ প্রবৃত্তিটা থামিয়ে দিতে হ'বে। যদি রাজসিকগণ বলেন—বিষ্ণু ভক্তিতে দেশ জাহান্নামে গেল, তা' হ'লে তাদের তমোগুণটাই বৃদ্ধি হ'য়ে যা'বে। ভাগবত যে উপকার করেছেন, তাঁ'র কার্য্য তাঁ'রা আলোচনা করেন না।

ভাগবত কি বিষয় আলোচনা ক'রেছেন? কৃষ্ণের, রৌহিণেয় রামের, দাশরথি রামের, পরশুরামের, বামনের, বরাহদেবের, নৃসিংহদেবের, লক্ষ্মীনারায়ণের, ব্রহ্মের, পরমাত্মার ব্যাপকতা ও শক্তির বিষয় আলোচনা ক'রেছেন। সুতরাং নির্ব্বিশেষ-

ব্যাধি নিরাস ক'রে সবিশেষ ধর্ম্মের পূর্ণতা স্থাপিত হ'য়েছে। এই (শ্রীচৈতন্যমঠরূপ) ডাক্তারখানায়—যেখানে সকল ঔষধের ভাণ্ডার, চৈতন্য ও তদনুগগণের দ্বারা অকাতরে ঔষধ বিতরিত হ'চ্ছে। কিন্তু এমন দুর্ভাগ্য এই দেশের, যেমন ক'রে হো'ক ভাগবত এদেশ থেকে চ'লে যায়, তজ্জন্য উঠে প'ড়ে লাগাই প্রধান কর্ত্তব্য হ'য়ে পড়েছে। ভাগবতের ছিদ্র অন্বেষণ ক'রে কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে বর্দ্ধন করা হ'চ্ছে। কিন্তু নশ্বরতা বিশ্বদর্শনের অঙ্গ জেনে (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৯।১৮ শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলেছেন;-

"কর্ম্মাণাং পরিণামিত্বাদাবিবিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ।।"

—এই শ্লোকের আলোচনারহিত হইলেই আমাদের ফলভোগাকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়। ভাগবত (৪।২২।৩৯) আর একটি কথা ব'লেছেন—

"যৎপাদপঙ্কজপলাসবিলাসভক্ত্যা কর্ম্মাশয়ং গ্রহিতমুদগ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োহপি রুদ্ধস্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্।।"

একমাত্র শরণ্য বাসুদেবের পাদপদ্মাঙ্ঘ্রি বিলাসগতলীলারূপ ভগবদ্ভক্তিযাজনক্রমে সাধুগণ বদ্ধ ভোগী জীবের কর্ম্মাগ্রহিতা যেরূপ উন্মুলিত করেন, পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মবীজদূরী করণ-কার্য্য— 'শূন্য' বিচার রত সংযমপটু যতিগণের অনুষ্ঠানদ্বারা সেরূপ সিদ্ধ হয় না। অতএব সেই বাসুদেবের সেবা করাই বিহিত।

বাসুদেবের কথা সকলেই জানেন। "সত্ত্বং বিশুদ্ধং 'বসুদেব'—শব্দিতম্।" যে বাসুদেব বিশুদ্ধসত্ত্ব অন্যের ন্যায় রজোগুণে যাঁ'র সৃষ্টি হয় নাই, তমোগুণে যাঁ'র বিনাশ হ'বে না, সেই অধোক্ষজ তত্ত্বকে আমি ভজন করি। 'অরণ'-শব্দে শরণ্য। একমাত্র বাসুদেবের শরণ নিতে হ'বে। রজোগুণ বা জড়সত্ত্ব সংরক্ষণ ক'রতে হ'বে না, কিন্তু যে সত্ত্ব কালের দ্বারা বিনষ্ট হ'বে না, সেই বিশুদ্ধসত্ত্বে বাসুদেবের আবির্ভাব। তিনি পুরুষোত্তম বস্তু, ত্রিগুণকে বিতাড়িত ক'রেছেন,তাঁর শরণ নিতে হ'বে। 'রিক্তমতি' মানে Vacant সব ছেড়ে দিয়ে Tabularasa অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ক'রে দাও— এরূপ বুদ্ধি নাই যাঁদের তাঁ'রা ভজন ক'রছেন। 'নিরুদ্ধ-স্রোতোগণাঃ—স্রোতসকল নিরুদ্ধ করার চেষ্টায় ইন্দ্রিয়বেগ সংযত করার চেষ্টায় যাঁরা আছেন, তাঁ'রা সুবিধা পান না। অত্যন্ত অসংযত ব্যক্তিও ভগবৎসেবা ক'রলে তা'র সুবিধা হ'য়ে যায়।

"যৎপাদপঙ্কজ - - - - - সন্তঃ" অর্থাৎ ভগবানের পাদপদ্মের অঙ্গুলিসকলের কান্তি স্মরণ ক'রতে ক'রতে ভক্তগণ পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মবাসনাময় হৃদয়গ্রন্থিকে অনায়াসে ছেদন করেন। 'পলাস অঙ্গুলি, তা'তে যে বিচিত্রতা অর্থাৎ বিলাসের যে সেবা-সাহচর্য্য। যেমন বজ্রাঙ্গজী রাঘবেন্দ্রের সীতা-বিমুক্তিকালে যে সাহচর্য্য ক'রেছিলেন।

ইহা ভগবানের বিলাস, ভক্তের পক্ষে সেবা। মানুষ কর্ম্মাশ্রয়ে গ্রথিত হ'য়ে যাচ্ছে—আমার কর্ম্মফল আমি ভোগ ক'রব, এরকম দুর্বুদ্ধি ক'রছে—যেমন গ্রীস দেশে Virtue and piety (পুণ্যকর্ম্ম ও জাগতিক কর্ত্তব্যবোধ) সংগ্রহ করার নামই ধর্ম্ম। কিন্তু ঠাকুর মহাশয় ব'লেছেন,—

"পুণ্য সে সুখের ধাম তার না লইও নাম, পাপ পুণ্য দুই পরিহর।"

মুণ্ডক বলেন, "তদা বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।"

পাপিষ্ঠগণ পুণ্যসংগ্রহে ব্যস্ত। Altruistic propaganda পরার্থপরতা প্রচারকারীর কার্য্যই হ'চ্ছে তারা বা তৎকল্প বন্ধুবর্গ যে-সব অন্যায় কাজ ক'রেছে, তা'কে whitewash (চূণকাম অর্থাৎ গোপন) করার চেষ্টা। উহা নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তির জন্য। কর্ম্মাশয়—স্বর্গাদিতে বাস চেষ্টা; তা'তে মানুষ কিছু শান্তিলাভ ক'রতে পারে, কিন্তু তা টেকে না। দুই আশা ভরসা যাঁ'রা ত্যাগ করেন, তাঁরা নির্ব্বিশেষজ্ঞানী বা Gnostic-Impersonal aspect of Godhead কে লক্ষ্য করেন। সেই বিষম ব্যাধির চিকিৎসক হ'চ্ছেন ভাগবত। ভাগবত বাসুদেবের ভজনার্থ উপদেশ দিয়েছেন, উহা Phytographic, Zoo-morphic or anthromorphic demonstration (উদ্ভিদে, প্রাণীতে বা মানবে ঈশ্বর-জ্ঞানরূপ দর্শন) নয়। আমরা সময়ান্তরে এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা ক'রবো। তা'হলে ভবরোগী-সম্প্রদায়ের বিষম রোগ নির্ব্বিশেষপর বেদান্তবিচারের নামে রজস্তমঃ প্রকৃতি বৃদ্ধি করা বা সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনের নামে দরিদ্রকে নারায়ণ ব'লে দাতা হ'য়ে জন্মান্তরে প্রশংসা বা সেবা নেবার চেষ্টার মূল্য কাণাকড়ির চেয়েও কম ব'লে বোধ হ'বে। এই কথাটা বিভিন্নদেশে বহুমানিত হ'চ্ছে ভাগবতালোচনার অভাবে। তা'রা ব'লছে—ধর্ম্মকে সোজা কথায় Altruism (পরোপকার, বলা যায় অর্থাৎ সত্ত্বের পরিচয়ে তাহার অংশীদার রজোস্তমোগুণ-চালিত হ'য়ে সংসারে বাস করা। পূর্ব্বেও কিছু ছিল না, পরেও থাক্‌বে না, জড়মিশ্রণে চেতন হ'য়েছে,-redistributed (পুনরায় জড়ে পরিণত) হ'য়ে যাবে— ইত্যাদি বিচার ভোগজাতীয়। ধর্ম্মজগতে যত রোগ হ'য়েছে, এসকলেরই চিকিৎসা প্রণালী ভাগবতে আছে। ভাগবত সব রোগ বিনাশ ক'রে রোগের মূল আকর পর্য্যন্ত উপড়ে দেবেন—Antitheistic (আস্তিকতাবিরোধী) চিন্তাস্রোতকে ফুৎকারে, উড়িয়ে দেবেন, যদি মানুষের শ্রবণের কাণ হয়। যদি ভাগবত শ্রবণে উদাসীন হই, তবে বহির্জ্জগতের চিন্তা—স্রোত আমাদিগকে আক্রমণ ক'রবে। সেটা অর্থাৎ সেই চিন্তাস্রোত dismantle (আবরণমুক্ত বা নিরাস) করবার ব্যবস্থা শ্রীমদ্ভাগবত ক'রছেন।

কতকগুলি লোক বলেন—"ভাগবতে দুর্নৈতিককথা-পূর্ণ কৃষ্ণলীলা আলোচিত হ'য়েছে; সুতরাং ভাগবতের বিচার-প্রণালী ব্যভিচারকে পুষ্টিসাধন ক'রবার জন্য।।" কিন্তু আমরা বলি, এটা allegory (রূপক) বা history (ইতিহাস) নয়। এতে কি কি সমতা ও বৈষম্য আছে, তা' বুঝবার জন্য খানিকটা সময় দিতে হবে।

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুণিকৃতে কিংবাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ।।

(ভা ১/১/২০)

(১১)

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফূরতু নঃ শচীনন্দনঃ।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বিচারানুমোদিত ভাগবতের যে ব্যাখ্যা, তাই আমাদের অবলম্বনীয়। যে কৃষ্ণচৈতন্যদেব পূর্ব্বে যাহা কোন দিন জীবকে দান করেন নাই, সেই স্বভক্তিশোভা কৃপা-পরবশ হ'য়ে জীবগণের সুপ্রাপ্য ক'রেছেন, সেই সাক্ষাৎ শ্রীহরি কৃষ্ণচৈতন্যদেব আমাদের হৃদয়ে সেই সকল ভক্তির কথা-যাহা ভাগবতের মধ্যে উল্লিখিত আছে, বিস্তার করুন।

আমরা তৃতীয় দিবস যে ভাগবতের কথা ব'লেছিলাম, তার মধ্যে বলা হ'য়েছে যে, ভগবদবস্তু কখনই নির্ব্বিশেষ-শব্দবাচ্য হ'য়ে স্তব্ধীভূত হ'তে পারেন না; তিনি অধোক্ষজবস্তু, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়জজ্ঞান তাঁকে স্পর্শ ক'রতে পারে না। ভোগী বা ত্যাগীর নিকট প্রতিভাত বস্তুগুলি ভোগ্য পদার্থ সেবকজাতীয়। কিন্তু সেব্যজাতীয়, পূজ্য না হওয়ায় সেই সকল বস্তুদ্বারা তাঁর স্মৃতির সম্ভাবনা থাকে না। আমরা যা ভোগ্যবিচারে ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে গ্রহণ ক'রি, তা কখনই সেব্য হ'তে পারে না। এজন্য ভগবদ্‌বস্তুকে 'অধোক্ষজ'-শব্দে উদ্দেশ করা হ'য়েছে অর্থাৎ যে বস্তু আপনাকে জৈবজ্ঞানের-বদ্ধজীবের জ্ঞানের সীমা অতিক্রম ক'রে সর্ব্বক্ষণ অবস্থিত রাখতে পারেন তিনিই অধোক্ষজ। তিনি আরোহবাদী —অধিরোহী পন্থীদের প্রাপ্য বস্তু নহেন। তিনি যখন স্বেচ্ছাক্রমে অবতরণ করেন, তখনই আমাদের দৃগগোচর হন। এজন্য শ্রুতি বলেন—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।

ভগবানের তনু কেহ এই চক্ষুদ্বারা দর্শনে সমর্থ হন না। এই প্রকার চক্ষুদ্বারা সীমাবিশিষ্ট বস্তু দেখা যায়। তিনি বৈকুণ্ঠবস্তু বিধায় তাঁকে দেখা যায় না, এই কর্ণদ্বারা তাঁর কথা শোনা যায় না, এই নাসাদ্বারা তাঁর নির্ম্মাল্যের আঘ্রাণ লওয়া যায় না, এই জিহ্বাদ্বারা তাঁর উচ্ছিষ্ট আস্বাদন ক'রতে পারা যায় না, এই মনে তাঁর চিন্তা হয় না। তিনি যদি তাঁকে সর্ব্বকাল সর্ব্বতোভাবে বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়বৃত্তিপরিচালন-যোগ্য ভূমিকা পৃথক্ না রাখতেন, তবে বাহ্য ভোগ্যবস্তুরই অন্যতম হ'তেন। তা'হলে তিনি পূজ্য আমাদিগকে তাঁ'র আশ্রয় নিতে হবে—এসকল কথা মনোমধ্যে উদিত হ'ত না। এজন্য আমাদের মঙ্গলের জন্যই তিনি অধোক্ষজ, অর্থাৎ তিনি বদ্ধজীবের জ্ঞান-ভূমিকার ব্যাপারবিশেষ ন'ন। এখানে কথা হ'তে পারে—'অপরোক্ষ'-শব্দেও ত' তাঁকে বুঝা যেতে পারে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নয় যা, তাই অপরোক্ষ। তাঁ'তে একত্বের সমাধান আছে কিন্তু বহুত্ব নাই। যেখানে বিচিত্রতার বহুত্ব আমাদের চিন্তাস্রোতকে রোধ ক'রে--সীমাবিশিষ্ট পদার্থ আমাদের আলোচ্য হয়—দ্রষ্টৃসূত্রে সেই বস্তুকে ভোগ ক'রি—তাঁকে দৃশ্যমাত্র জ্ঞান করি, শ্রীমূর্ত্তির নিকট এসে পোড়া চোখ দিয়ে তাঁকে দেখ্তে প্রয়াস ক'রি, সেখানে আমাদের অক্ষজজ্ঞানপ্রয়াস ব্যর্থ হ'য়ে যায়। সেজন্য অধোক্ষজবস্তুই দ্রষ্টব্য। ভগবদ্‌বস্তু সাক্ষী, কেবল, চিৎ, নির্গুণ। তিনি দয়াপূর্ব্বক যদি আমাদিগকে দর্শন করেন, আমরাও যদি তাঁ'র দেখার উপযোগী হ'য়ে যেতে পারি, তবেই তাঁ'র দর্শন সম্ভব হ'তে পারে। শ্রীবিগ্রহকে যদি ভোগ্যজ্ঞান করি পূণ্যসঞ্চয়ের জন্য, অপরাধক্ষালনের জন্য, ভবরোগের ঔষধ জ্ঞান ক'রে দর্শন ক'রতে চাই, তবে তিনি আমাদের মলিনচিত্ত দেখে দুঃখিত হ'য়ে দর্শন না ক'রতেও পারেন। সেজন্যে চিত্তের মলিনতাকে পরিমার্জ্জিত ক'রে গেলেই ভাল হয়। চিত্তের মলিনতা পরিমার্জ্জিত কি ক'রে হয়? শ্রীচৈতন্যদেবের ভাগবতের আহৃত তত্ত্ব থেকে একটী শ্লোক এই রকম দেখতে পাই,—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তেশ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্।।"

তিনি উপদেশক জগদ্‌গুরুসূত্রে মলিনহৃদয় আমাদের মঙ্গলের জন্য ব'লেছেন--শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউন। কীর্ত্তন অর্থে- যাঁর বর্ণনে জীবের

বৈকুণ্ঠবস্তুর শ্রবণাধিকার হয়। যদি বৈকুণ্ঠবস্তু কীর্ত্তিত হন, তবেই শ্রবণ ক'রতে পারি। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা এতই সেবাবিমুখবুদ্ধিতে বাস করি যে, আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি না হ'লে কীর্ত্তন শুনতে প্রস্তুত নই। এজন্য তৌর্য্যত্রিকগণের মঙ্গলার্থ কৃষ্ণকথা কর্ণরসায়ন হবে ব'লে গীতিমুখে কীর্ত্তনের ব্যবস্থা। যারা গীতি ব্যতীত সাধারণ সাহিত্য শুনতে বিমুখ, তা'দের জন্য বিভিন্ন **Decoration** দিয়ে (যেমন চিনির দ্বারা তিক্ত বস্তুকে আবৃত ক'রে দেওয়া হয়, সেই ভাবে) হরিকথা কীর্ত্তন করি। যদি তা'রা আগে থাকতেই ঠিক ক'রে রাখে—কৃষ্ণকথা শুন্‌বো না, শুন্‌লে আমাদের কি লাভ হ'বে, হরিকথা বাদে আর যা কিছু শুন্‌তে উৎকর্ণ আছি প্রভুসজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে লোকের নিকট ভোগের দাবী করার কথা শুন্‌তে প্রস্তুত আছি, তা'দের মঙ্গলার্থই হরিকীর্ত্তন। যেমন গরু খড় না খেতে চাইলে খইল নুন মেখে দেওয়া হয়, সেইরূপ হরিকথা সহ কিছু রোচমানা প্রবৃত্তির ভাব সংযুক্ত ক'রে দেওয়া হয়। তা'হলে গান-শোনা-প্রবৃত্তি থেকে কিছু রাইকানুর গান শুনতে পারি। শ্রবণকে আকর্ষণ করবার জন্য কীর্ত্তন।

কেউ কেউ ব'লতে পারেন—কৃষ্ণ একটী দুর্নৈতিক, ঐতিহাসিক নায়ক, তাঁ'র কথা শুনে কি হবে? তা' ছেড়ে নেপোলিয়ানের বীরত্বের কথা শুনবো। সেরূপ বিভিন্ন ধর্ম্মে অবস্থিত থাকলে যাবতীয় মলিনতা দূর ক'রবার জন্য কৃষ্ণকীর্ত্তন আবশ্যক হয়। যেমন গানে হরিণের ও সাপের চিত্তবৃত্তি স্তব্ধ হয়, সেই প্রকার গীত-যোগে হরিকথা কীর্ত্তিত হ'লে কাব্যরসামোদিগণেরও চিত্ত হরিকীর্ত্তনে আকৃষ্ট হয়।

সম্যক্ কীর্ত্তন ব'ললে নীরস, বিরস, রসরহিত পথের পথিক যা'রা, তা'দের বিচার-প্রণালীকে বাদ দেওয়া। এমন কি, বেদের শিরোভাগ উপনিষদে যে বিরাগ-কথা আছে, বিরাগ উপস্থিত হ'লে প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করবে (যদ্‌হরেব বিরজ্যেত, তদহরেব প্রব্রজ্যেৎ), তাহারও মূল্য সংকীর্ত্তনের নিকট তুচ্ছ। জড়ের সীমাবিশিষ্ট কথা আমাদের আদরের বিষয়। তদ্‌বিপরীত ভাবটা বিরাগ, উহা বিলাস রহিত। জড়েন্দ্রিয় বিলাসের স্তব্ধতাই বিরাগ। আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন হবে জেনে আমরা বিলাসে ধাবমান হই, কিন্তু বিলাসের পরবর্ত্তী ফল ক্লেশের ভূমিকা ব'লে যখন আমরা বুঝতে পারি, তখন বিলাসকে স্তব্ধ বা সংযত ক'রে থাকি, উহাই বিরাগ।

(১২)

শ্রেয়ের বিচার করলে জড়বিলাস— প্রেয়ের প্রতি আমাদের যে রোচমানা প্রবৃত্তি, তা' হ'তে নিবৃত্ত হ'তে হয়। কিন্তু মৎস্যধর্ম্মের বশীভূত হ'য়ে ভোগরূপ টোপ খেলে

আনন্দ হ'বে মনে ক'রে বঁড়শিবিদ্ধ হ'য়ে যাই। ইন্দ্রিয়ের বিলাস করতে যেয়ে এই অসুবিধা পেলে তখন বিরাগ-শাস্ত্র আলোচনা করি—উপনিষৎ, দর্শনশাস্ত্রাদির আলোচনা ক'রে মুক্তিলাভের বিচার-বিশিষ্ট হই--আপাত প্রেয়ঃ বাক্য রসামোদ হ'তে বিরত হ'য়ে একটা অবস্থা পাব মনে করি। উপনিষদ্ পাঠ কর্‌লে জড়বিলাস ত্যাগ ক'রে জড় বিরাগের উৎকর্ষধর্মে চিত্তবৃত্তি ধাবিত হয়। তখন মনে করি—ত্যাগটা বড় জিনিষ, ভোগ ক্লেশপ্রদ, ত্যাগই দরকার, সেইটিই আমাদের বেশী উপযোগী। কিন্তু পরক্ষণেই দেখি, ত্যাগের বাসনা বেশী হ'লে আত্মহত্যা হ'য়ে যায়। তাই ভাগবত বলেন—

"ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগহস্য সিদ্ধিদঃ।

উহা অত্যন্ত বিলাস বা বিরাগ নয়। অতি আসক্তি বা অতি বৈরাগ্য অপ্রয়োজনীয়। আবার বিরাগ অপ্রয়োজনীয় ব'লে কি আসক্ত হ'য়ে যাব? এর একটি সুষ্ঠু বিচার ব'লেছেন--কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি কর্‌তে হ'বে, সেই ভক্তির প্রথম সোপান--নামসংকীর্তন। 'কাঁহার কীর্তন' বল্‌তে গিয়ে শ্রীচৈতন্যদেব ব'ল্‌ছেন—শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন। সকলে মিলে যে কীর্তন, উহাই সংকীর্তন— 'বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্তনং তৎ সংকীর্তনম্'। কেউ যদি বলে, নির্জনে বসে ধ্যান কর্‌বো, কিন্তু তাতে 'বহু'-বিরুদ্ধ বর্তমান। গমনের ভিন্ন ভিন্ন সরণি আছে কোন্‌টী গ্রহণ করব জানি না। যখন আমরা ধ্যান কর্‌বার জন্য কপাট বন্ধ করে বসি, তখন অন্যান্য প্রবৃত্তি-সকল আমাদিগকে টেনে নেয়— পূর্বসঞ্চিত অবিচারের কথা প্রবলতা লাভ ক'রে আমাদের সর্বনাশ ক'রে। যেমন এই স্থানটি (শ্রবণ-সদনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) 'সদন' শব্দবাচ্য, ইহা একটি গিরি-গহ্বর বা ভোগের আগার নয়। এখানে আমরা বহুলোক একত্র হ'য়ে কীর্তন কর্‌তে পারি। বহু লোকের বিভিন্ন চিত্তবৃত্তি; তা'তে যে অভাব আছে, সেটা পূর্ণ হ'তে পারে—সংকীর্তনে। যখন সকলে একতাৎপর্যপর হ'য়ে প্রপূজ্যবস্তুর কীর্তনমুখে শব্দ উচ্চারণ করি তখন প্রত্যেকেরই হৃদগতভাব এই যে, কাকে ডাকছি, কি জন্য -ডাক্‌ছি এবং এর ফল কি? ধ্যানাদিতে পরের সাহায্য পাই না। বধির না হ'লে, হরিকথা শুন্‌বার কান্ থাক্‌লে আমরা জান্‌তে পারি--সম্যক্ কীর্তন দরকার। উহা বৈকুণ্ঠকথা, গ্রাম্যকথা-আলোচনা নহে।

কৃষ্ণ অখিলরসামৃতমূর্তি। তাঁর কীর্তনই সম্যক্ কীর্তন। নৃসিংহ লীলার কীর্তন কর্‌লে—ভক্তি বৎসল, ভক্তবিঘ্নবিনাশন ভগবানের করুণা, বৎসললীলার কীর্তন কর্‌লে বল— দৃঢ়তালাভ কর্‌তে পারি; কিন্তু তা'তে ভক্তবৎসল ভগবানের সম্যক্ কীর্তন হয় না— ভক্তবৎসলের সমগ্র কৃপালাভে যত্নের ত্রুটি থাকে। যদি জান্‌তে চাই, নৃসিংহদেব কার অবতার? কেউ বল্‌তে পারেন— নির্বিশেষ ব্রহ্মের অবতার, তা' নয়। জয়দেব বলেছেন-

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্বতে।

পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ।।

এইটিই ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়। এঁরা কৃষ্ণেরই অবতার--তাঁ'র অংশকলা-জাত। কিন্তু এঁদের দ্বারা সকল রসের সমাধান হয় না। গীতায় (৪।১১) ভগবান্ বলেছেন-

" যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

শান্ত-দাস্য সখ্য বাৎসল্য-মধুর সকল ভাবেই ভগবানের উপাসনা কর্‌তে পারা যায়। ভিন্ন ভিন্ন উপাসকগণ ঐশ্বর্য ও মাধুর্যভেদে নিজ নিজ বৃত্তিদ্বারা ঐ বস্তুরই উপাসনা করেন। শান্ত-রসের রসিকগণ অবতার-বিশেষের উপাসনা করেন। দাস্যরসে মারুতি-বজ্রাঙ্গজী রামচন্দ্রের উপাসনা করেন। সখ্যরসে অর্জ্জুন, বাৎসল্যরসে বসুদেব-দেবকী কৃষ্ণচন্দ্রের উপাসনা করেন। উপাস্যবস্তুর যতরকম আকার হ'য়েছে, সে সকল স্বয়ংরূপের আকার থেকে কিছু পার্থক্য লাভ করেছে। কিন্তু তা'তে পূর্ণতমতার অভাব আছে। এই জন্যই ভাগবত ব'লেছেন--

"এতে চাংশকলাঃ পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" (ভাঃ ১।৩।২৮)

অর্জ্জুনের কৃষ্ণসান্নিধ্য গৌরবসখ্যযুক্ত। তদপেক্ষা শ্রীদামসুদামাদির বিশ্রম্ভসখ্যের পরিচয় পেয়ে থাকি। তাঁ'রা-- কান্তাগণ, পিতৃমাতৃবর্গ, চিত্রপত্রক প্রভৃতি দাসবৃন্দ, তাঁর সিংহাসন, ব্যজন, পাঁচনবাড়ি যে প্রকার সেবা করেন, সেই সকল সেবাধর্মে যে কীর্তন আছে, সব একত্রিত হ'লে সম্যক্ কীর্তন হয়। কেনা টিকিটের শেষপর্যন্ত না গেলে, তা' হ'তে দূরের কথা জান্‌তে পারা যায় না।

ইহজগতেও আমরা পঞ্চরসের রসিক হ'য়ে বাস ক'রছি, রসকে Generate (রসোৎপত্তি) কর্‌ছি; কিন্তু তা'তে কৃষ্ণ নাই। কৃষ্ণে যে পূর্ণরস আছে, যদি তার ভিক্ষুক হই-- রসগ্রহণের ভাণ্ডার অন্য জিনিষে পূর্ণ না করি-- সম্পূর্ণ রিক্ত রাখি, তবে কৃষ্ণরস পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি কর্‌তে পার্‌বো। চৈতন্যদেব বলেছেন, চিত্তদর্পন মার্জিত হয়, সাংসারিক বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় কৃষ্ণকীর্তনের দ্বারা। অখিলরসামৃত মূর্তি কৃষ্ণ লীলা-শ্রবণ-দ্বারাই সম্যক্ কীর্তন হ'বে, অন্য অবতারের কথা শুন্‌লে হ'বে না। লক্ষ্মীনারাণের কীর্তন অপেক্ষা-- রামের কীর্তন অপেক্ষা কৃষ্ণকীর্তন, মথুরেশ অপেক্ষা--ব্রজেন্দ্রনন্দনের কীর্তনই সর্বতোভাবে জয়যুক্ত। কৃষ্ণকীর্তন হ'লেই পূর্ণতমতার বাকী থাকে না, যত অভাব আছে, সকল অভাব থেকেই অবসর প্রাপ্তি হয়। দশমস্কন্ধে-

-কৃষ্ণকীর্তন পূর্ণমাত্রায় আছে। তা' হ'লে দশমটি লিখ্‌লেই হ'ত, অন্যান্য স্কন্ধের কি প্রয়োজন? তারতম্য নির্দেশের জন্য মৎস্য-কূর্ম-বরাহ-নৃসিংহ-রাম-রাম রাম--সকল অবতারেরই কথা বর্ণিত হ'য়েছে। রৌহিণেয় রামের রাস পর্যন্ত বর্ণিত আছে। কিন্তু কৃষ্ণের কথা পূর্ণভাবে বর্ণিত হ'য়েছে। (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ববিভাগ, সাধনভক্তিলহরী ৩২ শ্লোক--)

সিদ্ধান্ততস্ত্ব ভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ। রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ।।

রসবিচারে কৃষ্ণের সর্বোৎকর্ষ দেখানো হ'য়েছে। কাব্যশাস্ত্র আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে বর্ণিত হ'য়েছিল। তা'তে উরুক্রম-'গুরুক্রম' বা 'ত্রিবিক্রম'-শব্দে কৃষ্ণকেই উদ্দেশ করা হ'য়েছে। সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তিরাজ্যে যাঁর পাদপদ্ম পূজিত--" ত্রেধা নিধধে পদম্ সমূঢ়মস্য পাংশুলে তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।" তিনি কাষ্ঠের মৃগের ন্যায় অচেতনের মত বলে না দেখে তিনটি পা ফেলেছিলেন। 'নিদধে'--লিটের পদ। লীলাময় তিনি উরুক্রম। এই উরুক্রমকে কেউ নির্বিশেষ কর্‌তে পারে না।

আত্মারামশ্চ মুনয়ো নিগ্রন্থা অপ্যরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ।। ভাঃ ১।৭।১০

(ব্রহ্মানন্দ-সুখমগ্ন মুনিগণ ক্রোধাহঙ্কারমুক্ত হইয়াও অমিতবিক্রম শ্রীহরির ফলাভিসন্ধানরহিত নিষ্কাম-সেবা করিয়া থাকেন। কেননা, শ্রীহরি এতাদৃশ গুণসম্পন্ন যে, তিনি আত্মারামগণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকেন।)

সেই উরুক্রমের চরণ-প্রাপ্তির উপায় কি? তৎপ্রসঙ্গে প্রহ্লাদ মহারাজ ব'লেছেন-

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিত চর্ব্বণানাম্।।
নতে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ।।
নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ।।

(ভাঃ ৭।৫।৩০-৩২)

কপাল-পোড়া 'উরুদাম্নি বদ্ধাঃ' জীব আমরা; উরুদাম শক্ত দড়ি দিয়ে আষ্টে পিষ্ঠে মায়িকরাজ্যে আমাদিগকে মায়া বেঁধে রেখেছে। এ থেকে ছুটি কিরূপে হ'বে,

তদুত্তরে বলেছেন—' নৈষাং মতিস্তাবৎ'' ইত্যাদি। এখানে একটী ভাল কথা ব'লেছেন--"নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ''। যাঁরা জগতে কিছু আছে মনে ক'রে দৌড়াচ্ছেন, তাদের কথা নয়—নিষ্কিঞ্চনগণের কথা। তাঁরা ইহ জগতের কিছু দান কর্‌তে আসেন না; সেই জগতের জিনিষ, যা ইহজগতে নাই, তাই দিবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। তাঁ'দের পায়ের ধূলিতে যে মুকুট প্রস্তুত হ'বে, তা প'রবার জন্য যাঁ'দের আকাঙ্ক্ষা, তাঁ'রা উরুক্রমাঙ্ঘ্রি স্পর্শাধিকার পাবেন। উরুক্রমের অঙ্ঘ্রি যাঁর কথা গৌরসুন্দর চৌষট্টি প্রকার ব্যাখ্যা ক'রলেন, সেই উরুক্রমের অঙ্ঘ্রি যে কালপর্যন্ত স্পর্শ কর্‌বার না যোগ্যতা হয়, ততদিন অনর্থের শান্তি হবে না Impersonalism থামবে না। চেতনময় সবিশেষ পাদপদ্ম, যে পা দিয়ে চ'লে বেড়ান, সেই পা'য়ের আঙ্গুলস্পর্শ'যোগ্যতা না হ'লে তাপত্রয়ের উন্মূল হ'বে না। বদ্ধজীব আমরা যে মুক্তির জন্য নানাপ্রকারে চেষ্টাবিশিষ্ট হই, সেটা " মোক্ষং বিষ্ণু- -ঙ্ঘ্রিলাভঃ 'উরুক্রমের অঙ্ঘ্রিলাভই প্রকৃত মোক্ষ। ভাগ্যহীন জীব সেই পাদপদ্ম পরিত্যাগ ক'রে নরকের পথে— জড়বিলাসের পথে অগসর হচ্ছে। চেতনময় কৃষ্ণবিলাসের যোগদানে যে বৃত্তি সেইটিতেই উরুক্রমাঙ্ঘ্রি লাভ। যে পাদপদ্ম ত্রিজগদ্ব্যাপ্ত, সেই চরণ ব্রজজনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু।

আনের হৃদয়মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি' জানি ।
তা'হে তোমার পদদ্বয় করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণকৃপা মানি।। (চৈঃ চঃ)

বাস্তববস্তুর বিচার পরিত্যাগ ক'রে যখনই অবাস্তব দর্শন হচ্ছে, তখনই ভোগবিলাসিতা বৃদ্ধি হচ্ছে, প্রভুত্ব ক'রার যত্ন হচ্ছে, সেব্যভাব গ্রহণ ক'রে তাঁ'কে সেবক বিচার ক'রে বস্‌ছি। তিনি আমাদের সেবক, আমাদের ভক্ত—এ দুর্বুদ্ধি হ'লে অসুবিধা, তাঁ'র ভক্ত হ'লে সকল সুবিধা। তিনি বল্‌ছেন— তোমার সর্বেন্দ্রিয় আমার পাদপদ্মে দাও। তোমার ইন্দ্রিয়দ্বারা আমাকে সুখ আস্বাদন করাও, তা' হ'লে তোমাকেও আনন্দের আস্বাদন করা'ব। আর যাঁরা কলা দেখাবেন, Impersonalism (নির্বিশেষ) হ'বেন, তাঁর শিরশ্ছেদ ও হস্তপদাদি খণ্ড খণ্ড ক'রে অস্তিত্ব ধ্বংস ক'রে দেবেন—চোখ গেলে দেবেন, হাত পা কেটে ফেল্‌বেন, তাঁরাই সর্বাপেক্ষা পরম শত্রু। পরিণাম "সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ।'' তা' থেকে আরও অধিক শত্রু—যাঁ'রা বিচার ক'রছেন, নাভিদেশ হ'তে মস্তক পর্যন্ত সেবার জন্য থাকুক, আর নীচের অঙ্গগুলি অন্যসেবার জন্য থাকুক। তাঁ'রা বর্ণাশ্রমাচারতা' বিচারে রাধাগোবিন্দের

লীলাকে আক্রমণ ক'রছেন। তাঁ'দের এই নির্বুদ্ধিতা, মূঢ়তা দূর হ'লে ভক্তিসদাচার জান্‌বেন—রূপসনাতনের কথা জান্‌তে পার্‌বেন। মহাপ্রভু দক্ষিণদেশে গেলে বহুমতবাদের লোক তাঁকে আক্রমণ করেছিল। শ্রীসম্প্রদায়, বৈষ্ণবনামধারী মধ্ব-সম্প্রদায় কত না বাগাড়ম্বর ক'রে অপরাধ ক'রেছিলেন।

"নানামতগ্রাহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান। কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্।।"

(বৌদ্ধ-জৈন-মায়াবাদাদি বহুবিধ মতরূপ কুম্ভীরগ্রস্ত গজেন্দ্রস্থলীয় দাক্ষিণাত্যবাসী মনুষ্যদিগকে কৃপাচক্রদ্বারা গৌরচন্দ্র উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব করিয়াছিলেন।)

পরমকরুণাময় শ্রীচৈতন্যদেব রাধাগোবিন্দের কথা দক্ষিণদেশে দিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু আজ কাল তারা " যে তিমিরে, সে তিমিরে"। আবার প্রচারের আবশ্যক। সেগুলি পুনরুজ্জীবিত করা দরকার। চৈতন্যদেব কি ব'লেছিলেন, তারা একেবারে ভুলে গিয়েছে। তারা বলে, আমরা খুব যুক্তিবাদী (Rational), বুদ্ধিমান্ বাঙ্গালীদের মত ভাবপ্রবণ নই। কিন্তু রাধাগোবিন্দের কথা তাদের মধ্যে একেবারে নাই। রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে রাধাগোবিন্দের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার সময় অনেক লোকে বাধা দিয়েছিল। তা'রা বলে, চতুর্ভূজ বিষ্ণুর পরিবর্তে এমূর্তি কেন? কিন্তু আজ দু তিন বৎসর হ'ল সেখানে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মূর্তি পূজিত হ'চ্ছেন। যেখানে মহাপ্রভু রায়রামানন্দের সঙ্গে রাধাগোবিন্দের কথা আলোচনা ক'রেছিলেন, সেখানেই রাধাগোবিন্দ ব'সেছেন। মাদ্রাজের লোক পার্থসারথীর কথা নিয়ে ব্যস্ত, রাধাগোবিন্দের কথা জানে না। উত্তর ভারতে মহাপ্রভুর পার্ষদ-ষড়্-গোস্বামী-প্রকটিত সেবা-সৌখ্যদর্শনের যোগ্যতা তা'দের হ'চ্ছে না, ইহা তা'দের বড়ই দুর্ভাগ্য। সুব্বারাও নামক জনৈক মধ্বসম্প্রদায়ী ভাগবতের অনুবাদ ক'রছেন। কিন্তু তা' অসম্পূর্ণ। চৈতন্যদেবের কথা যাঁদের শুনা হয় নাই। চৈতন্যদেবের অনুগ্রহ যাঁদের নিকট পূর্ণমাত্রায় পৌছায়নি, তাঁরা ভাগবতের আলোচনা বুঝবেন না। যাঁরা এ পথের পথিক নন্, তাঁ'দের দ্বারা ভাগবতের অনুবাদ হয় না।

ভাগ্যহীন পশ্চিমদেশীয় লোকগণও নানা প্রশ্ন করে; গতকল্য মথুরার একজন পণ্ডিতও প্রশ্ন ক'রেছিলেন, ভাগবতে যখন রাধার নাম নাই, তখন গৌরসুন্দর ঐ নাম কোথায় পেলেন? কিন্তু আমরা বলি কার জন্য থাক্‌বে? মহাপ্রভু ' গোপী' গোপী' জপ ক'রেছিলেন। সব নাম পাবে দেখা হ'লে।

কার নাম আছে? ললিতা, বিশাখা রূপমঞ্জরী প্রভৃতি কারো নাম নাই ব'লে তাঁরা কি কৃষ্ণপাদপদ্মের সেবায় পূর্ণাধিকার লাভ করেন নাই? চন্দ্রার নামও ত' নাই? কার

জন্য থাক্‌বে? আমাদের মত নির্বোধের জন্য? নাম নিয়েই বা তারা কি কর্‌ছে? সাধারণের পাঠের জন্য তাহা না হওয়ায় ব্যাস শুকাদি ঐ নাম গোপন ক'রেছেন। যাদের যোগ্যতা হ'বে, তাঁরা যত্ন ক'রলে দেখ্‌তে পাবেন।

তা' হ'লে আমরা আলোচনা ক'রলাম— ভাগবতের অধোক্ষজ আর উরুক্রমের কথা। উহাতে নির্বিশেষবাদ নিরস্ত হ'য়েছে। তিনি অচেতন ন'ন। জড়জগতের জীবগণকে চৈতন্য দান ক'রবার জন্য আশ্রয়ের ভাবগ্রহণ ক'রে শ্রীচৈতন্যদেব এসে চৈতন্য-কথা ব'লে গিয়েছেন; এজন্য তাঁর নাম "চৈতন্য"। আশ্রয়ের আনুগত্য ব্যতীত, গুরু পাদপদ্মের কৃপা ব্যতীত লঘুর কোন সুবিধা হয় না।

গৌরসুন্দর-রচিত " চেতোদর্পণমার্জনং"- শ্লোকে নাম সংকীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠা ভক্তি--একথা বলা হ'য়েছে; এই নাম কীর্তনের অভ্যন্তরেই রূপ, গুণ লীলা ও পরিকর-কীর্তন। কপটতাপূর্বক নামকীর্তন ত্যাগ ক'রে রূপাদি কীর্তন ক'রলে চিত্তদর্পন মলিনই থাকবে। তা' হ'লে ভাগবত পড়াশুনা হবে না। চৈতন্যদেবের আনুগত্যে শুন্‌তে হ'বে; তা' হ'লেই ভাগবত লাভ ক'রতে পারব। আজকে ঐশ্বর্য ও মাধুর্য-সম্বন্ধে অধিক বলার সুযোগ হয় নাই।

(১৩)

" হেলোদ্ধূলিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।

শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া শমদয়া মাধূর্যমর্যাদয়া শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া।।"

(হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য! যাহা হেলায় সমস্ত খেদ দূর করে, যাহাতে সম্পূর্ণ নির্মলতা আছে, যাহাতে পূর্ণ সুরভি বিস্তার লাভ করে বা পরমানন্দ (আর সকল বিষয় আচ্ছাদন করিয়া) প্রকাশিত হয়, যাহার উদয়ে শাস্ত্রবিবাদ শেষ হয়, যাহা রস দান করে এবং রসবর্ষণদ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, যাহা নিত্য সেবা-প্রবৃত্তি বিধান করে সর্বদা ভগবন্নিষ্ঠা দান করে, যাহা মাধুর্য-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, তাদৃশী নবলক্ষণা তোমার সেই দয়া সর্ব অশুভ বিনাস করিয়া জগন্মঙ্গলবিধান করুন।)

শ্রীচৈতন্য দয়ানিধি, তাঁর দয়া অমন্দ উদয় করায়। জীবের ভবিষ্যতে যা' মন্দ উদয় করায় এবং আপাত সৌখ্য সম্পাদন করে, সেপ্রকার দয়াকে নিত্যকাল শুভপ্রদাকারিণী বলা যায় না। কিন্তু দয়ানিধি—যাঁর অবতরণীয় পদার্থ কিছু নাই, যিনি অনায়াসে অমন্দোদয়া দয়া বিতরণ করতে পারেন, সেই চৈতন্যদেব বলেছেন—শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ, শ্রীমূর্তির অঙ্ঘ্রিসেবা, সাধুসঙ্গ, নামসঙ্কীর্তন, মথুরাবাস—এই পাঁচের অল্পসঙ্গ হ'তেই জীবের

ভক্তি বৃদ্ধি হয়ে প্রেমভক্তি লাভ ঘটে। যাঁদের বিচার ধর্ম, অর্থ ও কাম—ইহ ও পর জগতে নিজ সৌখ্য লাভ অথবা বিষয়ভোগাভাবজনিত মোক্ষপ্রাপ্তি, তাঁদের ভাগবত-শ্রবণের আবশ্যকতা নাই। চতুর্বর্গপ্রয়াস যেকাল পর্যন্ত জীবহৃদয়ে বর্তমান থাকে, তৎকাল পর্যন্ত ভগবদ্বস্তুর কথা স্থান পায় না।

গত কল্য আমাদের কিছু উরুক্রম, অধোক্ষজ ভগবানের কথা হ'য়েছিল সেই উরুক্রম, পুরুষোত্তম অধোক্ষজ ভগবানের পরিবর্তে অপরোক্ষ অতীন্দ্রিয়, নির্বিশেষ প্রভৃতি যে সমস্ত শব্দ পাই সেইগুলি অপূর্ণতার জ্ঞাপক বলিয়া অমন্দ উদয় করাইতে অসমর্থ। তাতে বাস্তবিক ভগবানের দয়া লাভ হয় না। কিন্তু দামোদর-স্বরূপ যিনি বেদান্তশাস্ত্রে পরম পারঙ্গত, যাঁর পূর্ব নাম পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য, যিনি বেদান্ত অধ্যয়ন জন্য বারাণসীতে গিয়েছিলেন, তাঁর বিচার ছিল মানবের মঙ্গল সাধন করা। কিন্তু যখন জানলেন—চতুবর্গপ্রয়াসে মঙ্গল হয় না' তখন হৃদয়ে চৈতন্যপাদপদ্মের স্ফূর্তিক্রমে শ্রীচৈতন্যের চরণাশ্রয়ার্থ পুরুষোত্তমে গিয়ে তাঁর নিকট ঐ অমন্দোদয়া প্রার্থনা করে'ছিলেন। সেই দয়া নয় প্রকারে উপস্থিত হয়—(১) হেলোদ্ধূলিতখেদা, (২) বিশদা, (৩) প্রোন্মীলদামোদা, (৪) শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদা' (৫) রসদা, (৬) চিত্তার্পিতউন্মদা, (৭) শশ্বদ্ভক্তিবিনোদা, (৮) শমদা এবং (৯) মাধুর্যমর্যাদা।

"আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং, বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথঞ্চ হিত্বা, ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্।।
(ভাঃ ১০।৪৭।৬১)

(শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে গোপীগণের প্রগাঢ় প্রেম লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—) "অহো! যাঁহারা দুস্ত্যজ পতিপুত্রাদি আত্মীয়স্বজনগণ ও লোকমার্গ পরিত্যাগপূর্বক শ্রুতিগণের অন্বেষণীয় শ্রীকৃষ্ণপদবীর অনুসন্ধান করিয়াছেন আমি শ্রীবৃন্দাবনে সেই গোপীগণের চরণরেণুভাক্ গুল্ম-লতাদির মধ্যে কোন একটী রূপে জন্মলাভ করিব।")

——শ্লোকে যে মুকুন্দপদবীর কথা আছে, যাহা শ্রুতির বিশেষ অনুসন্ধানের পাত্র, যা' বেদান্তের এক মাত্র চরম প্রতিপাদ্য বিষয়, যে বস্তুটি লাভের জন্য শ্রুতিসকল অত্যন্ত ব্যস্ত, সেই বস্তু মুকুন্দপদবী। তাঁ'র ভজনা কখন বা কা'র দ্বারা সম্ভব? আর্যপথ ও স্বজন পরিত্যাগের শক্তি যাঁদের হ'য়েছে যাঁরা তাৎকালিক স্বজনকে নির্ভর করে কৃষ্ণপ্রতি নির্ভরতা-পরিত্যাগের বিচারবিশিষ্ট ন'ন সেই আর্যপথ ও স্বজন পরিত্যাগ কারী ব্যক্তিই মুকুন্দপদসেবনে সমর্থ। সেই সকল শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয়। আমাদের বর্তমান সময়ে যে জ্ঞান, তা' অনেক সময় নানা অজ্ঞানে আচ্ছাদিত। অনেক সময় "তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ" শ্লোকে কথিত বিচারে প্রতারিত ও বিমূঢ় হ'য়ে আমি

খুব বুঝেছি' মনে ক'রে অহঙ্কার বিমূঢ় হই তৎ-প্রতীতির কর্তৃত্বাভিমানে প্রকৃত সত্য বুঝ্‌তে পারি না। আমি প্রকৃত প্রস্তাবে মঙ্গল প্রার্থী হ'লে শ্রীচৈতন্যদেব আমার মঙ্গল বিধান করেন। প্রত্যেক চেতন ধর্মে অবস্থিত ব্যক্তিরই তিনি মঙ্গল-বিধাতা। যা'রা নিত্যমঙ্গ-লের পরিবর্তে সাধারণ অমঙ্গল লাভে তৎপর, তাদের চিন্তাস্রোতে আস্বাদন বা রসবিপর্যয় ঘটায়-- ইহ্ জগতে ভগবদরস রহিত হ'য়ে জড় রসকে বহুমানন ক'রে তাতে উন্মত্ত হ'লে চেতনময়রসকে, চেতনে যে রসের উদয় হয় তা থেকে বঞ্চিত হ'তে হয়।

দুইপ্রকারে রস পাওয়া যায়--একটী প্রেয়ঃপন্থায়, আর অপরটী শ্রেয়ঃপন্থায় প্রেয়ঃপন্থায় জড় ভোগকারীর কাব্যশাস্ত্রে যে রস আস্বাদনের কথা আছে, তা' আস্বাদন ক'রতে গিয়ে বিচারভ্রান্তি উপস্থিত হয়। আস্বাদন কারীর হৃদয়ে মল-প্রবেশ-হেতু অমল রস আস্বাদিত হ'ন না। শ্রেয়ঃপন্থায় চিদ্-রসই আস্বাদনের বিষয়। যেমন শ্রীরূপপ্রভু উপদেশামৃত গ্রন্থে ব'লেছেন,--

"স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি সিতাঽপ্যবিদ্যা-পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী।।

(অবিদ্যারূপ পিত্তদ্বারা উতপ্ত রসনায় শ্রীকৃষ্ণচরিতাদিরূপ উত্তম মিছরীও রুচিপ্রদ হয় না; কিন্তু প্রত্যহ আদরপূর্বক তাহা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনামচরিতাদিরূপ মিছরী সেবন করিলে এই অবিদ্যা-পিত্ত সমূলে বিনষ্ট হইবে এবং ক্রমে ক্রমে এই মিছরীর স্বাদুতা উপলব্ধ হইবে।)

মানুষের যখন ব্যাধি থাকে, তখন আস্বাদনকারীর জিহ্বা নানা অসুবিধার মধ্যে থাকে। কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ- এপ্রকার বিচার এসে ব্যাঘাত উপস্থিত করে। অনর্থযুক্ত অবস্থায় রসবিচারে প্রেয়ঃপন্থী হ'লে শ্রেয়ঃপন্থীগণ বলেন যে, তাদৃশ জড়রসভোগ হ'তে বিরাগই আশ্রয়ণীয়। বর্তমান সময়ে জড়েন্দ্রিয়ই আমাদের সম্পত্তি, সেই ইন্দ্রিয়পরিচালনা হ'তে যে জড়বিলাস, তা থেকে পৃথক্ বা তার বিপরীত বিরাগ, কিন্তু তা আমাদের প্রয়োজনীয় নয়। জড়বিলাস ও জড়বিরাগকে অপর ভাষায় ভোগ ও ত্যাগ বলা হয়। ভাগবত (৩।২৩।৫৬) ব'লেছেন,--

নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে। ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।।

(ইহ সংসারে যে বক্তির কর্ম বর্ণাশ্রমপালনরূপ ধর্মের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হয়, যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম নিষ্কাম হইয়া কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তি উৎপাদন না করে আবার যে বৈরাগ্য তীর্থপদ শ্রীহরির সেবার্থ পর্যবসিত না হয়, সে ব্যাক্তি জীবিত হইলেও মৃত।)

যে কিছু কাজ ক'রবো, তা' ধর্মের জন্য না হয়; আবার ধর্ম কর্‌লেও তা ভোগের

জন্য সম্পন্ন হউক, বিরাগ ভাল নয়; বিরাগও আবার তীর্থপদসেবার জন্য না লাগুক; এই রকম বিচার যতদিন থাকে, ততদিন--''জীবন্নপি মৃতো হি সঃ''। সেই কালে চেতনের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ক'রতে থাকি। তা'কে জীবন্মৃতের ন্যায় অবস্থা বলা হ'ছেছে। প্রেয়ঃপন্থাদ্বারা চালিত হ'য়ে ঈশসেবা-বৈমুখ্য অবলম্বন ক'রে জড়রসে প্রমত্ত হ'য়ে পড়ি।

আধ্যক্ষিকতাই কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় মনে হয়। আনন্দ-লাভের পন্থা দুই প্রকার--প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ। প্রেয়ঃপন্থায় আনন্দ-লাভে যে দোষ, সেটা বিরাগের পন্থায় স্খলিত হয়। আমরা কর্তৃত্ব ধর্মবশে যে কর্মের আবাহন করি, তাতে যে রসের উদয় হয়, শ্রেয়ঃপন্থী বলেন--তা' ত্যাগ করা কর্তব্য। বিলাসের বিপরীত কথা বিরাগ। শ্রীচৈতন্যদেবের অমন্দোদয়া দয়া এ উভয় বিচারের অতীত। শ্রুতিগণের বিশেষ অনুসন্ধানের পদার্থ যে মুকুন্দপদবী, তাঁকে ভজন ক'রেছিলেন মহামহাবৈদান্তিকাগ্রগণ্য বিশুদ্ধচেতনে অবস্থিতা পরমসিদ্ধা সর্বোত্তমা গোপীগণ। ইন্দ্রিয়লোলুপ ব্যক্তিগণ নিজ নিজ জড়রস আস্বাদন-জন্য যে বিচার-মধ্যে প্রবিষ্ট হ'য়ে থাকেন তাদৃশ প্রেয়ঃপন্থার অনুসরণ না ক'রে, স্বজন ও আর্যপথ পরিত্যাগ ক'রে অধোক্ষজ-বিচারে আশ্রয়জাতীয় গোপীগণ আত্মাভিজ্ঞান লাভ ক'রেছেন। গুণজাত সত্ত্ব প্রধান-বিচারে যা নির্ণীত হয়, তা'কে পরিত্যাগ করার শক্তি বিরাগে কোথায়?

(১৪)

যাঁরা নৈসর্গিকী নিত্যা উৎকৃষ্ট প্রীতিচেষ্টার বশে ভগবৎকর্তৃক আকৃষ্ট হ'য়ে সেবার জন্য যত্নবিশিষ্ট বাস্তববস্তুবিচারে যাঁদের বাস্তব-রস হৃদয়ে প্রাকট্য লাভ করেছে, রজস্তমঃ বাদ দিয়ে-সত্ত্বগুণের ভাল কথা পর্যন্ত বাদ দিয়ে কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করেছেন, তাঁরাই শ্রেয়ঃপন্থী। যাঁদের জ্ঞানটি অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত, যাঁরা বিবর্তগ্রস্ত হ'য়ে 'ভগবজ্‌জ্ঞান ছোট এবং স্বকপোলকল্পিত জড়সবিশেষরহিত নির্বিশেষজ্ঞানই বড়'—এই মায়ামরীচিকায় ঢুকেছেন, তাঁদের চৈতন্যের জন্য চৈতন্যদেবের নিত্যদাস শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ণা দয়াকে অমন্দোদয়দয়া বলেছেন। ভাগবতের অনুশীলনদ্বারাই সেই বস্তু প্রাপ্তব্য। এ জন্য ''জন্মাদ্যস্য যতঃ'' আদি শ্লোকে সম্বন্ধজ্ঞানের কথা কীর্তিত হয়েছে। জড়বিশেষটা অপ্রয়োজনীয়। জড়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা হ'লে ভোগের বিচার হ'তে পরিত্রাণ-জন্য 'নেতি নেতি' বিচার এনে ভোগ থেকে অবসর নেন। যেহেতু সুখভোগে দুঃখ, প্রেয়ঃপন্থা গ্রহণ ক'রলে ত্রিতাপ যন্ত্রণা পাই, সুতরাং বোধরাহিত্যই শেষ কথা বা বোধসাহিত্যের বিশেষানুসন্ধানরাহিত্যই চরমপদবী—এতাদৃশ বোধ যাঁদের, তাঁরা অজ্ঞান-

শ্রেণীরই অন্যতম ও অন্তর্ভুক্ত। সর্বাপেক্ষা ভ্রান্ত ব্যক্তি বিবর্ত বাদ্ আশ্রয় ক'রে জড়তাকে বা জড়কে চিদ্‌ভ্রান্তিক্রমে গ্রহণ করেন। তা'তে বাস্তববস্তু কিছুই নাই। তাঁরা বলেন--স্বল্প, সঙ্কীর্ণ, জড়ভোগ-জ্ঞানের চেষ্টার সঙ্গে জড়াতীত ভক্তিপূর্ণ পুরুষোত্তমজ্ঞানের চেষ্টা সমজাতীয়। অজ্ঞতা-বশে ভগবৎ-সেবা-বঞ্চিত হ'য়ে, ভগবল্লীলানুকূল বস্তুকে উপেক্ষা ক'রে নির্বিশেষবাদকেই তাঁরা শ্রেষ্ঠত্বে স্থাপন করেছেন। চৈতন্যদেব তা'র অপ্রয়োজনীয়তা প্রকাশ ক'রে মনুষ্যজাতির যে মঙ্গল করেছেন তাই আমাদের প্রার্থনীয়। পূর্ণকে অপূর্ণ ব'লে স্থাপনের কুপিপাসা যাঁদের, তাঁরা মহা-অসুবিধায় পড়েছেন। দামোদর-স্বরূপ নির্বিশেষ বিচারপ্রণালী, যা'তে নির্বিশেষ মোক্ষই প্রার্থনীয়, তা' হ'তে মুক্তিলাভ ক'রে জড়বিশেষে আসেন নাই। প্রাকৃত সহজিয়ার 'প্রকৃতিজাত জগতেই বিচিত্রতা আছে, চিৎ-এর বৈচিত্র-বিচার জড়শক্তিরই অন্তর্গত'—এই বিচারে যারা প্রতিষ্ঠিত সেই সকল লোক ভাগ্যহীন। জড়সবিশেষে চিৎসবিশেষের বিবর্ত হ'লে অভীষ্টলাভের পরিবর্তে অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। জড়রসটা ধ্বংস ক'রে দিতে হ'বে—শুকিয়ে দিতে হ'বে, কিন্তু "রসো বৈ সঃ"-- সেই সচ্চিদানন্দরসই তো থাক্‌বে। তা' না হ'লে প্রকৃতিবাদীর বৌদ্ধবিচার বা মায়াবাদীর তর্কমাত্র হ'য়ে যাবে। বুদ্ধকে সচ্চিদানন্দবস্তু বিচার না ক'রে বৌদ্ধগণ স্বতন্ত্র জড়ভোগ্য অবাস্তব-বিচার-বিশিষ্ট। জড়সবিশেষ-ধর্ম যে কাল-পর্যন্ত নষ্ট না হচ্ছে, তৎকালাবধি প্রাপঞ্চিকতা নিয়ে বস্তুসান্নিধ্য হ'তে দূরে থাক্‌তে হবে, কিন্তু যে মুহূর্তে চেতনের উন্মেষ হ'বে, চিৎ-সবিশেষ ব'লে যে ব্যাপার, তা' বুঝতে পারা যা'বে, তখনই ভাগবতশ্রবণে অধিকার হ'বে। লীলা ক্রিয়ামাত্রোদ্দেশপরা নহে। 'মানবলীলা' বা 'দরিদ্রনারায়ণ'—এরূপ বিচার যাঁদের, তাঁরা ঘুরে ফিরে Henotheism (পঞ্চোপাসনা) বা Impersonalism এ (নির্বিশেষতত্ত্বে) প্রবিষ্ট হন। জড়সবিশেষ হ'তে পার পাবার পরে যে রসের কথা আছে, তা'র আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। উহা রসে জলাঞ্জলি দেওয়া মাত্র নহে। দহরোপনিষদে (ছান্দোগ্যে) যে সকল কথা আছে, যথা—"স যদি পিতৃলোককামো ভবতি. . মাতৃলোককামো ভবতি . . . ভ্রাতৃলোক কামো ভবতি . . . সখিলোককামো ভবতি . . . গন্ধমাল্যলোককামো ভবতি. . . যদি অন্নপান-লোককামো ভবতি . . . যদি গীতবাদিত্রলোককামো ভবতি . . . স্ত্রীলোককামো ভবতি. . . যং যমন্তমভিকামো ভবতি . . . যং কামং কাময়েৎ সোঽস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি তেন সম্পন্নো মহীয়তে।" এই সকল বাসনা হ'লে 'ভূতেজ্যা যান্তি ভূতানি' বিচার হ'বে। কামদেবকামনা উদিত হবার পূর্ব পর্যন্তই বাসনা মাত্র। 'শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে' বিচার যদি প্রত্যক্ষ্যানুমানের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তা হ'লে Empericism এসে গেল।

মায়া আমাদিগকে জড়ের Relativity-তে আচ্ছন্ন ক'রে 'উরুদাম্নি বদ্ধাঃ' ক'রে রেখেছে। উরুক্রমের পাদস্পর্শযোগ্যতা হ'লে আধ্যক্ষিকগণের বিচারনৈপুণ্যের ফল্গুত্ব উপলব্ধি কর্‌তে পার্‌বো।

'হেলোদ্ধুলিত-খেদয়া'। জীবহৃদয়ে যেসব অসুবিধা—তাপত্রয়াদিজনিত মলিনতা উপস্থিত হ'চ্ছে, তা' হ'তে পরিত্রাণ পাবার জন্য যত্ন করা দরকার। কেউ কেউ মনে করেন, জড়জগতের অমঙ্গল মধ্যেই থাক্‌বে; যদি জড়গতের অমঙ্গ-লের মধ্যেই ঘুরে' ফিরে আস্‌তে থাকি, তা' হ'লে ভবিষ্যতে সুখভোগলাভের সুবিধা হ'বে। কিন্তু পরমমুক্তপুরুষের বিচার তা' নয়। ভোগরূপ ঘুমের ঘোর ছেড়ে মানুষ যদি চেতনবিশিষ্ট হ'ন, নিজের পরিচয়, আত্মার পরিচয় পান, তা' হ'লে অনাত্ম-প্রতীতির অসুবিধা থেকে অবসর লাভ করেন। যে সময়ে মায়া সৃষ্ট হয় নাই— অচিৎপরিণাম প্রবৃত্ত হয় নাই, তখনও চিৎ-শক্তির দ্বারা প্রকটিত বৈকুণ্ঠের সকলবিচিত্রতা অবস্থিত ছিল এখন আছে এবং পরেও থাক্‌বে। আধ্যক্ষিকবিচারে আপেক্ষিকতা। ঈশ্বরকৃষ্ণেরবিচার— "অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্বসম্ভবাভাবাৎ।" ভাগবত-সম্প্রদায়ে সাংখ্যায়ন, সনৎকুমার প্রভৃতি বিভিন্ন বিচার ক'রেছেন। নিরীশ্বর-সাংখ্য বহু বহু বস্তুর সমাবেশ, বহ্বীশ্বরবাদ Polytheism প্রভৃতি নানা বিরোধীসম্প্রদায়েরও অভাব নাই। যখন একায়নপদ্ধতি প্রচলিত ছিল (সত্যযুগে), তখন একমাত্র নারায়ণের পূজাছিল। 'একায়ন'-অর্থে সংখ্যারহিত। যখন সে বিচার স্তব্ধ হ'ল, তখনই ত্রেতায় ধ্যাননিষ্ঠা বাধাপ্রাপ্ত হ'য়ে জীবের দুর্গতি হ'য়েছে। ত্রয়ী উৎপত্তি লাভ ক'রে কর্ম্মকাণ্ড সৃষ্ট হ'ল পুরূরবার কাছ থেকে।

> এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ববাঙ্ময়ঃ।
> দেবো নারায়ণো নান্য একোঽগ্নির্বর্ণ এব চ।।
> পুরূরবস এবাসীৎ ত্রয়ী ত্রেতামুখে নৃপ।
> অগ্নিনা প্রজয়া রাজা লোকং গান্ধর্বমেযিবান্।।
>
> (ভাঃ ৯।১৪।৪৮-৪৯)

ঐ শ্রীধরস্বামীর টীকা--'ননু অনাদির্বে দত্রয়বোধিতো ব্রাহ্মণাদীনাম্ ইন্দ্রাদ্যনেকদেবযজনেন স্বর্গপ্রাপ্তিহেতুঃ কর্মমার্গঃ কথং সাদিরিব বর্ণ্যতে তত্রাহ এক এবেতি দ্বাভ্যাম্। পুরাকৃতযুগে সর্ববাঙ্ময়ঃ সর্বাসাং বাচাং বীজভূতঃ প্রণব এক এব বেদঃ। দেবশ্চ নারায়ণ এক এব, অগ্নিশ্চৈক এব লৌকিকঃ, বর্ণশ্চৈক এব হংসো নাম। বেদত্রয়ী তু পুরূরবসঃ সকাশাৎ আসীৎ। এযিবান্ প্রাপ। অয়ং ভাবঃ— কৃতযুগে সত্ত্বপ্রধানাৎ প্রায়শঃ সর্বেঽপি ধ্যাননিষ্ঠাঃ। রজঃ প্রধানে তু ত্রেতাযুগে

বেদাদিবিভাগেন কর্ম্মমার্গঃ প্রকটো বভূবেতি''। কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।। ভাঃ ১২।৩।৫২

বর্তমান সময়ে হরিকীর্তনই একমাত্র সম্বল। তা'তে জান্‌বো বাস্তব বস্তু কি। সত্যপ্রতিম বস্তুর সাহায্যগ্রহণ প্রয়োজনীয় নয়।

'বিশদা'--নির্মলা; 'আমোদ'--সৌগন্ধ প্রকৃষ্টরূপে উন্মীলিত হ'য়েছে যাতে। সৌগন্ধ নেই যা'তে, এমন দয়া নয়--নির্বিশিষ্ট হওয়া নয়। সুরভিযুক্ত পদার্থ। ভগবদ্দয়ারূপ বায়তে (কর্ম-জ্ঞান-যোগাত্মক) সমস্ত ধুলো অনায়াসে উড়ে যায়--ঝাঁট দেওয়া হ'য়ে যায়। কর্মমার্গাশ্রিত ব্যক্তিদেরই যত কষ্ট। তদ্বিপরীত বাদীর বিচার--অব্যক্ত।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।। গীঃ ১২।৫

কৃষ্ণভক্ত যারা নয়, তাদের দুঃখ অবর্ণনীয়; তারা নিজের বিচারানুসারেই দুর্গতি লাভ ক'রছে। তা' থেকে অবসর পাওয়া দরকার। পুরূরবার কাম হ'তে বেদত্রয়ী আরম্ভ হ'ল। পুরূরবা উর্বশীর রূপদর্শনে মোহিত হ'য়ে কর্মকাণ্ড আরম্ভ ক'রেছিলেন। রূপরসাদি বাজে জিনিষে আকৃষ্ট হওয়ায় কৃষ্ণ-দর্শনে ব্যাঘাত ঘটে। Aesthetic Culture এ (সৌন্দর্য-বিচারাত্মক কৃষ্টিতে) relative activity (আপেক্ষিক তৎপরতা) বর্তমান; উহা empericist (আধ্যক্ষিক) দের বিচার।

চৈতন্যদেবের অমন্দোদয়া দয়ার মধ্যে কর্ম্মকাণ্ডের প্রশ্রয় নাই। জীব যা'তে ঐহিক ও আমুষ্মিক ভোগে রত না থাকে, তা'র জন্য তিনি চেষ্টা ক'রেছেন।

'শামাচ্ছাস্ত্রবিবাদা'। জ্ঞানীশ্রেণীর যে চিন্তাস্রোত, তা'তে ''অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া, চক্ষুরুন্মীলিতং যেন'' বাণীতে উদ্দিষ্ট গুরুদেব পর্যন্ত ধ্বংস হ'য়ে যান। তাঁ'দের কথা--''গুরু ও আমি আলাদা নই, গুরু নিত্য নয়, আমি ঈশ্বরে বিলীন হ'য়ে যাব'' ইত্যাদি। বাস্তব সত্যের সন্ধান না পেয়ে হাতড়ান বুদ্ধিতে যে প্রয়াস, উহা অকর্মণ্য। শ্রীমদ্ভাগবতের 'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য' (ভাঃ ১০।১৪।৩), 'শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য' (ভাঃ ১০।১৪।৪), 'যেহন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ' (ভাঃ ১০।২।৩২), 'নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুত ভাববর্জিতং' (ভাঃ ১।৫।১২) প্রভৃতি শ্লোক যাঁরা আলোচনা ক'রেছেন, তাঁরা জানেন যে, মায়াবাদীর চিন্তাস্রোতে অগ্রসর হ'য়ে পরিণামে বিফলমনোরথ হ'তে হয়--বাস্তবিক অজ্ঞানেই স্থায়ীভাবে থেকে যেতে হয়। মুক্তিকামী কপটতা আশ্রয় ক'রে Henotheism এ (পঞ্চোপাসনায়) সময় কাটিয়ে impersonal নির্বিশেষ হ'য়ে নিজের নিজত্ব--গুরুর গুরুত্ব পর্যন্ত নষ্ট ক'রে ফেলেন। শ্রীচৈতন্যদেব এই

সকল বিরুদ্ধ কথার সামঞ্জস্য ক'রে দিয়েছেন। ভাগবত আলোচনা ক'রলে শাস্ত্রীয় বিচার থেকে দূরে গমনের যে অবস্থা, তা' থেকে অবসর হয়।

'রসদা'। জড়রসের সঙ্গে চিদ্রসের যে পার্থক্য আছে, সেইটি বুঝিয়ে দিয়ে মহাপ্রভু প্রকৃত চিদ্রস দান করেন। 'উদ্ধলিত-খেদ' হ'তে বিবদমান বিচারের শান্তি হ'লে ভক্তিরস উপস্থিত হয়। প্রপঞ্চে অবতীর্ণ অপ্রাকৃত বিষয়সকল অধিরোহবিচারে বুঝতে গিয়ে যে অমঙ্গল হয়, তা'র হাত থেকে পরিত্রাণ পেলে 'চিত্তার্পিতোন্মদা অবস্থা' হয়।

'শশ্বদ্ভক্তিবিনোদা'। মহাপ্রভুর দয়া নিরন্তর সেবাপ্রবৃত্তিদানকারিণী।

মহাপ্রভুর দয়া 'শমদা'—যা' 'মন্নিষ্ঠতা' (ভগবন্নিষ্ঠতা) বুদ্ধি দান করে। "জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্"—ভগবৎ, পরমাত্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্যে ' মে জ্ঞানং' অর্থাৎ ভগবজ্জ্ঞান পরম, অন্যগুলি সাধারণ, মধ্যম ও ইতর। বিশেষ জ্ঞান নির্বিশিষ্ট ব্রহ্মে নাই। কিছু পরমাত্মার আছে, কিন্তু রহস্য নাই। ভগবজ্জ্ঞানে তদঙ্গ, রহস্য, বিজ্ঞান-সমন্বিত জ্ঞান বিরাজমান। ' গোলে হরিবোল' দিয়ে ব্যাপকতাধর্মে জড়ভোগপরতা ভগবদ্ভক্তিতে আরোপ করা উচিত নহে। যোগীদিগের বিচার-প্রণালীতে ঐশ্বর্যমর্যাদা আছে, বিভূতির আলোচনা আছে, কিন্তু তা'তে মাধুর্যবিজ্ঞানের অভাব। পরমৈশ্বর্য তা'দের প্রয়োজনীয় ব্যাপার। ঐশ্বর্যের শ্রেষ্ঠতা দরিদ্রের নিকট আছে। দরিদ্র ধনবান্ হ'লে ধনে ঔদাসীন্য—বীতরাগ আসে। মধুরিমার আকর্ষণ বৃদ্ধি হ'লে সে-ভাব থাকে না। ভক্তিদ্বারা কিছু কিছু পেতে পারি, কিন্তু পরক্ষণেই মাধুর্য প্রবল হ'লে ঐশ্বর্যের অপূর্ণতায় বাধ্য হই না। আমি বড় হ'ব, অন্যে বশ্য থাক্, এটা ঘুরে ফিরে অভক্তি। ভাগবতে যত শ্লোক আছে, তা'র সার নয়প্রকার উপলক্ষণে বিচার ক'রে বৈদান্তিকশিরোমণি, স্বরূপ দামোদর এই শ্লোকদ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় ক'রেছেন, তাঁহার দয়ার সর্বোত্তমতা জানিয়েছেন। অধোক্ষজের সেবকই ঐ সকল কথা বুঝতে পারেন, অর্ধপক্ক রসহীন জ্ঞানীর উহা বুঝবার যোগ্যতা নাই।

(১৫)

আমাদের ভাগবত পাঠ কর্তে হ'বে। যে সকল কথা বল্লাম, এটা মঙ্গলাচরণের অর্থ। আমি নির্বিশেষবাদী নই। ভাগবত হ'তে নির্বিশেষবাদ শত সহস্র যোজন দূরে উৎক্ষিপ্ত হ'য়েছে। কেবলাদ্বৈতবাদের কোন কথাই ভাগবতে নাই। কেবল গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত আলোচনা কর্‌লে ভাগবতের উদ্দেশ্য কি, জান্‌তে পারা যায়। চরমে নির্বিশেষকামী পঞ্চোপাসকগণ মূলের সঙ্গতি রেখে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা কর্‌তে

পারেন না। কর্‌তে গেলে নিজেদের চিন্তাস্রোতের সর্বনাশ হয় জেনে একটা শ্লোকেরও টীকা কর্‌তে পারেন নি। যদি কেউ টীকা কর্‌তে যান, তাঁর কিছু ভক্তির বিচার আস্‌তে পারে, কিন্তু চরমে নির্বিশেষবাদ-স্থাপনপ্রয়াস ব্যর্থ হয় মাত্র। ভাগবতে কেবলাদ্বৈতবাদের গন্ধও নাই; শুদ্ধাদ্বৈতবাদের কথা ব'লেছেন, তাহাই পরম প্রয়োজনীয়, তা'তে ভুল নাই, উহা ভক্তিপূর্ণ। শুদ্ধদ্বৈতবাদও জড়ভোগনাশী ও ভক্তিপূর্ণ। দ্বৈতবাদ যেখানে জড়বিচারে পূর্ণ, সেখানে উহা শুদ্ধ নয়, বিদ্ধদ্বৈতবাদ; উহা আধ্যক্ষিকতা প্রসূত। ভাস্কর প্রভৃতি দ্বৈতাদ্বৈতবাদীর বিচার. জড়ভোগবিচারবিমিশ্রিত ব'লে ভ্রমপূর্ণ। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদেও অসম্পূর্ণতা আছে। শ্রীচৈতন্যদেব যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচার দেখিয়েছেন, উহাতে অসম্পূর্ণতা ও বিবদমানতা নাই, উহাই সম্পূর্ণ বিচার। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচারের কথা যাঁদের হজম হয় নাই, তাঁ'রা সদর্থের পরিবর্তে কদর্থ ক'রে প্রতিমূহূর্তে সত্যের অপলাপ কর্‌তে যত্ন কর্‌ছেন। তা' শুন্‌তে গিয়ে ভাগবতের ভাল কথাগুলো ভুলতে হ'বে না। পুরুষোত্তম—উরুক্রম; তিনি অপরোক্ষ-শব্দমাত্রদ্বারা উদ্দিষ্ট নহেন, তদতীত 'অধোক্ষজ'; প্রাকৃত নহেন, 'অপ্রাকৃত'।

চেতন ও অচেতনের রস এক কর্‌তে হ'বে না। ঈশ্বরবিমুখ ব্যক্তিগণ কর্মফলে যেস্থান লাভ ক'রেছেন, তা' কারাগৃহ। এস্থানে 'অনয়া মীয়তে' বিচার, মেপে নেওয়া ধর্মই প্রবল। ভগবানের অঙ্গ নাই —যাঁদের বিচার, রহস্যসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তাঁ'রা অজ্ঞান ব'লেন। তাঁ'দের অজ্ঞতা-জন্য অসুবিধা আছে।

"যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ।।
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্।।
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ।।
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা।।
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষুচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহম্।।"

ভা ২।৯।৩১-৩৫

ভগবদ্বস্তু যাহা, ভগবানের ভাবসমূহ যাহা, ভগবানের রূপ যাহা, গুণসমূহ এবং বিক্রমসমূহ যাহা, সেই সমস্তই ভগবদনুগ্রহক্রমে প্রকৃতপ্রস্তাবে মুক্তজীবের অনুভবের

বিষয় হয়। কৃপার অযোগ্য ভগবদ্বিরোধী অবজ্ঞাপরায়ণ ব্যক্তি অবৈকুণ্ঠ-বস্তুতে, ভোগ্যভাবাদিতে, ভোগ্যরূপ, ভোগপরগুণ এবং জড় আনন্দপর বিক্রান্তিসমূহে অবস্থিত থাকায় অহঙ্কারবিমূঢ়তাহেতু মায়াবাদী হ'য়ে পড়েন।

কালের খণ্ডধর্মানুভূতির পূর্বে ভগবানের অধিষ্ঠান এবং পরেও তাঁহারই অধিষ্ঠান। জড়সত্তা ও জড়ভোগাতীত অনধিষ্ঠান হইতে তিনি পৃথক্ বস্তু হইয়াও ব্রহ্ম বা পরমাত্মা হইতে পৃথক নহেন।

ভগবদ্বস্তুর প্রতীতির অভাবে যাহা অনুভূত হয়, ভগবদ্বস্তু ব্যতীত যাহার অনুভূতিগত অস্তিত্ব নাই, পরমাত্মবস্তুতে যাহার অনুভূতি নাই তাহাই মায়া। মায়ার পরিচয় দ্বিবিধ--আলোকময়ী জীবমায়া ও অন্ধকারময়ী গুণমায়া। শক্তিমদ্বস্তু ও শক্তির বিচারে ভ্রান্তি নিরসনার্থ এই সংজ্ঞা।

অভিধেয়-বিচারে জিজ্ঞাসার উদয়। অতাত্ত্বিকের জানিবার চেষ্টা নাই। অন্বয় ও ব্যতিরেক ভাবদ্বয়দ্বারা সর্বদা সকল স্থানে সেই ভগবদ্বস্তুর শ্রবণাদি বিধেয়।

যেরূপ মহাভূতসকল উচ্চ-নীচ-প্রাণিসমূহে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টপ্রতিম হয়, সেইপ্রকার ভক্ত-হৃদয়ে নিত্য প্রবিষ্ট হইয়াও ভগবদধিষ্ঠানের স্বতন্ত্রতারক্ষণদ্বারা প্রেমভক্তির নিত্য প্রাপ্তির বিষয়ে অজ্ঞান ও বিজ্ঞান-ভেদে অনধিষ্ঠিত ও অধিষ্ঠিত এই উভয় পরিচয়-বৈশিষ্ট্য শ্রীভগবানের।

বাস্তবিক অভক্তগণ কখনই ভাগবত প'ড়তে পারে না। তা'রা ভুক্তি ও মুক্তিপিপাসু--কর্মী ও জ্ঞানী।

"ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ।।"

ভঃ রঃ সিন্ধু ১।২।১৫

কর্মীজ্ঞানীর বিচারে ভক্তির স্বরূপনির্ণয়ে ব্যাঘাত উপস্থিত হ'বে। প্রেয়ঃপন্থী মনোধর্ম-চালিত হ'য়ে এই ভাল, এই মন্দ' বিচারে ব্যস্ত। 'দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান সব মনোধর্ম।' জড়নির্বিশেষ, জড় সবিশেষ পরিত্যাগ ক'রে যুগপৎ চিন্নির্বিশেষ ও চিদ্‌বিশেষ বিচারই গ্রাহ্য; উহা অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচার।

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্।।
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে।।
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।

লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্ ।।
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপূরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোক-মোহ-ভয়াপহা ।।"

ভা ১।৭।৪-৭

(ভক্তিযোগপ্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সম্যগ্রূপে সমাহিত হইলে ব্যাসদেব কান্তি, অংশ ও স্বরূপশক্তি সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিতা মায়াকে দর্শন করিলেন। সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইলে জীব সত্ত্ব-রজস্তমোগুণত্রয়াত্মক জড়ের অতীত হইয়াও আপনাকে জড়দেহ ও মনোবুদ্ধিজ্ঞান করে। তাদৃশ ত্রিগুণাত্মক অভিমান হইতে জাত-কর্তৃত্বাদি-মূলে সংসার-বাসনা লাভ করে।)

শ্রীব্যাসদেব দেখিলেন যে, ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত বিষ্ণুতে অব্যবহিত ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলে সংসার-ভোগদুঃখ নিবৃত্ত হয়। এই সমুদয় দর্শন করিয়া সর্বজ্ঞ বেদব্যাস এবিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকের মঙ্গলের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত-নামক পারমহংসী সংহিতা রচনা করিলেন। এই পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোক-মোহ-ভয়-নাশিনী ভক্তির উদয় হয়।

সাত্বতসংহিতা ভাগবত না পড়া পর্যন্ত জীব আধ্যক্ষিক থাকে। ভাগবত—পারমহংসী সংহিতা পরমহংসগণ—পরমমুক্ত নিষ্কিঞ্চনগণ কি ব'লেছেন, তা' জান্‌তে হ'লে, আলোচনার ইচ্ছা থাক্‌লে দশমস্কন্ধ আলোচনা কর্‌তে হ'বে। দশমস্কন্ধ আলোচনার পরে একাদশস্কন্ধ না পড়লে অধঃপতন হ'বে। সেজন্য ভাগবত-শ্রবণই আমাদের একমাত্র কার্য, ভাগবতশ্রবণেই অন্যান্য চারটী অঙ্গ—সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, শ্রীমূর্ত্তির অঙ্ঘ্রিসেবা, মথুরাবাস হ'বে। মথুরা—জ্ঞানভূমিকা, পূর্ণজ্ঞানে বাস; অচেতন ভূমিকায় বাস না করার নাম মথুরাবাস। 'নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ' প্রভৃতি পঞ্চরাত্রের অঙ্ঘ্রিসেবার পদ্ধতি সমূহও ভাগবতে আছে।

চৈতন্যের চরণ আশ্রয় কর্‌লে 'আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে' বিচার উপলব্ধি হ'বে, তখন রসবোধ হ'বে। জড়রসবোধ থাক্‌লে চিদরসসমুদ্র ভগবান্‌কে বুঝা যায় না। নির্বিশেষ-বিচারে জড়রস ধ্বংস হয় মাত্র। তা' থেকে অব্যাহতি নিয়ে যা'তে আবার জড়রস প্রবল না হয়, তজ্জন্য চিদ্‌রসের আলোচনা দরকার। সেটী নামকীর্তন হ'তেই সম্ভব। নামই রসবিগ্রহ।

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। পূর্ণ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ।।" পঃ পূঃ বিঃ ধঃ

রসবিপর্যয়ে যে রসদর্শন, জড় অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে রস, কাব্যপ্রকাশ, ভরতমুনি প্রভৃতির যে বিচার উহা শুদ্ধ নহে। উজ্জ্বলনীলমণি, অলঙ্কারকৌস্তুভ প্রভৃতি পাঠে চিদ্রসের উপলব্ধি হয়। চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হ'লে সকল অমঙ্গল দূর হ'বে। জড় নায়ক-নায়িকার বিচার থেকে অবসর পেতে হ'বে। দুটীকে এক কর্‌তে হ'বে না। জড়ের সঙ্গে চিদ্রসের সাম্য বিচার যাঁরা করেন, তাঁরা অপরাধী। জড়কে চিদ্‌জ্ঞান ক'রে পরবর্তী সময়ে সিদ্ধ হ'য়ে যাব, এই ভ্রমাত্মক বিচার তারা করে। মায়াবাদীগণ 'সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ' শ্লোকের উদ্দিষ্ট ফল প্রাপ্ত হন মাত্র। ভগবান্ তাঁদের রসরহিত নীরস ব্রহ্মবিচার ধ্বংস ক'রে দেবেন। যেমন কংস, জরাসন্ধ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির অবস্থা।

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ তাঁর রসের উরুক্রমতা দেখালে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণবুদ্ধি মানুষের মস্তিষ্কে যে আধ্যক্ষিকতা, মহাজ্ঞানী মহাকর্মীর যে অহঙ্কার, সব ধুয়ে যাবে। চৈতন্যদেব ব'লেছেন—'যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।' ২৪ ঘন্টা ভগবানের আলোচনাকারীর নিকট ভাগবত শুন্‌তে হ'বে। বিপথগামী হ'লে নির্বিশেষবাদী, তা'র পরে জড়সবিশেষবাদী হ'তে হবে। পাব পাব ক'রে প্রত্যেক নির্বিশেষবাদীর শেষে সর্বনাশ--অধঃপতন হ'বে। সবই মায়াময় বল্‌তে বল্‌তে বৈকুণ্ঠকে পর্যন্ত মেপে নেওয়ার ইচ্ছায় শেষে তিনি ৩ এর মানে (Dimension এ) প্রবিষ্ট হ'য়ে জড়তা লাভ ক'রে বিষম ক্লেশের মধ্যে পড়বেন। ক্লেশঘ্নী ভক্তির আশ্রয় না কর্‌লে—ভক্ত ভাগবতের নিকট গ্রন্থভাগবত পাঠ শ্রবণ না ক'রলে সর্বনাশ। ভোগী ভাগবত পাঠ ক'রতে পারে না। তা'র মুখে ভগবান্ (ভগবন্নাম) আসতে পারেন না। পঞ্চোপাসকের বা অঘ, বক, পূতনার অনুগত জনগণ-মুখে ভাগবত শুনতে নাই। কৃষ্ণ আঠার রকম অসুরকে যে প্রকার গোকুলে ধ্বংস ক'রেছিলেন, তদ্রূপ এই সমস্ত অঘ-বক-পূতনার ভৃত্যবর্গের অনুসরণে কৃষ্ণকে বিনাশ ক'রবার চেষ্টারূপ যে পাষণ্ডমত, কৃষ্ণ তা' ধ্বংস করে দেবেন। অসুরদের অনুগমন বা তাদের বহুমানন কর্তব্য নয়, তা'দের অনুগ্রহ প্রার্থনীয় নহে। যে যে নামে দেবতা আছেন, তত্তন্নামে অসুরও আছেন। তা'রা মানুষকে ভ্রান্ত ক'রে চেতনধর্ম-রহিত ক'রে দেয়। সুতরাং ভগবদ্ভক্তের চরণরেণুই একমাত্র পরম প্রয়োজনীয় বস্তু।

(১৬)

ধ্যেয়ঃ সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং, তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম।
ভৃত্যার্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং, বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।।

(ভা ১১।৫।৩৩)

আমি সেই মহাপুরুষের চরণ বন্দনা করি, যিনি শিব-বিরিঞ্চি-নমস্কৃত অর্থাৎ মহাদেব-ব্রহ্মাদি যাঁহাকে সর্বদা প্রণাম করেন। তিনি জগদ্‌বরেণ্য, তাঁর আশ্রয় সকলেই আকাঙ্ক্ষা করেন। তিনি সংসারের মলিনতা সর্বতোভাবে দূর করতে পারেন। আমাদের যে প্রার্থনা হওয়া উচিত, তদনুসারে ফল দান করতে পারেন। তিনি ধ্যানযোগ্য। জড়পদার্থগুলি ভোগ্য, তাহারা ধ্যেয় নহে। "তুমিই তোমার সেবাকারী ব্যক্তির ক্লেশ মুক্ত করিয়া থাক। তুমিই প্রণত জনগণের পালনকর্তা। তোমার চরণ বন্দনা করি।" এই মহাপুরুষটি কে? শ্রীমদ্ ভাগবতের আদি-শ্লোকে ইঁহার ধ্যানোপদেশ পেয়ে থাকি,—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্ তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।

তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা, ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।।

সেই পরমেশ্বর বস্তু আমাদের ধ্যানের বিষয় হউন। বশ্য বস্তু-অধীন জগৎ ঈশ্বর ন'য়, কিন্তু পরমেশ্বরই ধ্যানের বিষয় , যে মহাপুরুষের কথা পরে ' মহাপুরুষের কথা পরে ' ধ্যেয়ঃ সদা' শ্লোকে ব'লেছেন। মহাপ্রভু ব'লেছেন—

" বেদশাস্ত্র কহে —সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।" ভাগবত নিগমশাস্ত্রের সর্বপ্রধান পুস্তক। উহাই বাস্তববস্তুর সন্ধান দিয়েছেন, যা'তে আমাদের মত লোক সেই ভগবদ্‌বস্তুর সেবা ক'রবার জন্য উৎসাহ-বিশিষ্ট হয়। আমরা সর্বদা সেবা-বিমুখ। সেব্যের দর্শনে সেবকের সেবোৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করে।

ভাগবতে ব্রজেন্দ্রনন্দনের কথা বলেছেন। বেদশাস্ত্র যে সম্বন্ধের কথা বলেছেন, সেই সম্বন্ধ নির্ণীত হয়েছে প্রথম শ্লোকে 'সত্যং পরং ধীমহি' বাক্যে। সেই পরম ও সত্যবস্তু আমাদের ধ্যানের বিষয় হউন। ভোগ্যজগৎ ধ্যান করতে করতে আমাদের বহু জন্ম কেটে গেছে। ভাগবতসেবক ব্যাসদেব বলেন,—

"ধীমহি" অর্থাৎ ধ্যায়েম—আমরা সকলে মিলে ধ্যান করি। ধ্যানের যোগ্যতা আমাদের আছে; কিন্তু যেকাল পর্যন্ত সেব্য পরমেশ্বর ব্যতীত ভোগ্যজগতের কোন ইতর বিষয়ের ধ্যান করি তৎকাল পর্যন্ত পরমেশ্বরের ধ্যান হয় না, ভোগ হয় মাত্র। যা' আমাদের অধীনবস্তু, যা'কে ভোগ বা ত্যাগ ক'রতে পারি তারই ধ্যান হয়ে যায়। 'আমাদের',—বহুবচনের পদ। আমরা অনেক, কিন্তু সেব্য এক। 'পরম' এক বচন। এক মাত্র বস্তু তিনি ধ্যেয়। আমরা সকলে ধ্যেয়-পদার্থের সেবা করি। ধ্যান সত্যযুগের ব্যাপার। যখন একপাদ ধর্মও হ্রাস হয় নাই, দ্বিপাদ বা ত্রিপাদ ধর্ম ত' নাশ হয়ই নাই,

তখন ধ্যাননিষ্ঠাই ছিল কিন্তু তা'তে ব্যাঘাত হ'য়েছে ভগবদ্‌বিস্মৃতি- হেতু।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।। ভা ১২।৩।৫২

সত্যের প্রারম্ভে ভক্তিপরের পরমেশ্বর বিষ্ণুর ধ্যানের সম্ভাবনা ছিল। তখন সর্ব্বকালভোগ্য ইতর বস্তু প্যেয় ছিল না ব'লে নারায়ণের ধ্যান সম্ভব হ'ত। কিন্তু পাপ প্রবেশ করায়—একপাদ ধর্ম্মের হানি হওয়ায় জীবের সত্যের ধ্যাননিষ্ঠা কিছু বিপন্ন হ'য়েছিল। তা'তে যজ্ঞের ব্যবস্থা। তখন কতকগুলি লোকের সৎকর্ম্মনিষ্ঠা প্রবল হ'য়েছিল। জীবের নিত্য-কৃত্য কর্মনিষ্ঠার মধ্যে যজ্ঞদ্বারা যজনকার্য হ'ত। একপাদ-ধর্ম্মক্ষয়ে ধ্যান ক'রতে হ'লে যজ্ঞসাহচর্যে পূর্ণতা লাভ ক'রত। পরবর্তীকালে দ্বাপরে পরিচর্যা—শ্রীমূর্তিসেবার বিচার প্রবর্তিত হ'য়েছিল। এই হস্তের দ্বারা অর্চার সেবা ক'রে সেবোনান্মুখতা প্রকাশ ক'রতে পারি। হস্তদ্বারা আহৃত উপকরণ দিয়ে পূজা ক'রতে পারি। অর্চা পঞ্চমস্তরে অবস্থিত ভগবৎ প্রকাশমূর্তি। যা' আমরা সম্মুখে দেখ্‌ছি (শ্রীমূর্তির দিকে লক্ষ্য করিয়া) ইনি অর্চা-অবতার। যেকালে অর্চনীয় বিচারে সচ্চিদানন্দবস্তুর নিকট উপস্থিত হই, তখন অসৎ, অচিৎ, নিরানন্দের কল্পনা সেই ভগবদ্‌-বস্তুতে আরোপ করি না। অর্চনের পূর্বে 'ভূতশুদ্ধি' ব'লে একটা ব্যাপার আছে, যা'তে ক'রে বর্তমান অর্চার অধিষ্ঠানটি সেবনোপযোগী ভাবে পরিণত হয়। উপচারগুলির প্রোক্ষণকার্য দরকার হয়। অর্চা ভগবানই কিন্তু পাঁচটী স্তর অতিক্রম ক'রলে সেই পরতত্ত্বের ধ্যান হয়। পরিচর্যাবিধানে পাঞ্চরাত্রিক অর্চনপদ্ধতি। সকল বস্তুর অভ্যন্তরে অন্তর্যামীসূত্রে ভগবদধিষ্ঠান। তিনি অপর ভাষায় পুরুষাবতার ব'লে কথিত।

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা, য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।

ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং, ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।। চৈঃ চঃ ১।১।৩

অর্চার উপাসনা সবসময়ে করতে পারি। সাক্ষাৎ-বিগ্রহ জ্ঞানে আলোচিত সেবা করার যোগ্যতা আমাদের সকলের আছে, কিন্তু অন্তর্যামীকে সব সময় চিত্ত ধারণা করতে সমর্থ হয় না। অর্চা প্রত্যক্ষের উপযোগী সেব্য-অর্চা ভোগ্য বা ত্যাজ্য বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত নয়, তাঁ'তে সেব্যবিচার থাকা দরকার। যেমন বিগ্রহ-সমক্ষে চেঁচিয়ে কথা ব'ললে, বিষয়কার্য ক'রলে, তাঁ'র সম্মুখে ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণ ক'রলে অপরাধ হয়, কোন বেয়াদবি চলে না। সেবাপরাধ ৩২ প্রকার বিচার্য হয়। যখন তাঁ'র

ধ্যান নানা প্রকারে বিপন্ন হ'য়েছিল, তখন অর্চনের বিধান হ'য়েছে। যদিও উপরিচর বসু সত্যযুগে শ্রীবিগ্রহের উপাসনা করতেন কিন্তু দ্বাপরেই উহা প্রসার লাভ ক'রেছে। অর্চনে ধ্যান বলে একটা ব্যাপার আছে; উহা অন্তর্যামী বৈভব ও ব্যূহ অতিক্রম ক'রে পরতত্ত্ব-জ্ঞানসহ সেবা। ভোগের চিন্তা না ক'রে সেব্যের চিন্তা ক'রলে ধ্যান সুষ্ঠু হওয়া সম্ভব। অর্চাকে পার্থিব ব্যাপারে গঠিত মনে ক'রলে ভোগ্যবিচার আসে। যখন ধর্মের ত্রিপাদ অধর্ম গ্রাস করে, তখন একমাত্র কীর্তনই গতি। উদরভরণজন্য অর্চার পূজায় ব্যস্ত থাকলে বিপথগামী না হই, এটা দেখা দরকার। দ্বাপরীয় অর্চন যখন নানাপ্রকার তর্কের দ্বারা অভিভূত হয়েছিল, তখন হরি-কীর্তনের ব্যবস্থা হ'য়েছে--'কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ'। হরিকীর্তনেই অর্চন হয়, তদ্দ্বারাই যজ্ঞ ও ধ্যানের সুষ্ঠুতা সম্পাদিত হয়। কলিতে ত্রিপাদধর্মের বিপর্যয়হেতু একমাত্র হরিকীর্তনেই অর্চন হয়, তদ্দ্বারাই যজ্ঞ ও ধ্যানের সুষ্ঠুতা সম্পাদিত হয়। কলিতে ত্রিপাদধর্মের বিপর্যয়হেতু একমাত্র হরিকীর্তনেরই ব্যবস্থা। তৎপ্রভাবে সবই হয়, ধ্যাননিষ্ঠাও লাভ হয়।

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ। কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ।। ভা ১২।৩।৫১

আমরা কীর্তন ক'রতে ক'রতে সেই পরমেশ্বরের নিকট উপস্থিত হ'তে পারি। ধ্যাননিষ্ঠা যজননিষ্ঠা, অর্চননিষ্ঠা—সবই কীর্তনে হয়। 'কলি'-অর্থ-বিবাদ। যে কোন কথা বলা যায়, তাঁ'র প্রতিবাদ যোগ্যতা আছে। একপক্ষ অপরপক্ষকে আক্রমণ ক'রবে। কলি দোষসমূদ্র। তা'র বহু দোষ থাকলেও একটি মহাগুণ আছে, যা' সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে ছিলনা। অত্যন্ত অযোগ্য ব'লে দুর্বলের জন্য যে ঔষধি, সেটি এমন তীব্র-শক্তিসম্পন্ন যে, ঐ তিনপাদ ধর্মের অযোগ্যতা পর্যন্ত বিনষ্ট ক'রে ফল প্রদান ক'রতে সমর্থ হয়। কৃষ্ণলীলা দ্বাপরান্তে গুপ্ত হ'য়েছিল। কৃষ্ণকীর্তন সকল লোকেই জানতে পেরেছিল। যেমন কালকের সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত, আজকের সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত লক্ষ্য ক'রলে খুবই টাট্‌কা মনে হয়, সেরূপ দ্বাপরের শেষে কলির প্রবৃত্তিতে কৃষ্ণ নিত্যপ্রকটলীলা সঙ্গোপন ক'রে বর্তমানে কীর্তন-মুখেই বিশ্বে অবস্থান ক'রছেন। অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে কৃষ্ণপ্রাকট্য-কালে কৃষ্ণের নিত্যগুণ, লীলা, পরিকর, রূপ ও নাম এই গুলি সৌভাগ্যবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের চেতনের দর্শনে দেখবার সুবিধা হ'য়েছিল। কলিপ্রবৃত্ত হওয়ার পরে কৃষ্ণের কীর্তনদ্বারাই কর্ম বা জ্ঞান -প্রবৃত্তিরূপ সমস্ত অমঙ্গল হ'তে অনায়াসে মুক্ত হ'য়ে' নিত্য রূপ, গুণ লীলা, পরিকরাদির দর্শন-সৌভাগ্য ঘটে।

আমরা জড়জগতে ' মেপে নেওয়া' ধর্মে আষ্টেপিষ্টে বাঁধা প'ড়েছি। কৃষ্ণকীর্তনে

সব বাঁধন কেটে যাবে। কীর্তন হ'লে দর্শন-শ্রবণের যোগ্যতা হয়। নির্মাল্যঘ্রাণে কি সৌগন্ধ আছে, তা' কৃষ্ণকীর্তনে বুঝিতে পারি। যেমন সনকাদি ভগবানের গুণে মুগ্ধ হ'য়ে ভগবৎসুরভির গ্রহণ-যোগ্যতা পেয়েছিলেন। কীর্তনের দ্বারা সবই সম্ভব।

"প্রোন্মীলদামোদয়া"—'আমোদ'-শব্দে সুগন্ধ, সুরভি। কীর্তনের দ্বারা সেই সুরভি লাভ হয়, ভোগের উপকরণ এসেন্স আতরাদি শোঁকার দুর্বুদ্ধি নষ্ট হয়। তৎপ্রভাবে মুক্তসঙ্গ হ'য়ে সেই পরম পুরুষের নিকটে যাওয়া যায় অর্থাৎ কৃষ্ণ- সেবোন্মুখতা লাভ হয়।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।। ভঃ রঃ সিঃ

সেবোন্মুখচিত্তে কীর্তন প্রভাবে স্বয়ংরূপ আপনা হ'তেই দেখা দেন। কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই অনুভূতি হয়।

"সত্যং পরং ধীমহি" আমরা পরমেশ্বর বস্তুকে যোগ্য হ'য়ে সকলে ধ্যান করি। সেই বস্তুটি কি? সত্য, বাস্তববস্তু বেদ্য পরমেশ্বর। পরমেশ্বরের মুখ্যপ্রকাশ সৎ;- শব্দে নিত্য বর্তমান থাকা। জড়জগতের পদার্থ ভোক্তার নিকট কিছুদিনের জন্য উপস্থিত হয়, পরে থাকে না। সুতরাং তাহার অধিষ্ঠান তাৎকালিক, উহা সত্যাভাস। এই সত্য অপরসত্যের আগমনে বিজিত হ'বার যোগ্য—নিজাধিষ্ঠান রাখতে সমর্থ হয় না। পরমেশ্বরে অবিচলিত অচল ধ্রুব সত্য, ইহা অন্য বস্তুদ্বারা আবৃত হ'বার যোগ্য নয়। সেটি ধ্যেয়বস্তুর মুখ্যলক্ষণ। এই সত্য জগতের মলিনহৃদয় জীবের নিকট নানাপ্রকারে প্রতিভাত; অনেক প্রকার আবরণে বদ্ধজীবহৃদয় আবৃত।

'ধাম্না স্বেন'—'ধাম' অর্থ কিরণ 'আলোক' আশ্রয়। বাস্তবসত্যের যে ধাম তা'র দ্বারা বদ্ধজীবের ভোগাকাঙ্ক্ষা কপটতা নিরস্ত হ'য়েছে। 'কুহক'-শব্দের অর্থ আবরণ, ছলনা। আপাতদর্শনে যে ব্যাপার সেই জিনিষটি তা নয়। নিরাস ক'রবে কার দ্বারা?- —স্বেন ধাম্না। সত্য হ'তে কুহক নিরস্ত না হ'বার যে অবস্থা অর্থাৎ ধর্মার্থকামমোক্ষপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তাৎকালিক সত্যগ্রহণের যে পিপাসা, সেটুকুমাত্র নয়। 'সদা—নিত্যকাল সত্য। খণ্ডকালে 'সদা' হ'তে পারে না, ঝাঁকিদর্শনের ন্যায় ব্যাপার নয়, সর্বদা ধর্মার্থ কামমোক্ষ- চালিত হ'য়ে পরমেশ্বরের অনুশীলনের নামে সত্য ব'লে যে অবান্তর ব্যাপার আছে, তা' নয়।

পরমেশ্বর--নিরস্তকুহক সত্য, সর্বদা সৎমণ্ডিত, নিত্য বর্তমান। সচ্চিদানন্দবিচাররহিত হ'য়ে যে গুণান্তর্গত ভোগ্যবস্তুবিশেষের অনুসন্ধান, সেটি ভোগ্যজ্ঞানেরই অন্যতম। প্রাকৃত সহজিয়াগণ নিজেকে কিশোরীজ্ঞানে যে ভোগ্য

কিশোরের ভজন করেন, নিজ জড়ভোগ্যানন্দানুভূতিকে প্রবল রেখে কৃষ্ণানন্দানুভূতিতে বাধা দেন তাহা ভজন নয় অর্থাৎ গোপীর নিত্য আনুগত্য ছাড়া যে ভজন তা' কুহকাবৃত। ভাগবতে ভগবানই বেদ্য। শ্রীচৈতন্যদেবের উদ্দিষ্ট ভগবানের বিচার হ'তে পৃথক্ হয়ে মলিনহৃদয়ে যে কৃষ্ণ আবির্ভাবের কথা বলি, সেটা দোষযুক্ত, তা 'ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যম্' হয় না। কেউ যদি বলেন, সেই বস্তু নির্বিশেষ 'ব্রহ্ম'-শব্দবাচ্য বা 'পরমাত্মা'-শব্দবাচ্য হউন, তা হ'লে 'ভগবান্'—শব্দে চতুর্বর্গ চেষ্টাজন্য বিরোধ উপস্থিত হয়। তজ্জন্য ভাগবতে সেই কপটতার আবরণ উন্মুক্ত ক'রে দিয়াছেন। ' মেপে নেওয়া' ধর্ম্মে আচ্ছন্ন থেকে বস্তুসম্বন্ধে যে পৃথক কল্পনা, তা' হ'তে অবসর পাওয়া দরকার। কুহকের একটু বিশেষ ব্যাখ্যা করেছেন—' তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ'। ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম প্রভৃতিতে একের বদলে অপর দর্শন, উহা ভ্রান্তিপূর্ণ বা বিবর্তদর্শন। যেমন মায়ামরীচিকায় জল-ভ্রান্তি, নিকটে গিয়া দেখি জল নাই। আপাত দর্শনে যে ভ্রান্তি, এককে অপর জ্ঞান, একের স্থানে অপর ভ্রান্তি, আকাশ দেখে সমুদ্রভ্রান্তি, তেজে বারিভ্রান্তি ইত্যাদি, এটা বিবর্ত। তেজ,বারির বদলে যে অন্য ধারণা তাতে কুহক উপস্থিত।

'মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ'—যাতে সূরিসকল মূঢ়তা লাভ করেন; সূরিতে আত্মম্ভরিতা আছে। মূঢ় হওয়ার যন্ত্র—"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈ কর্ম্মাণি সর্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।।" (গীতা ৩।২৭৬)

'আমি বেশী বুঝদার এটা যে বলে, সে ততটা ভুল বুঝেছে। এইটা মূঢ় হওয়ার সহজ রাস্তা--Foolishness made easy.

"নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ। যো নস্তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ।।" (কেনোপনিষৎ)

যিনি বলেন, 'আমি জেনেছি, আমি পাকাবোষ্টম্ হ'য়েছি', তিনি হরিভক্তির রাস্তায়ই চলেন নাই। আমাদের ভ্রান্তি পদে পদে হয়, কুহকদ্বারা আবৃত হওয়ায় সত্যের উদ্ঘাটন সম্ভব হয় না, যেকাল পর্যন্ত না তাঁর আলোকে আলোকিত হই। যেমন চক্ষু থাকলেও আলোর অভাবে অন্ধকারে হাতড়ান হ'য়ে যায়।

'যত্র ত্রিসর্গো মৃষা'--এইসকল ক্ষণভঙ্গুর সসীম বস্তুর স্থান ভগবদ্বস্তুতে নাই, মায়াতে আরাধ্যের স্থান নাই। যেমন—

"ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ।।" (ভা ২।৯।৩৬)

ভগবানে মায়া দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। তিনি বৈকুণ্ঠবস্তু। ভগবত্তার দর্শন ব্যতীতও

মায়িক দর্শনের সম্ভাবনা নাই। মায়াতে ভগবান্ নাই। পূজ্য ও ভোগ্য-বোধ পৃথক্। মায়া-নির্মিত ব্যাপারে জগৎকে ভোগ্য শ্রেণীর মনে করি, যেমন নাসাতে ঘ্রাণ গ্রহণ কর্‌ছি, কানে শব্দ শুন্‌ছি—শুনবার মালিক আমরা, ইচ্ছা কর্‌লে নাও শুন্‌তে পারি। ভোগীদিগের ভোগ্য পদার্থ-জ্ঞানে অনেক অসুবিধা আসে। Running যাঁতে—পরমসত্যে ত্রিসর্গ অর্থাৎ রজস্তমঃসত্ত্বগুণ—জন্মস্থিতিভঙ্গ প্রভৃতি স্থান পায় না। গুণান্তর্গত রাজ্যে ত্রিগুণাতীত ভগবানের অধিষ্ঠান নাই।

'অমৃষা' বিচার কর্‌লে স্বরূপশক্তি, বহিরঙ্গা শক্তি ও তটস্থা শক্তি এই শক্তিত্রয় যাতে পরমশক্তিরূপে অবস্থিত। অচিৎ-শক্তি হ'তে জগৎ—যা' বদ্ধজীবের ভোগ্যভূমিকা। আমাদের এখানকার বদ্ধাবস্থায় চেষ্টা—যা'তে কষ্ট কমে, তাহাই সুখ। অর্থাৎ সুখই এখানকার নৈসর্গিক ব্যাপার। ভগবানে অনিত্য বিরোধী সত্ত্বাদিগুণের অধিষ্ঠান নাই, শক্তিত্রয় নিত্য বর্তমান আছে। শক্তি-শক্তিমানের অভেদহেতু বস্তু;র একত্ব। বিভিন্ন আংশিক প্রকাশদর্শনের যোগ্যতা আমাদের আছে। শক্তিগত পরিচয়ে একায়নে অবস্থিত না হ'য়ে সাংখ্যায়নধর্মে অবস্থিত হতেপারি। এক যেখানে সেখানে সংখ্যাগত বহুত্ব নাই। যেখানে একল, সেখানে সংখ্যাগত ভাবের সমাবেশ নাই। 'সাংখ্যায়ন' বল্‌তে নিরীশ্বর সাংখ্য, চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অন্তর্গত কথা বল্‌ছি না। পরজগতে—ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত জগতে সংখ্যাগত বিচিত্রতা আছে, কেবল নির্বিশেষভাবই যে তথায় নিত্য বিরাজমান, এরূপ নহে Analytic বিচার –Unity হইতে Diversity বিচার বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত বা একায়ন নামে প্রসিদ্ধ। সাংখ্যায়নীয় বিচিত্রতাসমূহের সমষ্টি উদ্দেশ্যে অভিযান শুদ্ধদ্বৈতবাদ বা চিন্ময়ভেদ-সিদ্ধান্ত একতাৎপর্যপর।

গুণাতীত জগৎ, যাহা—ত্রিগুণাতীত, তাহা মায়িক জগৎ নহে, পরস্পর বৈষম্য – সমতার অভাব আছে।

ত্রিসর্গের আর একটি ব্যাখ্যা— গোকুল, মথুরা, দ্বারকা—ব্রজেন্দ্রনন্দনের তিনটি স্থান। হরি দ্বারকায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর, গোকুলে পূর্ণতম। পূর্ণতমতা পূর্ণবিকসিত হৃদয়ে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। অখিলরসপূর্ণতমতা গোকুলে। মথুরামণ্ডল জ্ঞানভূমিকায় রসবিচারে 'তর' সংজ্ঞা।

(১৭)

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরো স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্

গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।

মৃত্যুর্ভোজপতে-র্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগীনাং। বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ।। (ভাঃ ১০।৪৩।১৭)

(শ্রীকৃষ্ণ মল্লগণের নিকটে বজ্র, নরগণের নিকটে নরোত্তম, কামিনীগণের নিকটে মূর্তিমান কন্দর্প, গোপগণের নিকটে বান্ধব, দুষ্টরাজগণের নিকটে শাসনকর্তা, জনক-জননীর নিকটে শিশু, কংসের নিকটে মৃত্যু, অজ্ঞগণের নিকটে বিরাট্ পুরুষ, যোগীগণের নিকটে পরমতত্ত্ব এবং বৃষ্ণিগণের নিকটে পরম-দেবতারূপে প্রতীত হইয়া (কংসের) রঙ্গভূ মিতে প্রবশে করিলেন। (এস্থলে যোগীগণের শান্ত, বৃষ্ণিগণের দাস্য,জনকাদিব্যতীত গোপগণের সখ্য ও হাস্য জনক-জননীর বাৎসল্য ও করুণ, জনন্যাদিব্যতিরিক্তি কামিনীগণের মধুর, মথুরার দ্বেষরহিত নরগণের অদ্ভুত, মল্লগণের বীর ও রৌদ্র, কংসের ভয়ানক এবং কংসপুরোহিতাদি অপরাধী অজ্ঞগণের বীভৎস-রস দৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং, এই শ্লোকটীতে পঞ্চ মুখ্য ও সপ্ত গৌণ রস প্রকাশিত হইয়াছে। তবে শ্রীকৃষ্ণের শত্রুদের রসাভাস মাত্র, প্রকৃত রস নহে।)।

এখানে দু'টি মূর্তি-স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশ—দ্বারকায় চতুর্ব্যূহবিচারে পূর্ণতা হ'য়েছে। চা'রটি Quadrant (বৃত্তপাদ) মিলে পূর্ণতা হ'য়েছে। মথুরায় প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ উপস্থিত নাই। গোকুলে স্বয়ংরূপ। বাসুদেবের প্রকাশ সঙ্কর্ষণ। বিস্তৃতি—বিভুত্ব-বর্ণনে প্রকাশ। তত্ত্বপ্রকাশলক্ষণে বলদেব প্রভুর পাদপদ্ম পর্যন্ত আমরা পৌছাতে পারি। তাঁ হ'তে চতুর্ব্যহ। মহাবৈকুণ্ঠ বা মূলবৈকুণ্ঠে ইহা লক্ষ্য করি। যখন কারণ, গর্ভ, ক্ষীরবারিতেও নিজ নিজ প্রকাশ হননি, তখন চতুর্ব্যূহ অবস্থিত। মথুরা জ্ঞানময়ী ভূমিকা। দ্বারকা চতুর্ব্যহের লীলার স্থান, কিন্তু দ্বিভুজবিচারযুক্ত। চতুর্ভুজবিগ্রহ-ধাম পরব্যোম অপেক্ষা দ্বিভুজ বিগ্রহধাম দ্বারকার শ্রেষ্ঠত্ব। পরব্যোমে চারহাত, এখানে (দ্বারকায়) দু হাত। এটি (দ্বারকা) ভগবানের (কৃষ্ণের) নিজ স্থানের মধ্যে তিনটি প্রকোষ্ঠের অন্যতম। গোকুলে রসবিকাশের পূর্ণতমতা অখিলরসামৃতমূর্তির পূর্ণলীলার প্রাকট্য। এখানে হাস্য-অদ্ভুত-বীর করুণাদি সাতটি গৌণরস পাঁচটি স্থায়ীভাবকে (মুখ্যরসকে) সমৃদ্ধ কর'বার জন্য আছে। যদিও মথুরায় রৌদ্রাদি গৌণরস, বৃন্দাবনাদির মধুর রসের কথা এখানে নাই, তথাপি মথুরা শুষ্ক জ্ঞানভূমিকা নয়। স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু এসেছেন। ভোগের শুভ ethical principle (জড় নীতির মূল) জবাই রজকবধে। তিনি এত অপূর্ণ বস্তু নন, যাঁতে নীতির চাপ (ethical restriction) চাপিয়ে দেওয়া যাবে। দ্বারকা, মথুরা, গোকুল—এই ত্রিসর্গে যিনি নিত্যকাল অবস্থিত, সেই বাস্তববস্তু ভাবত্রয়ের পরমেশ্বর বেদ্য। মানবকল্পিত জড়ের প্রভুজ্ঞানে উপনিষদ প'ড়তে গিয়ে যে ভুল করি—ব্রহ্ম পরমাত্মা-বিচারে যে ভুল করি, কিম্বা দ্বিতীয় পুরুষাবতার

"সহস্রশীর্ষঃ পুরুষ; সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ" মন্ত্রে যে আংশিক সমষ্টি বিষ্ণুর পূজার জন্য দৌড়াই, তিনি অর্থাৎ (অর্থাৎ স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীবলদেব) তাহা মাত্র নন। অবিনষ্ট ত্রিপুটি প্রবলকালে যে দুর্গতি হয়, সেটুকুমাত্র ন'ন। পরমেশ্বরের কথা ব'লছি; তিনি ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। যথা ব্রহ্মসংহিতায় (৫।১)—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম।।"

অসম্যক্ আংশিক-ধারণা-লব্ধ ব্রহ্ম-পরমাত্মার, সকল অবতারের এবং সকল কারণেরও কারণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ। চিৎসবিশেষ সচ্চিদানন্দ আকারের অবিনাশিনী আকৃতি যিনি সর্বক্ষণ রক্ষা করেন, দ্বাদশটি রস যাঁর সেবায় নিযুক্ত, তাঁর নিকট হ'তে সেই সকল রসের বিন্দু বিন্দু এজগতে ছুটে প'ড়েছে। তিনি পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, বিশেষরূপে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী এই শক্তিত্রয়কে গ্রহণ ক'রেছেন। 'ত্রিসর্গ'-শব্দে এই শক্তিত্রয়ের কথাও কেহ ব্যাখ্যা ক'রে থাকেন। তিনি সত্যব্রত, ত্রিসত্য। সেই সত্য বস্তুকে এবং নশ্বর জগৎসৃষ্টিকারিণী বহিরঙ্গা শক্তি যাঁ'র, তাঁকে আমরা ধ্যান করি। সেই বস্তুর একটা Secondary emanation(গৌণ নির্গমন) হতে এই ক্ষুদ্র জগৎ (Universe) রচিত হ'য়েছে। তিনের আয়তনিক বিচারে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ আছে। চারের আয়তনের অবকাশ-মধ্যে ঘন (cube) গুলো আছে—ঘনাভ্যন্তরে বর্গজাতীয় দীর্ঘত্ব ও প্রস্থত্ব আছে। একের আয়তনে রেখাতল (Linear Surface), সবই এতে আছে। এতে আবদ্ধ থাক্‌লে বদ্ধভূমিকার অনুমোদন ও প্রতিষেধক নিয়ে ব্যস্ত থাক্‌তে হয়। তিনের আয়তন দেখান'র জন্য ব্রহ্মাণ্ড; অণ্ডাভ্যন্তরের পদার্থ—বাহিরের নয়, 'বৃহত্বাদ্ বৃংহনত্বাৎ' যে ব্রহ্ম, তাঁর প্রকাশবিগ্রহ বিধাতারূপে যে ব্রহ্মা, তাঁর অণ্ড। প্রাগ্‌বৈদিকযুগে যখন নারায়ণের একলত্ব, তখন এই সব তিনের dimension (মান) এত রাজ্যের কথার বড়াই করবার ছিলনা, এ জন্য সে কথাকে বেশী বড় ব'লতে প্রস্তুত নই। "অস্য বিশ্বস্য জন্মাদি যতঃ"—এই যে দৃশ্যমান বিশ্ব, যা' ইন্দ্রিয়জ্ঞান গ্রাহ্য, আমাদের ভোগ-ভূমিকা, এর জন্মাদি যাঁর প্রকৃতি—শক্তি হ'তে। অহঙ্কার ছেড়ে ভক্তিমান্ হ'লে জানতে পারবো, সেই নিত্যবস্তুর অচিৎ শক্তি মায়াদ্বারা এ জগৎ সৃষ্ট হ'য়েছে। এখানে প্রত্যেকস্থানে গুণের Nerves (শিরাসকল) দেখতে পাই। গুণজাত জগতের কথা বর্ণন ক'রতে গিয়ে ব'লেছেন—গৌণ Secondary, eclipsed manifestation.এইটুকু অস্তিত্ব মাত্র বিচার ক'রলে ঈশ্বরশক্তিকে ছোট ক'রে দেওয়া হয়। জগৎটা কারাগার reformatory of imperfection ।ভক্তি—ভ্রান্ত বদ্ধজীবকে বিষম সন্দেহগর্তে পরীক্ষা জন্য প্রভু সাজিয়ে ' তোমার ভাগ্য ব'লে এই কারাগারে ভোগের ব্যাপারে

আবদ্ধ রেখেছে। অন্য বাজে জিনিষদ্বারা বাধা-প্রাপ্ত হ'চ্ছে যে নিত্য সেবকের সেবা-ব্যাপারটি, তা'র কথা সম্বন্ধজ্ঞানের সময়ে বলা হ'চ্ছে। শক্তিবিকার হ'তে জগৎ উৎপন্ন। বিশ্বের cosmology (উদ্ভব) কিরূপে হ'য়েছে? Abraham begets (এব্রাহাম বিশ্বের জন্ম দিতেছে) ইত্যাদি ধরণের কথা নয়। 'অন্বয়াদিতরতঃ'। Manifestive phase--লীলাবিচিত্রতাপূর্ণ নিত্য জগৎ এখানে আবৃত (eclipsed) হ'য়েছে, তা'তে প্রকৃত দর্শনে বাধা (imperfection) এসেছে। এটা ছায়া জগৎ; যার ছায়া, সেখানে যাওয়া দরকার। ছায়াকে বস্তু জ্ঞান কর'লে অবস্তুতে 'বস্তু' ভ্রম হয়। বাস্তব জগৎ— গোলোক- বৃন্দাবন; সেখানে বিষয়--এক, আশ্রয় বহু। তিনি--সেব্য, অসংখ্য জীব--সেবক। একমাত্র সেব্যের সেবা ব্যতীত সেখানে অন্য ধর্ম নাই। কুকুরের সেবা ক'রে ভাঙ্গী, ঘোড়ার সেবা ক'রে সহিস, ঘোড়ার গরুর চিকিৎসা ক'রে Veterinary surgeon (পশু-চিকিৎসক) হওয়া বা altruistic enterprise পরার্থিতা ক'রে মানুষের সেবা ক'রতে গিয়ে ভগবদ্‌বিস্মৃতি। আবার পীত বা কৃষ্ণ চামড়া হ'লে পরার্থিতার অন্য রকম ব্যবস্থা, সেটা বদ্ধ অবস্থার দাস্য, নিত্য সেবা নয়। বাড়ীর মধ্যে, গ্রামের জাতিবিশেষর মধ্যে, কালবিশেষের মধ্যে পরার্থিতায় (altruistic idea তে) আমাদের অনেক সময় কেটে যায়। ক্ষুদ্র বস্তুর উপাসনা ক'রতে গিয়ে তাতেই মস্‌গুল বা নেশাখোর হ'য়ে যাই,তামাক-মদ্য-সুপারী প্রভৃতির খপ্পরে পড়তে হয়। জগতের অভাবগ্রস্ত সব জিনিষই আমাদের আক্রমণ করে। সিংহ ব্যাঘ্র আমাদের মাংস খেতে ব্যস্ত হয়, কামক্রোধাদি রিপুষট্‌ক বিষয় হ'য়ে আমাদিগকে আক্রমণ করে, রূপ চোখকে টেনে নেয়, সুগীত কামকে টানছে, কেউ প্রশংসা করলে তার সেবা করতে দৌড়াই। আত্মার নিত্যবৃত্তি সেবা সে-রকমের জিনিষ নয়। তাহা পূর্ণের সেবা, ভোগ্য ভগ্নাংশের নয়। পূর্ণ রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্যের সেবা ক'রলে জানতে পারি —পূর্ণ জগতের ছায়া এখানে প'ড়েছে। ছায়ার পেছনে ছুট্‌লে সুবিধা নাই। উহা আলেয়ার (phantasmagoria ন্যায়। গীতা (৭।১৪) ব'লেছেন—

" দেবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যায়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।"

মেপে নেওয়া ধর্ম থেকে ছুটি পাব কখন? না, ভগবানের আরাধনা করতে শিখ্‌লে। মায়ার প্রভু হওয়ার জন্য ব্যস্ত না হ'য়ে—' মেপে নেওয়া' ধর্ম থেকে ত্রাণ পেয়ে ভগবান্‌কে ভজন ক'রলে দুর্ভোগ সুখভোগ হ'তে অবসর লাভ ঘটে। জড়ভোগময় ইন্দ্রিয়জ ধর্মে মেপে নেওয়া বিচার, যেমন জাহাজে চড়ার সময় তিন বাম, তিন হাত

প্রভৃতি মাপ করা। আমরা কার কত ইঞ্চি চিত্তের উদারতা, কতটা রজস্তমঃ প্রভৃতি, সর্বক্ষণ মাপছি, এতে যতদিন ব্যস্ত থাকবো, ততদিন জগদ্দর্শন। যখন ভাগবত পড়ি, তখন এটাকে কেন গৌণ ব'লেছে, তার অনুসন্ধান করি এবং পরমেশ্বর কেন সত্য প্রভৃতি বিচার বুঝ্‌তে পারি। সত্ত্বাদি ত্রিসর্গ অসত্য বিশ্ব--পরিবর্তনশীল---বিকারযোগ্য; সচ্চিদানন্দই স্থায়ী। যখন মেপে নিতে যাই, তখন বিশ্বদর্শন; ইহা ভগবানের গৌণভাবে সৃষ্ট ব্যাপার। যখন মাপ দিতে যাই, তখন তিনি আকর্ষণ করেন, তবেই আকর্ষককে কৃষ্ণ জানব, তিনি ভবানীভর্তামাত্র ন'ন অর্থাৎ তিনি ভবনীরচিত জগতের নিয়ামকমাত্র ন'ন,—

"কর্মাণং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্। বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টাবৎ।।" ভা ১১।১৯।১৮

কর্মদ্বারা রচিত জগৎসকল--পাতাল হ'তে ব্রহ্মালোক পর্যন্ত সবই পরিণামযুক্ত। চতুর্দ্দশভুবন মুক্ত জীবের কোন সুবিধা দিতে পারে না। যেখানে গুণত্রয়ের সাম্যবাদ--বিরজা, সেখানেও কোনও সেব্যবস্তু প্রাপ্তিজনিত সুবিধা পাই না, সেখানে ভোগসমাপ্তি মাত্র। নির্বিশেষধাম ব্রহ্মালোকে Tabula সেখানেও উপাস্য অধোক্ষজ উরুক্রম নাই। পরব্যোমে সেব্যবস্তু পেয়ে থাকি, সেখানে নাভি থেকে মাথা পর্যন্ত উত্তমাঙ্গদ্বারা পূজ্যবুদ্ধিতে সেবা, নিম্নাঙ্গগুলো নিজ অকিঞ্চিৎকর কার্যে রেখে পূজ্যবুদ্ধিতে সেবা হ'য়ে থাকে। 'অর্দ্ধকুক্কুটী পরমেশ্বর এরূপ জড়তী' ন্যায়ের মত বা বিশিষ্টাদ্বৈত বিচারকের সেব্য মাত্র ন'ন। যেখানে বিশ্রম্ভ বিচারে বাৎসল্য-মধুরাধি-ভাবে সেবা নাই, সেখানে প্রবিষ্ট হ'তে গেলে অতি নিম্নস্তরের আংশিক হরিভক্তি গ্রহণ করা হ'ল মাত্র।

"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্। বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা ন্যান্যত্তত্তোষকারণম্।।" (বিষ্ণুপুরাণ)

এসব অতি নিম্নস্তরের বিচার। শ্রীনাথ, শ্রীজানকীনাথ, শ্রীগোপীনাথের বিচার যখন ক্রমে ক্রমে জানতে পারবো, 'অন্বয়াদিতরতঃ' বিচার যে পরিমাণে বুঝতে পারবো, সেই পরিমাণে positivism —বাস্তবতা আসবে, মনের মলিনতা দূর হ'বে। বাস্তব সত্যের বিচার গ্রহণ করবার যোগ্যতা হ'লে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি— দ্বাদশ রসের পূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন আশ্রয় কৃষ্ণচন্দ্রকে সেব্যবস্তু ব'লে জানতে পারবো।

(১৮)

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞ স্বরাট্

তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।।"

আমরা সেই পরমেশ্বর বস্তুর ধ্যান করি, যিনি বাস্তব সত্য যিনি স্বীয় ধাম—কিরণ-দ্বারা সর্বদা বদ্ধজীবের বাসনাকুহকসমূহ নিরাস করেন। সেই পরমসত্য পরমেশ্বরকে আমরা সকলে ধ্যান করি—একথা যিনি ব'লেছেন, তিনি সম্প্রদায়-প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসদেব। সকল অনুগমগুলীর সহিত তিনি ধ্যান কর'তে প্রস্তুত হ'য়েছেন, একা ন'ন। 'ধ্যেয়' বস্তুটিতে উদ্দিষ্টপদার্থের বহুত্ব নাই, একবস্তুই উদ্দিষ্ট হ'য়েছেন, ধ্যানকারী বহু। সকলপ্রকার আবরণ নিরাকৃত হ'লে সর্বদা ধ্যানের সম্ভাবনা হয়। 'ধ্যান'-শব্দে সবশুদ্ধ কোন একটী ক্ষণভঙ্গুর সীমাবিশিষ্ট বস্তুর ধ্যান নয়, পরমেশ্বরের ধ্যান। পরমেশ্বরের ধ্যান আর তাঁর অধীন বশ্যবস্তুর ধ্যানে ভেদ আছে। বৈকুণ্ঠবস্তুর ধ্যান সীমাবিশিষ্ট বস্তুর ধ্যানের ন্যায় নয়; এগুলি ভোগ্য, আর তিনি সেব্য-পদার্থ। সর্বেন্দ্রিয়দ্বারা পূর্ণভাবে সেবা করার বিচার ধ্যানে আছে। ধ্যাননিষ্ঠা আনুষঙ্গিক ব্যাপারে বহির্জগতের অধিষ্ঠানের সঙ্গে মিলিত হ'লে উহা বিপর্যস্ত হয়। ধ্যান পূর্ণবস্তুর হওয়া দরকার। যেখানে ধ্যেয়বস্তুর অপূর্ণতা আছে, সেখানে ধ্যানেরও অপূর্ণতা। সেইটাকে পূরণ করার জন্য যজ্ঞ ও অর্চন-বিধি। কিন্তু কীর্তনমুখে ধ্যানের পরিপূর্ণতা হ'য়ে থাকে। সেই ধ্যেয়বস্তু কেবল বিচিত্রতা-পূর্ণ—জগৎটুকু মাত্র নয়। জগৎটা নশ্বর, আর বৈকুণ্ঠ নিত্য—নিরস্তকুহক সত্যবস্তু। ধর্মার্থকামমোক্ষধিক্কারী ধাম প্রকাশিত না হ'লে ধ্যানের পূর্ণতা হয় না, আংশিক স্মৃতি মাত্র উদিত হয়। ধ্যেয়বস্তুটি—পরমেশ্বর। 'পরমেশ্বর' বলতে গেলে শক্তিপরিণত ত্রিগুণান্তর্গত ভোগ্য জগৎ বা জগতের প্রভুমাত্র জ্ঞানটীতে আবদ্ধ থাকা ঠিক নয়। তা' হ'লে জগন্নাথবস্তু পরমেশ্বর হ'তে পৃথক্ হ'য়ে যান। জীবের মলিন ধারণায় যে জ্ঞান, তা' অপূর্ণধর্মযুক্ত। সেজন্য সম্বন্ধজ্ঞান-বিচারে জন্ম-স্থিতি ভঙ্গব্যাপার যা হ'তে অন্বয় ও ব্যতিরেকক্রমে গৃহীত হয়, কেবলমাত্র সেই শক্তির পরিচয়টুকু নয়; ইহা গৌণী শক্তি। যেখানে চেতন-জগতের প্রাকট্য, নিত্যত্ব, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, সেই আনন্দরসধাম—বিচিত্রতা-যুক্ত লীলাময়ের স্বভক্তিশোভা যিনি বিতরণ ক'রেছেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব আমাদের হৃদ্দেশ অধিকার ক'রে মঙ্গলবিধান করুন। সেই মঙ্গলটি কর্মপথ বা কর্মবন্ধমাত্র নহে। কর্মের পরিণাম আছে। কর্মে লভ্য বস্তু পরিণাম ধর্মবিশিষ্ট, তা'কে রক্ষা করিতে পারি না, চলে যায়। কিন্তু আমরা স্থূল সূক্ষ্ম শরীরে তা'র ফল ভোগ ক'রতে বাধ্য হই। পরবঞ্চনা-দ্বারা স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরে ভোগ, ব্রহ্মে বিলীন হওয়া, পরমাত্মার কৈবল্য

লাভ করা; এই সকল সংকীর্ণ চেষ্টা হ'তে শ্রীচৈতন্যদেব মানব-জাতিকে পরিষ্কৃত, নির্মল ও উন্নত ক'রেছেন--ভাগবতের ব্যাখ্যা ক'রে।

বিশুদ্ধ হ্লাদিনী শক্তিতে যে লীলার কথা, তা' জগতে মেপে নেওয়া ধর্মযুক্ত লোকের ধারণায় কদর্যাকারে পরিণত হ'য়েছে। জড় ভোগে কদর্যতা আছে দেখে তারা পরমপবিত্র পূর্ণতম কৃষ্ণলীলায়ও কদর্যতার আশঙ্কা করে। এমন কি, ভাগবতে তা'রা শ্রীরাধিকার নাম পর্যন্ত দেখতে পায় না। বাসনাদার, কামুক, ঘৃণিত জীব কৃষ্ণের নিকট যেতে পারে না বা তাদের কৃষ্ণসেবার যোগ্যতা হয় না। তা'রা মনে করে, কৃষ্ণকে বঞ্চনা ক'রে ভোগ ক'রব, কিন্তু ভোগ করতে পারে না। ছায়াতে বস্তুভ্রান্তি করে যে কর্ম বা নৈষ্কর্ম--জ্ঞানচেষ্টা তা'তে মঙ্গল হয় না। বুদ্ধিমান্ লোক ও বিপদে পড়েন না। জ্ঞেয় পদার্থ বিশ্ব, বিশ্ব জ্ঞাতা বা বিশ্বই জ্ঞান—এই সংকীর্ণ ধারণায় যারা আবদ্ধ, তাদের জন্য ব'লেছেন, এটা বৈকুণ্ঠধামের ছায়ামাত্র। বৈকুণ্ঠের ছায়া-প্রতিফলিত জগতে ভগবৎ-সেবা-বিমুখতাবশতঃ জীব অনিত্য ভোগধর্মে অবস্থিত। তা'তে মঙ্গল নাই। বৈকুণ্ঠসহ জগতের সৌসাদৃশ্য থাক্‌লেও সেখানে নিত্যধর্ম, অনিত্যতা—তা'কালিক বর্তমানতা মাত্র। অসংখ্য দর্শনশাস্ত্রে কপটতা বা অবিবেচনার কারণ বশতঃ মুগ্ধ হওয়ায় ভগবানের পরম ভাব বুঝতে পারে না। তা'রা বিমূঢ় জান্‌তে হ'বে। এই মূঢ়তা অপসারিত ক'রে সম্বন্ধ-জ্ঞান-প্রদান-জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের অবতারণা।

ব্যতিরেকভাব কি? অবরতা, নশ্বরতা, অনুপাদেয়তা, কর্মাগ্রহিতা, পরিচ্ছেদ-জন্য অমঙ্গল প্রভৃতি। এগুলি এখানে আছে, এই গুলিকে সেখানে নিয়ে যেতে হ'বে না। মূঢ় মায়াবাদীগণ ভগবদ্বস্তুই মহেশ্বর, এটা জানে না ব'লে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' সূত্রের এমন ব্যাখ্যা করে যে, জগতের বিচিত্রতারই জন্মদাতা, রক্ষাকর্তা ও বিনাশকর্তা মাত্র তিনি এবং সেইরূপ ধারণায় বিষ্ণুতত্ত্বকে নিম্নস্তরে স্থাপন করে। কিন্তু সেই মতবাদ ধ্বংস ক'রবার জন্য ভাগবতে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' শ্লোকের অবতারণা। বৈকুণ্ঠ হ'তে অন্বয়ক্রমে সৌসাদৃশ এতে (এই বিশ্বে) এসেছে। আর উহার বৈকুণ্ঠের বিপরীত ধর্ম 'ইতরতঃ' এতে আছে। এখানে দুঃখ, চেতনাভাব, মূর্খতা প্রভৃতি আছে। এখানকার ভোগময়ী চেষ্টায় বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের সাহায্যে অবগত হই, মুর্খ না থেকে পণ্ডিত—সববিষয়ে অভিজ্ঞ হ'য়ে যাই, ভগবৎসেবাবিমুখের ভেতর থেকে এরূপ প্ররোচনা হয়। ভগবানের সৃষ্টি-হিসাবে এখানে যে বিচিত্রতা পূর্ণভাবে বর্তমান, তাঁতে অজ অনজ-ধর্ম বর্তমান। নির্বিশেষ বিচারে তাঁর উরুক্রমত্ব, অধোক্ষজত্ব ধ্বংস ক'রে নাস্তিকতার প্রকার ভেদকে ধর্ম ব'লে চালাবার চেষ্টা; মেপে নেওয়া ধর্মের অবরতা

তাঁতে আরোপ ক'রব, এরূপ ধৃষ্টতা ভক্তি বিরোধী মনুষ্যের এসেছে। সেখান হ'তে এখানের তফাৎ কি? সেখানে সচ্চিদানন্দ ধর্ম বর্তমান; সন্ধিনী, সম্বিৎ, হ্লাদিনী নিত্য প্রাকট্য। এখানে পরিণাম—বিকারযুক্তধর্ম গুণত্রয়ের অধীন, সুতরাং এটা 'ইতরতঃ' জাত। সেখানে বিনাশ ধর্ম, অবরতা প্রভৃতি দোষের আরোপ নাই। সেখানকার সবই নির্দোষ এখানকার বিচিত্রতা দোষযুক্ত।

''অর্থেষ্বভিজ্ঞ''—'অর্থ'-শব্দে বিষয়। অর্থীর বিষয়কে 'অর্থ' বলে। 'অর্থেষু' বহুবচনের পদ। আমরা রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের কাঙ্গাল ব'লে সমগ্র অর্থে অভিজ্ঞতা হয় না; কিন্তু তিনি সকল প্রয়োজনেই অভিজ্ঞ—সর্বতোভাবে জ্ঞাতা। আমি কামক্রোধের দাস, অনভিজ্ঞ। তিনি কালক্ষোভ্য বিকার যুক্ত ইহ জগতের বিচারদ্বারা বোধগম্য ন'ন। মানব-জ্ঞানের বিচারে উচ্চাকাঙ্ক্ষা বর্তমান। অল্প হ'তে বৃহৎ-এর দিকে ধাবমান হ'বার বিচারমাত্র আছে; কিন্তু যিনি নিজশক্তিদ্বারা বৃহৎকে আপেক্ষিক ক্ষুদ্রতায় পরিণত ক'রতে পারেন তাঁর কথা জগতের লোক জানে না। বড়টাকে সঙ্কোচক'রে মাধ্যমিকতায় অবস্থান করার শক্তি তাঁর আছে। জাগতিক বিচারে শ্রেষ্ঠতার অভাব হ'বে বিচার ক'রে যাঁরা ভগবানের তাদৃশী শক্তি অস্বীকার করেন, তাঁরা ভগবান্‌কে অবজ্ঞা করেন।

''অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।।'' গী ৯।১৯

যে সকল জড়রস কাব্যশাস্ত্রে বর্ণিত, তিনি তা'র গম্য পদার্থ মাত্র হ'লে আমাদের গ্রাহ্য বস্তু হ'তেন; কিন্তু তিনি ভূমা, অধোক্ষজ হ'লেও সেই সেই ধর্মের সুবৃহত্ত্বকে সঙ্কোচ করার শক্তি তাঁর আছে। সেই মাধুর্য্য বিগ্রহ স্বয়ংরূপ বস্তু অপেক্ষা ব্রহ্মত্ব বা পরমাত্মার ব্যাপকতা বড় জিনিষ নয়। ঐশ্বর্যের বৃহত্ব তাঁতে মলিনতা লাভ করে, তিনি এমন মাধুর্যময় বস্তু। 'ঈশ্বর'-শব্দে ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি বুঝালে 'পরমেশ্বর' শব্দে কৃষ্ণকে বুঝায়। ভগবান্ অখিলরসামৃতমূর্তি। তাঁরই রচিত এই বিশ্ব, এতদতীত আর কোন জগৎ নাই, এরূপ মানবধারণায় খণ্ডধর্ম বা অসম্পূর্ণতা বর্তমান। বিচারে মূঢ়তা-হেতু 'পরভাব' জানার যেখানে অভাব লক্ষিত হ'চ্ছে, সেখানে জড়তাকে আশ্রয় ক'রে মিশ্র চেতনধর্মে অবস্থান। গৌণী শক্তি—মায়াশক্তিপরিণত। জগতের প্রাধান্য অস্বীকৃত হ'য়ে বৈকুণ্ঠের প্রাধান্য-জ্ঞাপন সম্বন্ধজ্ঞানের পরিচয়ে আদি শ্লোকে লক্ষ্য করি।

'বিশ্ব ব'লে যে জিনিষ, মানব যা'র ভোক্তা অভিমান ক'রছেন, সেটুকু তাঁ হ'তে উদিত, তাঁতে অবস্থিত এবং কিছুদিন পরে নশ্বরতাধর্মবশে পরিবর্তিত বা নষ্ট হ'য়ে যায়।

এটা কর্মভূমিকা, কর্মের প্রাধান্য ইহজগতের ব্যক্তিমাত্রেই বিচার করেন। কর্ম অপেক্ষা নৈষ্কর্মবাদ উচ্চ। আর্থিক সম্প্রদায়ের মহত্ত্ব জ্ঞানের উচ্চসীমার ন্যায়, পারমার্থিকগণের বিচারই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁরা কর্মের নশ্বরতা অবগত আছেন।

কর্মণাং পরিণামিত্বাদা বিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্। বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ।। ভা ১১।১৯।১৮

লৌকিক ইন্দ্রিয় চক্ষুকর্ণনাসাজিহ্বাত্বগ্ দ্বারা যেটি নির্ণয় করে, তদ্দ্বারা আমরা কর্মের কর্তা বিচার সুখ-দুঃখ অনুভব করি। তাতে দুঃখবর্জন ও সুখ আবাহন করার দরকার হয়। সুখানুভূতি কিরূপে হয়? তজ্জন্য জ্ঞানলাভের কামনায় বৃহত্ত্বধর্ম সংশ্লিষ্ট। ঐশ্বর্য্যজ্ঞাপক বৃহত্ত্বের বিচার অপেক্ষা মাধুর্য্যই শ্রেষ্ঠ। হলাদিনী শক্তির পূর্ণবিকাশ-লাভের প্রয়োজনীয়তাকেই মাধুর্য্য বলে। হলাদিনী শক্তি আমাদের মধ্যে যৎ সামান্যরূপে আছে। 'আমি ভোক্তা' এই বিচারে যে আনন্দসংগ্রহ-পিপাসা আমাতে আসে, সেটা হলাদিনী শক্তি ন্যূনাধিক বিপন্ন হ'লে হয়; কিন্তু যাঁর হলাদিনী, তাঁর সংযোগ সেবা-বৈচিত্র্যই হলাদিনীর পূর্ণবিকাশ লক্ষ্য করা যায়।

মেপে নেওয়া ধর্ম জড়জগতে সংশ্লিষ্ট, তা' হ'তে উদ্ধার পাওয়া চাই। 'আমরা ভোক্তা, জগৎ ভোগ্য'-এই বিচারে পরবঞ্চনা অবস্থিত। অন্যের ভোগ আমার দিকে আসুক—এইটিই পর-বঞ্চনা। পূর্ণ ভোগগ্রহণ-ক্ষমতা বাস্তববস্তুতে আছে। তাঁ'তেই সকলবস্তু গিয়ে পৌঁছুক, এই বিচার হ'লে 'আমি ভোক্তা' এরূপ অভিমান দূর হয়। আমাদের পরীক্ষার জন্য—মঙ্গলের জন্য বিশ্বদর্শন। 'আমি ভোক্তা নই'-এবিচার পশুরা ক'রতে পারে না, শুদ্ধভক্তি থাকলে মানবই ক'রতে পারে। অন্যান্য লক্ষ লক্ষ জীব পরমেশ্বরের ধ্যানের অভাবে ন্যূনাধিক পশুধর্মবিশিষ্ট। তা'রা পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য উপলব্ধি ক'রতে অসমর্থ হ'য়ে অসমর্থতার কারণ যাহা, তাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে। কিন্তু পরমকরুণাময় বিগ্রহের হলাদিনীর কৃপা হ'লে মাধুর্য্যমূর্ত্তির পরম পরাকাষ্ঠা উপলব্ধির বিষয় হয়। এজন্য 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু যে পরমেশ্বরের বন্দনা ক'রেছেন, তা'তে জানি যে, তিনি পরম করুণাবশতঃ স্বভক্তিশোভা বিতরণ ক'রেছেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব আমাদের হৃদ্দেশ অধিকার ক'রে মঙ্গলবিধান করুন।

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দর দ্যুতি কদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফূরতু নঃ শচীনন্দনঃ।।"

(১৯)

বৈকুণ্ঠে কেবল উপাদেয়তা আছে, অবরতা বা ঘৃণার বস্তু নাই। বৈকুণ্ঠের বিচিত্রতায় ভগবান্ অভিজ্ঞ। তিনিই মূল জ্ঞাতা, সাক্ষী, কেবল, নির্গুণ ও চেতা; আমরা অনভিজ্ঞ, ভ্রান্ত, বিবর্তবাদী হ'য়ে অহংগ্রহোপাসক হ'য়ে যাই। সেরূপ বিচারে সর্বনাশ উপস্থিত হয়। আমি সেই বস্তু নই, সেই জাতীয় বস্তু; অণুসচ্চিদানন্দ আমরা; অণুতানিবন্ধন আমাদের আধ্যক্ষিকতা; বদ্ধ ও বিমুক্ত হ'বার যোগ্যতা আমাদের আছে। জীবের মঙ্গল তিনি করেন। যা'র মঙ্গল করেন, তাকে জগতের বাহাদুরীর মধ্যে আবদ্ধ রাখেন না।

"যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ। ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্।।" ভা ১০।৮৮।৮)

(ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজকে বলিতেছেন,—হে রাজন্! আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করি, ক্রমশঃ তাহার সমস্ত ধন হরণ করিয়া থাকি অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিষয়পরিত্যাগে ইচ্ছুক হইয়াও কোন ক্রমে বিদ্যমান বিষয় সমূহে কথঞ্চিৎ লিপ্ত হইয়া ক্লেশগ্রস্ত হয়, আমি তাহার বিষয় হরণ করিয়া থাকি, তাহার পক্ষে ঐ বিষয় হরণই অনুগ্রহস্বরূপ হইয়া থাকে। অতবে পুত্রকলত্রাদি স্বজনগণ তাদৃশ পুনঃ পুনঃ দুঃখিতের ন্যায় প্রতীয়মান পুর্বোক্ত নির্ধন পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে।)

জগৎটা স্বপ্নের মত। ধন-সংগ্রহ এবং স্থূল-সূক্ষ্ম উভয় দেহের সংস্কার সঙ্গে যায়, স্থূলভাবে বিষয় যায় না। পুনরায় সংস্কারবশে স্থূল জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হ'তে হয়, তাতে নানারকম অসুবিধা। পরমেশ্বর বস্তুকে ক্ষুদ্র জীবের সঙ্গে 'সম' মনে করা উচিৎ নয়। ভাগবতালোচনাকারিগণ জানেন—জীব সেবকতত্ত্ব, সেব্য নহেন; মুক্তসেব্য ভগবান্ কেবল সেব্য, তিনি সেবক নহেন। মুক্ত সেবক ও মুক্ত সেব্যের মধ্যে পরস্পর অবিচ্ছিন্ন প্রেমা বর্তমান। পশুপক্ষীর প্রেম (?), জগতের বাৎসল্যপ্রেম (?), দাম্পত্যপ্রেমকে (?), 'প্রেম' ব'লে ভ্রান্তি হ'চ্ছে। কিন্তু ছায়াকে বস্তুর নিকটে নিয়ে যাওয়া অজ্ঞতামাত্র। উহা nescience (অবিদ্যা) জনিত ভ্রান্তিচেষ্টা। মানুষ জাগতিক জ্ঞানের জ্ঞাতৃত্বে অবস্থিত হ'য়ে অজ্ঞেয়তা, সন্দেহ, নাস্তিক্যবাদে অবস্থিত র'য়েছে। বাস্তব বস্তুজ্ঞানের মহাদুর্ভিক্ষ, তাঁ'র সম্বন্ধে কেউ আলোচনা করে না ব'লে দেহের সঙ্গে ভোগ্য জগতের সম্বন্ধ আলোচনার বিষয় হয়, সেটা কর্ম, ভক্তির বিপরীত। "কর্মণাং পরিণামিত্বাদা বিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্" (ভা ১১।১৯।১৮)। ব্রহ্মা আধিকারিক দেবতা। জগৎ সৃষ্টির ভার যাঁর—যিনি বদ্ধ ভাবাপন্ন জীবের মনুষ্য-পশু পক্ষী -কীট-

পতঙ্গাদির চেহারা কালোচিতরূপে নির্মাণ ক'রে দিচ্ছেন, সেই ব্রহ্মার নিজ লোকও অমঙ্গলপূর্ণ। সেটাও অপূর্ণ। ধ্বংসকারকের অধিষ্ঠান শিবলোকও ঐপ্রকার। তাঁ'র বাস্তবিক ধ্বংস—impersonal face করার যোগ্যতা থাক্‌লে ব্রহ্মাণ্ড বলে কোন জিনিষ থাক্‌ত না। জগন্মিথ্যাত্ববাদীরা বলেন,—জগৎ সৃষ্টি হয় নাই, তার objective existence (বাস্তব-সত্তা) নাই। এটা অজ্ঞানদ্বারা স্বপ্নদর্শনের ন্যায় ব্যাপার।" কিন্তু ভাগবত বলেন—'বিপশ্চিৎ নশ্বরং পশ্যেৎ।' দৃষ্টের ন্যায়— ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের ন্যায় অদৃষ্ট--(কিছু নাই ব'লে যাকে বিচার করা যায়) সেটাও দৃষ্টের ন্যায় পরিবর্তনশীল। কর্মবাদ ত্যাগ করলে নৈষ্কর্ম-সিদ্ধি হ'লে নিত্যপূর্ণজ্ঞান—হ্লাদিনী-সন্ধিনী—সম্বিতের ক্রিয়া পূর্ণমাত্রায় দৃষ্ট হয়। তিনি ' স্বেনৈব রাজতে'—Self effulgent স্বরাট্ পুরুষ। অন্যের দ্বারা আলোকিত হন না। আমাদের চক্ষু থাক্‌লেও —দর্শনের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আলো না থাক্‌লে দেখতে পাই না; কিন্তু সেই জিনিষ স্বতঃ প্রতিভাত। উপনিষদ্ বলেন—

"ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি-কুতোঽয়মগ্নিঃ।

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।।" কঠঃ ২।২।১৫, মুঃ ২।২।১০ ও শ্বেতাশ্বঃ ৬।১৪

(সেই স্বপ্রকাশ পরব্রহ্মকে সূর্যচন্দ্রনক্ষত্ররাজি কিংবা এই বিদ্যুৎসকল প্রকাশ করিতে পারে না, অগ্নির কথা আর কি বলিব? কিন্তু সেই স্বপ্রকাশ পরমব্রহ্মকে অনুসরণ, করিয়া সূর্য প্রভৃতি সকলেই দীপ্তি পাইয়া থাকেন। সেই পরব্রহ্মের অঙ্গকান্তিতেই এই সকল অর্থাৎ জগৎ দীপ্তি প্রাপ্ত হয়।)

তিনি নিত্য প্রকটলীলাময়। সূর্য খানিকক্ষণের জন্য উঠে, আবার খানিকক্ষণ পরে দৃষ্টির অগোচর হ'য়ে যায়। জড় সূর্য সেখানে নাই। সেখানে এরূপ চন্দ্রতারকা, বিদ্যুৎ, অগ্নি প্রভৃতি নাই। তাঁর প্রকাশে সকলের প্রকাশ। সেখান হ'তে আলোক এসেছে ব'লে সূর্য পেয়েছেন। ইহ জগতে তাঁ'রই আলোক সূর্যের দ্বারা প্রতিফলিত; আমাদের দৃষ্টিশক্তি ক্রিয়াবিশিষ্ট হয় তাঁ হ'তে।

তিনি স্বরাট্—অন্যের সাহায্যের অপেক্ষা করেন না। তাঁ'কে পেতে হ'লে যে ভক্তি প্রয়োজনীয়, সেই ভক্তিদেবীও অন্যের সাহায্যপ্রার্থিনী ন'ন,—অন্যাভিলাষ-কর্ম-জ্ঞান-যোগাদির অপেক্ষা করেন না। সৎকর্মদ্বারা ভক্তি হ'তে পারে না। জাগতিকজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানে ভক্তিলাভ হয় না। ওসব ভক্তির পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করে। (যথা, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত—)

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্তিঃ।

মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্ ধর্মার্থকামতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ।।"

—এই বিচার জানা উচিত। ভক্তের নিকট সব জিনিষ আপনা থেকে এসে যায়। "জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্।"(—ভক্তিদেবীর উদয়ে অহৈতুক অর্থাৎ স্বাভাবিক বৈরাগ্য ও জ্ঞানের উদয় হয়।)

" তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে"। আদিকবি ব্রহ্মার কবিত্ব অনুসারে এই জগৎ রচিত হ'য়েছে। তাঁর—সেই ব্রহ্মার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণই বেদ-বিস্তার ক'রেছেন। 'বেদ' অর্থাৎ অভিজ্ঞান-মাধুর্য-বিগ্রহ কৃষ্ণ ঐশ্বর্যবিগ্রহ নারায়ণ, বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ, সঙ্কর্ষণ হ'তে প্রকটিত নারায়ণতা—কারণ-গর্ভ-ক্ষীরোদশায়ী পুরুষাবতারত্রয়ের অভিজ্ঞান যিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে বিন্যাস ক'রেছেন অর্থাৎ ভাগবতের কথা জানিয়েছেন। যখন ব্রহ্মাণ্ড রচিত হয় নাই, তখন জানিয়েছেন।

"যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ। তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ।।" (ভা ২।৯।৩১)

—প্রভৃতি শ্লোকে বাস্তববিজ্ঞান জানিয়েছেন। ব্রহ্মা আধিকারিক দেবতা, জগতের সৃষ্টিকর্তা; রক্ষাকর্তা বিষ্ণু; রুদ্র বিনাশকর্তা। ত্রিবিধ বিচার তাঁ'তেই অবস্থিত।

"মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ"—সূরিগণ—মহাপণ্ডিতগণ 'যৎ' যস্মিন্—যাঁতে (সপ্তমী বিভক্তি) মূঢ়তা লাভ করেন। আধার বিচারে ভূর্ভুবঃ-স্বঃ—ব্যাহৃতিত্রয় পর্যন্ত যেয়ে আটক থাকেন। শক্তির পরিচয়-বিচারে অস্পূর্ণতা লাভ করেন।

" লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্" (ভাঃ ১।৭।৬) 'অজানতঃ' মূঢ়স্য বিজ্ঞানার্থম্—অজ্ঞান লোককে জ্ঞানপ্রদানের জন্য বিদ্বান্ বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবত রচনা ক'রেছেন। এটী তাঁরই উক্তি। তিনি ব'লেছেন এস সকলে ধ্যান করি। মুখ্যগুণবিশিষ্ট বিগ্রহ যিনি, যাঁর গৌণগুণে জগৎ রচিত হ'য়েছে—তাঁর ধ্যান করি। তিনি মূঢ়দের মোহন জন্য রাজসতামসাদি পুরাণাদি ক'রেছেন। ভাগবত ব্যতীত অপর পুরাণাদিতে বিমোহনের কথা আছে। এটা তিনি নিজে লিখে দিয়েছেন—(শ্রীমদ্ভাগবত ১।৭।৪-৭)।

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্।।
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যাতে।।
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতোবিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্।।

যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা।।"

অশোক, অভয়, নির্মোহ ইচ্ছা কর্‌লে, ভক্তিকে আশ্রয় করুন—অধোক্ষজে ভক্তি করুন্। আর কুকুর, ঘোড়া, ইতর প্রাণী, মনুষ্য বা দেবতাগণের সেবা না ক'রে একমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা করুন্। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" (গীতা ৪।১১)। তিনি সর্বদা প্রস্তুত আছেন। যে কোন ভাবে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবে তাঁর সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষা হ'লে তিনি তদনুরূপ কৃপা ক'রে থাকেন। সেব্যের সঙ্গে সেবক সংশ্লিষ্ট ব্যাপারসমূহ-সহ তাঁকে লাভ করেন। যাঁরা তদ্বিষয়ে উদাসীন, তাঁরা একাদশী ব্রতাদির নামে পিত্তবৃদ্ধি করেন। তাঁদের হরিবাসর হয় না। হরিকে লাভ কর্‌তে হ'লে হরিকথা আলোচনা করা দরকার। বদ্ধজীব জড়জগতে এসে সঙ্কোচধর্মে অবস্থিত। তাদের যে বিচার প্রণালী, তা'তে তারা কাম-ক্রোধাদি নক্র-মকরের দ্বারা কবলী-কৃত হ'য়ে প'ড়ে আছে। তা'হতে উদ্ধার চাইলে ভগবান্‌কে আশ্রয় করতে হ'বে। সেই ভগবানের সঙ্গে আমাদের কি পরিচয়, সেই সম্বন্ধজ্ঞানটিই শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম শ্লোকে প্রদত্ত হ'য়েছে।

(২০)

আমরা সব সময় কৃষ্ণ ভু'লে আছি। যিনি কৃপা ক'রে কৃষ্ণপাদপদ্মে আকর্ষণ কর্‌তে আসেন তাঁ'কে আড়াল ক'রে কপটতা, প্রতারণা, কর্মাগ্রহিতা নিয়ে ব্যস্ত থাকি। সবজান্তাদের বিশ্বাস—আমি জ্ঞাতা, জ্ঞেয়পদার্থ ঠিক ক'রে ফেলেছি, আমার জ্ঞানে ভুল নাই। মূর্খ যা'রা, বিমুখ যা'রা ভগবজ্জ্ঞান যা'দের হয় নাই, তা'দের সেবাপ্রবৃত্তি আসে না। তা'রা সেব্য অভিমান ক'রে অর্থসংগ্রহ, কামিনী-সেবা ও প্রতিষ্ঠাসংগ্রহের জন্য চৌদ্দভূবন আলোড়িত কর্‌ছে। নিজভোগ সংগ্রহই তা'দের একমাত্র লক্ষ্য। ভাগবত এদের নরপশু ব'লেছেন।

কৃষ্ণের ইন্দ্রিয় তর্পণ বন্ধ ক'রে, হৃষীকেশের সেবা বন্ধ ক'রে, হৃষীকের (ইন্দ্রিয়ের) দ্বারা আমি ভোগ কর্‌ব—এই বুদ্ধি যার, সে নিজের মঙ্গল চাচ্ছে না। কপালপোড়া পশুবুদ্ধি আমাদের ভাগবত শুন্‌বার প্রবৃত্তি নাই। তা বিরোধ ক'রে নিজের মূর্খতা বৃদ্ধি কর্‌ব, এটাই আমাদের ভাগবত পাঠ। ভোগে নরকপ্রাপ্তি বা ত্রিবিধ ক্লেশের বশীভূত থাকা মাত্র লাভ। সেবাপরায়ণ হওয়া চাই। সেবাচেষ্টাকে ধ্বংস ক'রে গুণজাত জগতের বিচার—বৈক্লব্যের জন্য যত্নকরা কর্তব্য নয়। বাস্তব বস্তুর দর্শনাভাবেই ভোগের দুষ্প্রবৃত্তি। অভিধেয়-বিচারের সময় —'ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ' শ্লোকের ব্যাখ্যা

কালে এসব বিষয় ভাল ক'রে আলোচিত হ'বে।

ধর্মবিচারেরও বিবর্ত হ'য়েছে। কেউ বলেন—স্বাধ্যায়, কেউ বলেন—তীর্থযাত্রা ইত্যাদি;কিন্তু সর্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ। কৃষ্ণপাদপদ্মের ভজন কর্‌লেই সর্বসিদ্ধি করতলগত হয়। এখানে বিবর্তজ্ঞান— মায়ারচিত ইতর জ্ঞান ও শুদ্ধজ্ঞান উভয় প্রকারের যোগ্যতাই আছে।

অনেকে 'কমঠ' ন্যায়ে এখানে সাহায্য-সংগ্রহ করে। Analogy কে(আংশিক মিল বা সাদৃশ্যকে) বড় বিচার কর্‌লে জগৎটাই আছে ধারণা হয়, কিন্তু জগতের প্রভু পরমেশ্বরের জ্ঞান হয় না। জগন্নাথ ব্রজেন্দ্রনন্দনকে আধিকারিক দেবতা মাত্র কল্পনা কর্‌লে ভ্রান্তিহেতু অমঙ্গল হয়।

অনেকের ভ্রান্ত-ধারণা—গৌড়ীয়মঠ গোস্বামী শাস্ত্র বা ভাগবতের কথা আবরণ ক'রে অন্য কথা বলেন, আর প্রাকৃত সহজিয়ারাই সে সকল কথার আলোচনায় নিযুক্ত। কিন্তু আমরা বলি---গলায় মালা, নাকে তিলক দিয়ে বৈষ্ণবসজ্জায় কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশায় ঘুরে বেড়ান ভাগবতপাঠের ফল নয়। তাদের এরূপ ভাগবত-পাঠ বন্ধ করা দরকার।

১৯০৪ সালে নীলাচলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ব্যাখ্যা আরম্ভ ক'লেছিলাম। বহুলোক শুন্‌তে আস্‌তেন, কিন্তু অনেকেই আমার কথা ধর্‌তে পার্‌লেন না। যা'রা খাওয়া দাওয়া থাকাতেই ব্যস্ত, তা'রা বৈষ্ণবতা হ'তে শত সহস্র যোজন দূরে অবস্থিত। এদের সঙ্গে আমাদের কোন প্রতিযোগীতা নাই। আমরা কৃষ্ণ-বিমুখের সঙ্গ হ'তে সহস্র যোজন দূরে অবস্থিত। ভাগবতশ্রবণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির সহিতই আমাদের সম্বন্ধ। সমর্পিতাত্ম ব্যক্তির নিকটই ভাগবত কীর্তন কর্‌তে হ'বে। তবে যারা দুঃখে পড়ে আছে, তাদের উদ্ধার আমাদের প্রধান কর্তব্য। কিন্তু আজকাল তা'তেও বিপদ। দুই পক্ষে ঝগড়া চল্‌ছে। তৃতীয়পক্ষ তা'দের ঝগ্‌ড়া মিটাতে গেলে লাঠীটা তা'রই ঘাড়ে পড়ে। জলে ডোবা লোককে যে উদ্ধার কর্‌তে যাবে, তা'কেই চেপে ধ'রে জলমগ্নব্যক্তি ডুবিয়ে দিতে চায়।

'ঈশ্বরে তদ্‌ধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎ সু চ। প্রেমমৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ।।''

বিদ্বেষীকে incorrigible (সংশোধনের অযোগ্য) জেনে দূরে রাখতে হ'বে। অশ্রদ্ধধানে হরিনাম দেওয়া উচিত নয়, দিলে অপরাধ হয় কিন্তু তাদৃশ জনগণ গুরুর কাছে হরিনাম-গ্রহণের অভিনয় ক'রে বিপথগামী হ'চ্ছে। গুরুও বল্‌ছেন—যা ইচ্ছা কর, বার্ষিকটা দিও। কিন্তু অপরাধযুক্ত হ'লে হরিনাম হয় না। ''মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ,

মদ্‌গুরুঃ'' শ্রীজগদ্‌গুরু বিচার না ক'রে ''যা'র যা'র গুরু, তা'র তা'র কাছে'' সয়তানের গুরু, চুরি করার গুরু হ'লে চল্‌বে না। প্রকৃত সেবক ঠাকুর ঘরে পূজা ক'রতে যায়, আবার কোন কোন নারকী চুরি করার জন্যও ঠাকুর ঘরে ঢোকে—এরকম ভাগ্যহীনতার কথাও অনেক শুন্‌তে পাই। ঠাকুর মহাশয় গেয়েছেন—''অসত্যেরে সত্য করি' মানি'' বা ''অধনে যতন করি' ধন ' তেয়াগিনু''—এগুলি গল্পের কথা নয় বা 'সুর'-'মান'-'লয়' লাগাবার জন্য নয়, হরিসেবার যোগ্যতা লাভ ক'রবার জন্য। নিজে বাহাদুরী ক'রে জগতের জীবকে বঞ্চনা কর্‌ব বা আত্মবঞ্চনা কর্‌ব, এটা ভাল নয়। গুণজাত পদার্থকে বহুমানন কর্‌লে বিফলমনোরথ হ'তে হয়। শুদ্ধনামাশ্রিত হ'লে বিশ্বদর্শন ভূয়ো হ'য়ে যায়। নামাভাস, নামাপরাধ বর্জন ক'রে, অসৎসঙ্গ ত্যাগ ক'রে শুদ্ধ-নামাশ্রয় করাই কর্তব্য।

সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতোবরে। শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ।। (ভঃ রঃ সিঃ)

(একই জাতীয় বাসনাদ্বারা স্নিগ্ধ, অথচ আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিবে। সেইরূপ রসিক সাধুগণের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদন করিবে।)

সবশুদ্ধ এই মায়িক বিশ্বকেই একমাত্র বস্তু বিচার ক'রলে যে তিমিরে, সেই তিমিরেই থাক্‌তে হ'বে। লীলাময়ের লীলা পরম সত্য, পূর্ণজ্ঞানময়। নিরানন্দ সেখান থেকে লক্ষ কোটী যোজন দূরে অবস্থিত। সেখানে নিত্য নবনবায়মান আনন্দ বিরাজমান। সেখানে পৌছান দরকার। (শ্রীবিগ্রহ প্রদর্শনপূর্বক) সেই পরমেশ্বর বস্তু সাক্ষাৎ আমাদের সম্মুখে রয়েছেন। এঁকে বদ্ধজীবভোগ্য কাঠ পাথর বিচার কর্‌বেন না। * হৃদয় নির্মল হ'লে দেখ্‌বেন, সেই বস্তু ভোগ্য পিণ্ড নহেন—পরম বাস্তব সত্য। বাস্তব ভূতশুদ্ধি সেই সময়েই হ'বে।

* যে ব্যক্তি পূজ্য বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণব-গুরুতে মরণশীল মানববুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকে জলবুদ্ধি, সকলপাপবিনাশী বিষ্ণু-নাম-মন্ত্রে শব্দসামান্যবুদ্ধি এবং সর্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহ সমবুদ্ধি করে, সে নারকী। (পদ্মপুরাণের 'অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ'—শ্লোকের অনুবাদ।)

(২১)

" ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং, তীর্থস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং, বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।।"

(ভা ১১।৫।৩৩)

(হে প্রণতজনপালক! হে পরতম পুরুষোত্তম মহাপ্রভো! আপনি নিরন্তর ধ্যানযোগ্য, অন্যাভিলাষ কর্ম-জ্ঞান-যোগাদি কেবলভক্তিবিরোধীমার্গসমূহের পরাভবকারী, কৃষ্ণপ্রেমপ্রদ, শ্রীগৌড়-ক্ষেত্র-ব্রজ-মণ্ডলাদি তীর্থসকলের আশ্রয়স্বরূপ অথবা ব্রহ্মসম্প্রদায়াচার্য-শ্রীমদানন্দতীর্থানুগত শ্রৌতপথাশ্রিত শ্রীরূপানুগ মহাভাগবতগণের আশ্রয়স্বরূপ, শিবাবতার শ্রীমদ্বৈতপ্রভু এবং বিরিঞ্চ্যবতার শ্রীমন্নামাচার্য হরিদাস ঠাকুর-কর্তৃক স্তুত, সকল আশ্রিতগণের আশ্রয়, স্বভৃত্য কুষ্ঠী বিপ্রের আর্তিনাশন, সার্বভৌম-প্রতাপরুদ্রাদির মুমুক্ষা-বুভুক্ষারূপ ভবসাগরের পরপার-লাভের পোতস্বরূপ; আপনার শ্রীপাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।)

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং, ধর্মিষ্ঠ আর্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সি তমন্বধাবদ্, বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।।

(ভা ১১।৫।৩৪)

(হে মহাপ্রভো! (বহির্দৃষ্টিতে সন্ন্যাসগ্রহণছলে) বৈধভক্তিধর্মপ্রচারক আচার্যের লীলাভিনয়কারী জগদ্গুরুরূপে এবং (অন্তর্দৃষ্টিতে সন্ন্যাসগ্রহণছলে) বৈধভক্তিধর্মপ্রচারক আচার্যের লীলাভিনয়কারী জগদ্গুরুরূপে এবং (অন্তর্দৃষ্টিতে) রাগাত্মিক সর্বধার্মিকগণের শিরোমণি শ্রীরাধার কৃষ্ণবিরহভাবে বিভাবিত হইয়া দেবগণ-বাঞ্ছিত-পদ প্রাণাপেক্ষা দুষ্পরিহার্য্য লক্ষ্মীস্বরূপিণী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে অথবা জ্ঞান ও ঐশ্বর্যমিশ্রা মুক্তি ও ভুক্তি পর্যন্ত পরিত্যাগপূর্বক বিপ্রশাপবাক্যপালনচ্ছলে চতুর্থাশ্রম যতিধর্ম স্বীকার করতঃ যিনি কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশারূপা বা ধর্মার্থকামমোক্ষরূপা মায়ার অন্বেষণকারী কৃষ্ণেতর ভোগ্য বিষয়ে অভিনিবিষ্ট জনের প্রতি অহৈতুক-অমন্দোদয়-দয়া-প্রযুক্ত সর্বত্র স্বাভীষ্ট প্রাণনাথ গোপীজনবল্লভের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, অথবা বিশাখাসমীপে চিত্রজল্পরতা ও উদ্ঘূর্ণাময়ী পরমপ্রেষ্ঠা প্রেয়সী শ্রীরাধিকা যাঁহাকে পাইবার জন্য অভিলাষ করিয়াছিলেন, হ্লাদিনী শক্তিস্বরূপিণী শ্রীমতী রাধিকার অন্বেষণকারী সেই শ্রীরাধারমণের অনুসন্ধান যিনি বিরহী-গোপীগণের ভাবে বিভাবিত হইয়া করিয়াছিলেন, সেই আপনার পদকমল আমি বন্দনা করি।)

হে মহাপুরুষ! তুমি দেবতাদিগের কাম্য ভোগ্য সুদুস্ত্যজ রাজলক্ষ্মী পরিত্যাগ ক'রে আর্য শ্রুতিবাক্যানুসারে মায়াবাদ পরিহারপূর্বক পরধর্মাশ্রয়ে, বিশেষতঃ কান্তাগণের কান্তের প্রতি সেবা-সৌষ্ঠব-বিধানভূমি বৃন্দারণ্যাশ্রয় ক'রে যা' শিক্ষা দিয়াছিলে, সেই লীলানুগত্যে তোমার পাদপদ্ম বন্দনা করি। ভগবদ্বস্তু মহাপুরুষ সর্বদাই তাঁর সেবকগণের দ্বারা সেবিত হন। তিনি পরমেশ্বর-বস্তু হওয়ায় বশ্য ও ঈশ্বর-সম্প্রদায় তাঁকে নিত্য সেবা ক'রে থাকেন। তা' হ'লেও তিনি তাহা পরিত্যাগ ক'রে প্রিয়ভক্তগণের

যে অভীষ্ট—ভজনীয়বস্তুর প্রতি যে বিচার, তার অনুবর্তী হ'য়ে বিষয়বিগ্রহের লীলা-রস-আস্বাদনের পরিবর্তে আশ্রয়বিগ্রহের আস্বাদ্য রস—যার অনুভূতি বিষয়বিগ্রহ হওয়ায় তাঁহার পূর্বে ঘটে নাই অর্থাৎ বিষয়বিগ্রহোচিত রসাস্বাদন পরিহার ক'রে আস্বাদকসূত্রে আস্বাদ্যরস—বিলাস গ্রহণ ক'রেছেন। তিনি যে ত্যাগটা ক'রেছেন, সেটা কি কি জিনিষ?-—'সুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মী; আর আর্য বাক্যানুসারে মায়াবাদীর শ্রুতিতে অনুসন্ধান ত্যাগ ক'রেছেন। সুর—দেবতা; তাঁরা অভিলাষ করেন— ভোগ, তা'তে স্বর্গাদি ভোগরাজ্যে-—অমর ভূমিকায় যে রাজ্যলক্ষ্মী, তা' পরিত্যাগ ক'রে অর্থাৎ ভোগীর চেহারাও মায়াবাদী মৃগের দ্রুতগতি পরিত্যাগ ক'রে চিদ্‌বিলাসারণ্য—বৃন্দারণ্য আশ্রয় ক'রেছেন। আর তাঁর দয়িতের ঈপ্সিত আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহের যে বিষয়জাতীয় আস্বাদন তাতে অনুধাবন ক'রেছিলেন অর্থাৎ বার্ষভানবী যে বিচার অবলম্বন ক'রে তাঁর কান্তের সেবা করেন, সেই বার্ষভানবীয় আনুগত্য বিচারে মুক্তপুরুষগণ যে প্রকারে কৃষ্ণসেবা ক'রবেন, তার আদর্শরূপে অগ্রসর হ'য়ে বৃন্দারণ্যে গমন অভিলাষ দেখিয়েছিলেন। কেন না তাঁর বিচার প্রণালীতে দেখি—

"আরাধ্য ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং, রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেন যা কল্পিতা।

শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ।।"—শ্রীল শ্রীনাথ চক্রবর্তী।

(ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম বৃন্দাবনই আরাধ্য বস্তু। ব্রজবধূগণ যে ভাবে কৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই উপাসনাই সর্বোৎকৃষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থই নির্মল শব্দপ্রমাণ এবং প্রেমই পরম পুরুষার্থ। ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত। সেই সিদ্ধান্তেই আমাদের পরম আদর, অন্য মতে আদর নাই।)

ব্রজবধূবর্গ যেপ্রকারে তাঁ'দের কান্তের উপাসনা ক'রেছেন, সেটি লোকশিক্ষার জন্য তিনি দিয়েছেন। তিনি নিজেই সেই বস্তু হওয়ায় নিজেই নিজেকে আস্বাদন ক'রেছেন, যথা—

অপরিকল্পিতপূর্বঃ কশ্চমৎকারী, স্ফূরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য লুব্ধচেতাঃ, সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব।।

—শ্রীললিতমাধব ৮।২।৮

(শ্রীকৃষ্ণ স্বীয়প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া কহিলেন,—) আহা! এইপ্রগাঢ় মাধুর্য-চমৎকারকারী অবিচারিত-পূর্ব-চিত্রিত শ্রেষ্ঠ পুরুষটি কে? ইঁহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া আমি ক্ষুব্ধচিত্তে দেখিতেছি এবং বলপূর্বক আলিঙ্গন করিতে রাধিকার ন্যায় ইচ্ছা করিতেছি।)

উপরিউক্ত শ্লোকোদ্দিষ্ট বিষয়ে যে প্রকার ভগবানের রসাস্বাদন-চেষ্টা, তা' গৌরসুন্দরে চরিতার্থতা লাভ ক'রেছে। অতএব সেই মহাপুরুষই ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর। অনেকে সীতাপতির পক্ষে 'ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ' এই শেষোক্ত শ্লোকটি ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু প্রচ্ছন্নাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র এই সকল কথায় একটু আবরণ দিয়ে অন্য প্রকার বিচার করার ব্যবস্থাও ক'রে থাকেন। সুতরাং আমাদের মৃগ্য—ধ্যেয় পদার্থ সেই পরমেশ্বর। যদি ভাগবত কৃষ্ণলীলা বর্ণন করতে বসেছেন,—শ্রীকৃষ্ণের পূর্বার্ধ সম্ভোগময়ী লীলার কথা ব'লেছেন; কিন্তু বিপ্রলম্ভময়ী লীলা, যাতে সম্ভোগের পুষ্টিসাধন হয়, সেই পরম প্রয়োজনীয় বিষয়টি গৌরসুন্দর প্রদর্শন ক'রেছেন। সুতরাং গৌরসুন্দর-প্রচারিত যে ভাগবতের বিচার-প্রণালী সেইটাই আমাদের আলোচনার বিষয় হউক্।

আমরা সম্বন্ধতত্ত্বের আলোচনায় শ্রীগৌরসুন্দরের এই বাক্য পাই—

"বেদশাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন।"

পাছে সাধারণ জীব বিবর্ত অবলম্বন ক'রে বদ্ধজীবকে যুক্তাবস্থায় ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করে, তারা জন্য গৌরসুন্দরকে ভোগবাদ ও মায়াবাদানুসন্ধান ছেড়ে ভক্তির অরণ্য আশ্রয় করতে হ'য়েছে। তিনি কপট সন্ন্যাসী হ'য়ে অহংগ্রহোপাসনার-—মায়াবাদের উপদেশ দেন নাই। মায়ামৃগে যে ঈশ্বরবুদ্ধি—সদানন্দ যোগীন্দ্রের যে সদসদনির্বচনীয় বিচার, তা' থেকে বেদান্তের পৃথক্ ব্যাখ্যা গৌরসুন্দর ক'রেছেন। সাধারণ লোক মনে করে, গৌরসুন্দর ভক্তের বিচার প্রকাশ ক'রেছেন; কিন্তু তিনি নিজে সাক্ষাৎ সেই উপাস্যবস্তু। এরূপ কথায় ভক্তের ভগবত্তালাভ সম্ভব—এরূপ কোন রকম ইঙ্গিত যদি তিনি দিতেন, তা' হ'লে মায়াবাদ সমস্ত জগৎকে গ্রাস ক'রে ভ্রমপথে চালিত করত্। "আমরা ঈশ্বর, ভোগী, জগৎ আমাদের ভোগ্য, অথবা বৈকুণ্ঠে বিচিত্র বিলাস নাই, বৈকুণ্ঠও মায়ারচিত" এই দুর্বুদ্ধি হ'তে তিনি মানব-জাতিকে পরিত্রাণ ক'রেছেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ-ব্যাস মহাশয় ভাগবত-প্রারম্ভে যে শ্লোকটি লিখেছেন, তাতে সম্বন্ধজ্ঞানের কথা আছে। আমরা সম্বন্ধজ্ঞানের কথা প্রচুর পরিমাণে আলোচনা কর্‌বো। অনেকের আগ্রহও ছিল, সম্বন্ধের কথা প্রচুর পরিমাণে আলোচিত হউক্। দশমের ব্যাখ্যাকালে (দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা শ্রীল প্রভুপাদের এই দশম-বিবৃতি হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।) সে আলোচনা সুষ্ঠুভাবে হ'বে। সম্বন্ধবিষয়ে বিগত দুই দিবস আলোচনা হ'য়েছে, আজ অভিধেয়ের কথা আলোচনা হ'বে। সম্বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে অভিধেয়ের কথাও আলোচনা করা প্রয়োজন। অভিধেয় শ্লোকটি এই——

"ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং, বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মুলনম্।

শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ, সদ্যো। হৃদ্যবরুদ্ধতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ।।"(মহামনি শ্রীনারায়ণকর্তৃক প্রথমতঃ ও সংক্ষেপে চতুঃশ্লোকী ভাগবত প্রকাশিত হ'ন। এই শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে পরের উৎকর্ষ সহনক্ষম অর্থাৎ কর্মজ্ঞানকাণ্ডাশ্রিত মাৎসর্য-বিহীন সর্বভূতে দয়াশীল সাধুগণের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম শুদ্ধভক্তিযোগ নিরূপিত হইয়াছেন। সেই নির্মৎসর সদ্ধর্মে ফলাভিসন্ধিলক্ষণ ধর্ম, অর্থ ও কাম এবং সালোক্যাদি মুক্তিবাঞ্ছারও অবস্থান নাই। এই পরম গ্রন্থের অনুশীলন ফলে, আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ মায়িক তাপ এবং তাহার মূল কারণ অবিদ্যাখণ্ডনকারী, পরমানন্দানুভবকারক নিত্যকাল অবিনাশী অদ্বয়জ্ঞান বস্তুতত্ত্বের অনুভব হয়। যে স্থলে এই শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণাদি অনুশীলন করিতে করিতেই নির্মৎসর সুকৃতিসম্পন্ন শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে পরমেশ্বর শ্রীহরি তৎ মূহূর্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অবিলম্বেই অবরুদ্ধ হন, সে স্থলে অন্য শাস্ত্র বা পন্থা কতই বা স্ব-স্ব মাহাত্ম্য উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইবে? অর্থাৎ অপর কোন শাস্ত্র বা পন্থানুগমনের কোনই আবশ্যকতা নাই। অতএব সর্বশাস্ত্রাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই শ্রীমদ্ভাগবতই নিত্যকাল শ্রবণ করা কর্তব্য।)

(২২)

ভাগবত আলোচনা করার নাম পরিপঠন, তৎপূর্বে সংশ্রবণ; তার (পরিপঠনের) পরে বিচারণপরতা। সর্বক্ষণ স্মৃতিপথে থাকুক, এইটিই বিচারণপরতা। তা'তে লক্ষ্য করি, ভাগবত-শ্রবণ পঠন-চিন্তন—ভক্তির প্রধান অঙ্গ; 'ভাগবত' বল্‌তে ভগবান্ ও তদনুগত ভক্তকে বুঝায়।

"এক ভাগবত বড় ভাগবতশাস্ত্র। আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরস পাত্র।।"—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আ ১।৯৯

শব্দব্রহ্ম গ্রন্থাকারে শ্রীমদ্ভাগবত; আর তিনি যখন ভক্তের আচরণে সর্বতোভাবে কায়মনোবাক্যে চেষ্টার মধ্যে আসেন, তখন তাঁর পূজা করেন যাঁরা, তাঁরা ভক্ত-ভাগবত; সুতরাং আমাদের বিচার—শব্দব্রহ্মের উপাসনাই ভাগবতের কীর্তন। ভাগবত সাক্ষাদ্ ভগবদ্‌বস্তু, তাঁতে ভগবদবতার লীলাতারতম্যে কৃষ্ণলীলাই সুষ্ঠুভাবে কীর্তিত হ'য়েছে। সুতরাং ভাগবতের অঙ্ঘ্রিসেবা প্রয়োজন। অর্চাবিগ্রহরূপে শ্রীমদ্ভাগবত-অর্ক উদিত। এই সূর্যের উপাসনা হওয়া দরকার। কৃষ্ণলীলা-কীর্তনমুখেই ভাগবত-

সূর্যের পূজা—তাঁর অঙিঘ্রসেবা। পাঁচটি অঙ্গের মধ্যে প্রধান অঙ্গ কীর্তন। শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা-কীর্তন ভাগবতে সুষ্ঠুভাবে বর্ণিত হ'য়েছে। সেই ভাগবতের বর্ণনটাই আমাদের অনুশীলন বিষয় হ'ক। কিন্তু এর অধিকারী কে? "যত ছিল নাড়াবুনে সব হ'ল কীর্তুনে। কাস্তে ভেঙ্গে গড়াল করতাল"—যদি সকলে মিলে এরূপ হই, তাতে সুবিধা হ'বে না; অধিকার লাভ ক'রে ভাগবত-অধ্যয়ন ক'র্‌তে হ'বে। তা' না হ'লে বিচার হ'বে,—ভাগবত থেকে কেবলাদ্বৈতবাদ বের ক'রে নেওয়া যা'ক তা' হ'লে ভক্তের হৃদয়ে শেলবিদ্ধ কর্‌তে পারা যাবে। ভাগবত-বিচার-সৌষ্ঠব বিকৃত ক'রতে পারলেই সুবিধা। আবার প্রাকৃতসহজিয়া ভাগবত থেকে ভোগবুদ্ধির সুবিধা খোঁজে। তজ্জন্য ভাগবত বলেন—তাঁর পাঠক সাধু, নির্মৎসর। এতে পরমধর্মের কথা আছে, কোন ইতর ধর্মের কথা নাই। সাধুগণের—মৎসরতাহীন মহাপুরুষদিগের পরমধর্ম ভাগবতে কথিত। ভাগবত—ভোগে আচ্ছন্ন, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ জীবের জন্য প্রস্তুত করা খাদ্য ন'ন। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ বলেন—"ভাগবত বড় খারাপ জিনিষ, একে বাদ দিয়ে বেদান্ত উপনিষদ্ পড়া যাক্। কারণ ভাগবতশ্রবণকারীতে ব্যভিচার উৎপন্ন হ'য়ে তা'কে নরকে নিয়ে যাবে।" কিন্তু যারা ভাগবতকে ঘৃণা করে, তারাই অসাধু ও মৎসর। অজ্ঞতাবশতঃই হ'ক বা রজস্তমোগুণপ্রাবল্য-হেতুই হ'ক, এতে যাদের বিরাগ, সেই ভাগবত বিরোধী সম্প্রদায় এরূপ বিচার ক'রতে গিয়ে অসৎ পাপিষ্ঠের অন্যতর হ'য়ে সাংসারিকভোগহেতু নরকপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভাগবত-বিরোধী সম্প্রদায় ভগবদ্রসকে নিজভোগবিরোধী-জ্ঞানে মঙ্গলের পথ থেকে উল্টো রাস্তায় যাচ্ছেন। ধর্মের নামে নিজেন্দ্রিয়তর্পণপরতা প্রবল ক'রে বাইরে ধর্মের ভাব দেখালে তাঁদের স্থান কোথায়?

ভাগবতে কৈতবহীন পরমধর্মের কথা কথিত হ'য়েছে। বাস্তববস্তুকে জানা-ই সেই পরমধর্ম; তাহা শিবদ—মঙ্গল প্রদ, তদ্দ্বারা ত্রিতাপ উন্মূলিত হবে—ত্রিতাপের মূল উৎপাটিত হ'বে, আর বাড়তে পারবে না, একেবারে নামগন্ধও থাক্‌বে না। কিন্তু ধর্মার্থকামমোক্ষচিন্তায় ত্রিতাপ ঘুরে ঘুরে আসবে। ধর্মার্থ-কামচিন্তায়—ভোগ, সেটা 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি'; আর মোক্ষ—সব ছেড়ে দিয়ে Impersonal হ'য়ে যাব, এই যে জ্ঞানীর চিন্তাস্রোত, তাতে মুক্তির সম্ভাবনা নাই। ভেদরহিত ব্রহ্মবাদে কোনো প্রতীতি নাই, উহা অমূলক কথা। স্বপ্নে বরং তাৎকালিক প্রতীতি আছে; কিন্তু এতে পারত্রিক সত্যতা বা তাৎকালিক সত্যতাও নাই। সেটা বাইরের আবরণ ঠিক রেখে শিষ্টভাষা বলে কেবল ঈশ্বরকে বঞ্চনা ক'রব—মৎসর অসাধুব্যক্তিদিগের এই বুদ্ধি হ'তে জাত।

ভাগবতের " যেহন্যেহরবিন্দাক্ষ", " শ্রেয়ঃসৃতিং" এবং " নৈষ্কর্ম্মমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং" প্রভৃতি শ্লোকে নির্বিশেষ-বিচারকে অবিবেচকের চিন্তাস্রোত ব'লেছেন। বেদান্তের ব্যাখ্যাও এরূপ হ'তে পারে না। সেব্য ঈশ্বরকে নিত্য সেবকের ফল-লাভেচ্ছায় বঞ্চনা করার প্রবৃত্তি হ'তে ভোগ ও ত্যাগ উৎপন্ন। ভোগে ক্ষণভঙ্গুর লোকপ্রাপ্তি আর মুমুক্ষা কাল্পনিক। জড়ের বস্তুগুলি সব থেমে যাক্, এতে আপত্তি নাই, কিন্তু চেতনের বিলাস থাম্‌বে, এটা নিতান্ত অল্পমস্তিষ্কের বিচার। তমোগুণে এরূপ বিচার উত্থিত হয়। 'আমি ঈশ্বর হ'য়ে যাব' এরূপ শ্রুতিবাক্য আছে কি না, তাকে পরিপোষণ করা যায় কি না, বিচার হওয়া দরকার—নিম্নসৃষ্টির ন্যায় মাথাওয়ালা মানুষগুলোর কেন এরূপ দুর্বুদ্ধি হয়? এটা মৎসরতা-জাত। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এই পাঁচটি একত্রিত হ'লে মৎসরতা বা পরশ্রীকাতরতা আসে। কামের অসিদ্ধিতে ক্রোধ। পূর্ণমাত্রায় কামাদি পঞ্চরিপুর দাস্যে অবস্থিত থাক্‌লে মৎসরতা উৎপন্ন হয়। ঐ গুলোর কোন একটা কমালে মৎসরতাটাও খানিক কমে। তা' থেকে মোক্ষ হ'লে তা'রা ভাগবত শুন্‌তে পার্‌বে।

'কৈতব'-শব্দে ছলনা। শ্রীধরস্বামীপাদ 'প্রোজ্ঝিতকৈতব'-শব্দের ব্যাখ্যা ক'রেছেন--"প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ। 'প্র'-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।" ধর্ম, অর্থ, কাম—এই সাধারণ-ফলাভিসন্ধিমূলক ত্রিবর্গ কপটতা, আর মোক্ষ ব'লে জিনিষটা সব চেয়ে বেশী কপটতা। বুভুক্ষায় 'ফেল কড়ি মাখ তেল'—এটা বেশ ধরা পড়ে যাচ্ছে। জ্যোতিষ্টোম, সৌত্রামণি যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বরের আরাধনা ক'রে পশুমাংস খাবে। খাবে খাক্; এখানে ঈশ্বরের অন্তরালে কার্য সিদ্ধ করার কি দরকার? এ তিনটীতেই যে মাত্র ছলনা, তা' নয়। মোক্ষের দুরভিসন্ধি বড় ছলনা— তা'তে হবে কি, কৃষ্ণলীলা বন্ধ হ'বে। উহাতে রুদ্রের দ্বারা বিষ্ণুর সংহার-প্রবৃত্তি। কিন্তু বিষ্ণুর সংহার হয় না, রুদ্রের হওয়া সম্ভব। যেমন বৃকাসুর রুদ্রের কাছে বর নিয়েছিল, সে যার মাথায় হাত দেবে সেই ভস্ম হ'য়ে যা'বে। পরিশেষে বৃকাসুর শিবের নিকটে বর লাভ ক'রে তাঁরই মাথায় হাত দিয়ে রুদ্রকে সংহার কর্‌তে চায়, কিন্তু বিষ্ণু তাঁকে রক্ষা করেন। বস্তুতঃপক্ষে সাযুজ্যমুক্তি(Impersonalism) আত্মবঞ্চনা। তা' থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। মুমুক্ষুর বিচার-কষ্ট ছেড়ে গেলে আনন্দে থাক্‌বে-- সচ্চিদানন্দের সন্ধিনীর প্রতি ব্যাঘাত করা। মুমুক্ষার মধ্যে ফললাভ ইহাই। মুক্তিতে শান্তি ইনিই পা'বেন, আর ভগবান, বাদ যাবেন। এমন ক'রে নিত্যসেব্য বিষ্ণুকে বাদ দেওয়া অসঙ্গত। ইহার তুল্য কপটতা আর নাই। জপ তপ করা, গোপাল-ধ্যান, শেষে আমি সুবিধা ক'রে নেব, ভগবান্ ধ্বংস হ'য়ে যাবেন। নির্বিশেষ

ব্রহ্ম হ'য়ে যাব, শোক মোহ থাক্‌বে না। কাজটা হাসিল করার জন্যই ভগবান্। কাজের সুবিধা হ'লে ভগবানের দরকার নাই। ভোগবৃদ্ধির জন্য ভগবানের সৃষ্টি, ত্যাগ হ'লে পুঁছে ফেলবে। এই ত্যাগের অকর্মণ্যতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এবং অন্যান্য আচার্যগণ দেখিয়েছেন। ধর্মার্থ কামমোক্ষে যাঁদের প্রয়াস, তাঁ'রা অভক্ত। ভাগবত-শ্রবণ তাঁদের ভাল লাগে না, পরমধর্মের কথা ছাড়া অন্য্য কথা ভাল লাগে। সাধুদের নিত্যত্ব বিচার। তাঁ'রা গুণজাত ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেন না। বাস্তব বস্তুকে জানতে হবে। 'চতুর্বর্গের চেষ্টাই শেষ কথা—মনে করা'-রূপ দুর্বুদ্ধি যতকাল আছে, ততদিন পরশ্রীকাতরতা ধর্ম হ'তে অবসর হ'বে না।

বাস্তব বস্তুর বিজ্ঞানই 'শিবদ' অর্থাৎ মঙ্গলদাতা। বাস্তব বস্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন রাধাকান্ত আর বাদবাকী সব অবাস্তব মিশ্র প্রতীতিতে ভরা। রাধা-মদনমোহন, রাধা-গোবিন্দ, রাধা-গোপীনাথের সেবা ব্যতীত সবই অবাস্তব মিশ্র বস্তু-জ্ঞান, ঘুমের ঘোরে সম্পত্তিলাভের ন্যায়। ঘুম ভাঙ্গলে বাস্তব বস্তু জানবে। কে জানবে? —ভক্ত, নির্মৎসর যাঁরা। পরমধর্ম জান্‌লে ফলকামনা থাক্‌বে না। আমি ফল পাব, কৃষ্ণ বঞ্চিত হ'বেন--এটা ভোগী মনুষ্যমাত্রেরই স্বভাব এবং কৃষ্ণবিমুখতা হইতে জাত। কৃষ্ণসেবা বঞ্চিত হ'য়ে অপ্রয়োজনীয় বস্তু (rubbish) মাথায় করছি। বাস্তববস্তুবিজ্ঞান লাভ হ'লে-- Positive (বাস্তব) মঙ্গল পেলে Secondary (নিকৃষ্ট) অমঙ্গল 'হেলোদ্ধূলিতখেদয়া' *(* মহাপ্রভুর অমন্দোদয়-দয়ায়—ভাগবতের আলোকে সর্বপ্রকার খেদ উদ্ধূলিত হয়, হৃদয় হইতে চলিয়া যায়।)বিচারে কোথায় চ'লে যা'বে। দার্শনিকগণ বলেন—দুঃখত্রয়বিঘাতের জন্যই ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকা আবশ্যক। তা'তে তাদের স্বার্থ কি? 'ধর্মেণ গমনমূর্দ্ধম্ তদ্‌বিপরীতং ভবত্যধর্মেণ।'—ধর্মদ্বারা উর্দ্ধগমন, অধর্মদ্বারা তদ্বিপরীত অর্থাৎ অধোগমন হইয়া থাকে। কিন্তু তা'তে পরম মঙ্গল হ'বে না।

'কর্মণাং পরিণামিত্বাৎ আবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।'

(—কর্মসকলের পরিণামত্বহেতু ব্রহ্মার সত্যলোকপর্যন্ত কর্মে অমঙ্গল হইয়া থাকে।) আমি কর্মের কর্তা, কর্ম ক'রে লাভবান্ হ'ব, পরমেশ্বরকে বঞ্চিত ক'র্‌ব! পরমেশ্বর না পাক্, ভাইয়েদেরও দিব না, এই সমস্ত দুর্বুদ্ধি ভোগী-সম্প্রদায়ে আছে। তা'রা মনে করে--ভোগের ব্যাঘাত হ'লে অসুবিধা হ'বে।

বেদ্য সম্বিৎ-শক্ত্যধিষ্ঠিত ব্রজেন্দ্রনন্দন যশোদাস্তনন্ধয় বালগোপাল বা কিশোর গোপালকে পাওয়া দরকার। তিনি পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর, মূল পদার্থ, বাস্তব বস্তু। এটি জানা দরকার। বস্তুর বিশেষণ-'বাস্তব'; বস্তু—যাহা থাকে। থাকা-ধর্মযুক্ত হ'য়ে থাকে যাহা, তাহাই বাস্তব। তাহা কাল্পনিক ব্রহ্ম বা পরমাত্মার অসম্যক্ বা আংশিক ধারণামাত্র

নহে। অবিচিন্ত্যশক্তিমান্ নন্দনন্দন। সাধারণ যুক্তিবাদী বহুদূরে পড়ে থাক্‌বে। ভাগবত পড়া হ'লে, দশম পড়্‌লে, বাস্তববস্তু অনির্দিষ্ট থাক্‌বে না, Abstract (বিমূর্ত) থাক্‌বে না। উহা স্বতঃকর্তৃত্বধর্মবিশিষ্ট। নিত্য আপেক্ষিক ধর্ম (relativity) বাস্তব বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট।

জগতের এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তুর পার্থক্য-নিরূপণে সাম্য ও বৈষম্যের বিচার। কিন্তু মূল বস্তুতে মেপে নেওয়া ধর্ম নাই। যে জিনিষটা থাকে না, তা'র সঙ্গে মূল বস্তুর কি সম্বন্ধ? তবে পূর্বদিন ব'লেছি-অন্বয়ক্রমে সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু তাহা তদ্‌ভাবাবিষ্ট নয়। যেমন 'নারায়ণ'-উপনিষদ্ পড়ে অশ্ব-নারায়ণ, দরিদ্র-নারায়ণ প্রভৃতি বিচার ক'র্‌তে গেলে সর্বনাশ হ'বে। উল্‌টা বুঝ্‌লি রাম। তা' হ'লে পদ্মানীতি *(* পদ্মানীতি। পদ্মা উগ্রসেনের পত্নী। শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত বৃন্দাবন হইতে মথুরায় আসিয়া অত্যাচারী কংসকে বধ করিয়া কংসের পিতা উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসনে বসাইলেন। বৃন্দাবনবাসীগণ কৃষ্ণকে পুনরায় বৃন্দাবনে লইবার জন্য খুব ব্যাকুল হইলেন। কৃষ্ণে গভীর প্রেমই এই ব্যাকুলতার কারণ; কিন্তু পদ্মা তাহা বুঝিতে না পারিয়া মনে করিলেন, নন্দাদি গোপগণ কৃষ্ণকে খাটাইয়া লাভবান্ হইবার জন্যই তাঁহাকে চাহিতেছেন। তজ্জন্য তিনি বলিলেন, কৃষ্ণকে লালন-পালনের জন্য নন্দগোপের যে অর্থব্যয় হইয়াছে, তাহার হিসাব করা হউক। কৃষ্ণ যে উহাদের গবাদি পশু চরাইয়াছে, তাহার পারিশ্রমিকও ধরা হউক। এই পারিশ্রমিক বাদে যাহা থাকে, উহাদিগকে দেওয়া হউক; না হয়, পারিশ্রমিকের টাকা আমরা না-ই লইলাম। উহাদের লালন-পালনের টাকা দেওয়া হউক, তাহা হইলে উহারা আর কৃষ্ণকে চাহিবে না। প্রেমের তাৎপর্য না বুঝিয়া এই যে কর্মকাণ্ডীয় আদান-প্রদানের বিচার, তাহাই পদ্মানীতি।) হ'য়ে যায়। 'তেজোবারিমৃদাং' বুঝ্‌তে না পেরে ঐন্দ্রজালিকের সম্পাদন মনে করা যেতে পারে। কিন্তু সে ভুল দেখাচ্ছে বাহ্যদর্শনে (Seeming sight); লোকে প্রথমমুখে ভুল দেখ্‌ছে। পিতার বাৎসল্যের শাসনদণ্ড দেখে অনেকে ভীত হ'তে পারেন। তাঁরা জানেন না যে, পিতা শাসন ক'রছেন—শিক্ষার জন্য মঙ্গলের জন্য। কিন্তু পিতার বাৎসল্য প্রচুর পরিমাণে তাহাতে আছে। শিক্ষিত হ'লে সন্তানেরই লাভ, পিতার লাভ নাই।

শ্রীমদ্ ভাগবত মহামুণি নারায়ণ ঋষি ব'লেছেন। পরবর্ত্তী সময়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (বেদ) ব্যাসদেব উহা শিষ্যপারম্পর্যে আলোচনার জন্য গ্রন্থাকারে রচনা ক'রেছেন। 'অপরৈঃ কিম্'—অন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই। অন্য কথা ব'লে ফল কি? এতেই সর্বার্থসিদ্ধি। হরি হৃদয়ে অবরুদ্ধ হ'লে বাজে কথা থাক্‌বে না। তখন মহাপ্রভুর কথা 'আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন'—বিষয়টী বুঝ্‌তে পারা যাবে।

সেই জিনিষ আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশিত হ'য়েছিল। তখন তাপত্রয়ের উদয় হয় নাই—ব্রহ্মাণ্ডও সৃষ্টি হয় নাই, সেই সময় ইহা ব্রহ্মা পেয়েছেন। আমাদের সেই বস্তুতে প্রয়োজন নাই। ভগবান নয় যেটা, সেটা হৃদয়ে আস্‌ছে। চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক্ আমাদের ভোগের সাহায্য করুক্। আমি জগৎ ভোগ কর্‌ব। বহির্জগতের জিনিষ পেলে আমার সন্তোষ। অন্যের দ্বারা সন্তোষবিধান করিয়ে আমি সন্তুষ্ট হ'ব। কৃষ্ণের সন্তোষবিধান করার দরকার নাই। এ সকলই সঙ্কীর্ণ পরার্থিতা। উদার পরার্থিতায় উপকার কার কর্‌ব?—যে কৃষ্ণভজন কর্‌বে। ভক্তের সঙ্গে মিত্রতা কর্‌ব। যাঁরা কৃষ্ণকথা বলেন, তাঁদের সেবা কর্‌ব। বিরোধী কথায় অন্যমনস্ক হ'বো। ভক্তের সঙ্গ ই বাঞ্ছনীয়, অভক্ত দুঃসঙ্গজ্ঞানে ত্যাজ্য। তা'দের আক্রমণও কর্‌ব না, তা'দের কোন কথায়ও থাক্‌ব না।

কৃষ্ণ হৃদয়ে অবরুদ্ধ হ'য়ে গেলে পলাতে পার্‌বেন না। 'শুশ্রূষুভিঃ' কৃতিভিঃ ব'লে দুটি শব্দ আছে—যারা খুব সুনিপুণ ও সেবা করেন (শ্রবণ-কীর্তনাত্মিকা সেবা)।

'তৎক্ষণাৎ ও সদ্য' কথাদ্বয় বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। বালক জন্মগ্রহণ ক'রে ক্রমশঃ বড় হ'য়ে সমাবর্তন ক'রে পুত্র উৎপাদন কর্‌বে। তাতে অনেক বিলম্ব। সেরূপ কথা নয়। সদ্য সদ্যই ভগবজ্জ্ঞান ও সেবাধিকার কোন কালবিলম্ব না ক'রে পাওয়া যাবে।

(২৩)

যিনি ভক্তিপথ অবলম্বন কর্‌বেন, তিনি প্রহ্লাদোক্ত—

"শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।।
ইতি পুংসার্পিতা, বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্।।"

(শ্রীপ্রহ্লাদ তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপুকে কহিলেন,—) বিষ্ণুর নাম-রূপ গুণ-পরিকর লীলাকথা শ্রবণ,তাঁহার তত্তৎ কীর্তন, তাঁহার তত্তৎ স্মরণ, তাঁহার পাদসেবন, ষোড়শোপচারদ্বারা তাঁহার পূজন, তাঁহার দাস্য, তৎসহ সখ্যভাব-স্থাপন এবং তাঁহাতে আত্মনিবেদন অর্থাৎ কায়মনোবাক্য-সমর্পণ, —এই নয়টী ভক্তির লক্ষণ; যে ব্যক্তি বিষ্ণুতে পূর্বেই সমর্পণপূর্বক পরে এই নববিধা ভক্তির সাক্ষাৎ অনুষ্ঠান করেন, আমার মতে তিনিই উত্তম অধ্যয়ন বা শিক্ষা করিয়াছেন)

—এই শ্লোকটীর অবলম্বন কর্‌বেন। সমস্ত শাস্ত্র-শ্রবণের ফলই হ'চ্ছে জীবের

ভক্তিমান, হওয়া অভক্তির পথ আশ্রয় না করা। এই জন্য অভিধেয়-বিচারের কথা অসম্প্রসারিত বীজের ন্যায় এই শ্লোকটিতে ('ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ' শ্লোকে) বীজীভূত আছে। এটি সম্প্রসারিত বিচার নয়, ইহা সূত্রাকারে অভিধেয়-বিচার। যেমন প্রথম শ্লোকে সম্বন্ধজ্ঞানের কথা স্বল্পকথায় বলেছেন, অভিধেয়ও সেই প্রকার এইস্থানে কথিত হ'য়েছে। যাঁরা সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট হ'য়ে অভিধেয়ে অগ্রসর হ'ন, তাঁদের সম্বন্ধজ্ঞান পূর্ণতা-লাভের পূর্বে সঙ্গে সঙ্গে অভিধেয়-বিচার হওয়া দরকার। কেবল সম্বন্ধজ্ঞান হ'য়ে থাক্‌লে অভিধেয় বিচারের সুষ্ঠুতা হয় না। কেবলজ্ঞানী-সম্প্রদায়ের যে বিচার, তাতে অভিধেয়ের বিচার অস্থায়ী হ'য়ে গেছে। যদিও কর্মকাণ্ডকে তারা অভিধেয়রূপে নির্ণয় করে, কিন্তু নৈষ্কর্ম্যবাদ—ফলকামনা-রাহিত্যই তাঁদের উদ্দেশ্য। তা'তে যে ফল-কামনা-সাহিত্য যথেষ্ট আছে, তা' সূচতুর ভক্তগণ তাদের নয়নে অঙ্গুলি দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে থাকেন। মুমুক্ষা-ধর্মে যে শান্তির প্রয়াস, তা' কৃষ্ণভাব-বর্জিত আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত কিছুই নয়। " যেহেতু জড়জগতে ত্রিবিধতাপে সন্তপ্ত থাক্‌তে হয়, সুতরাং গুণজাত জগতের অমঙ্গলের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার; ত্রিপুটীবিনাশ কর্‌লে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতৃবিচার না থাকলে আমাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাক্‌বে না, আত্মবিনাশ সুষ্ঠ, ভাবে হ'তে পার্‌বে"—এর নাম মায়াবাদ। মাপ্‌তে মাপ্‌তে মাপা ছেড়ে দিতে গিয়ে জ্ঞাতৃত্বধর্মরহিত হ'য়ে যাওয়া। যেমন শাক্যসিংহের বিচার—চেতনধর্মরহিত হওয়াই মুক্তি; কিন্তু চেতনধর্মের পূর্ণবিকাশ সেই বাস্তব বস্তুতে এখনও আছে, পরেও থাক্‌বে। এদের বদ্ধ অবস্থা কিরূপে হ'য়েছিল, মুক্ত অবস্থাই বা কি হ'বে এঁরা বুঝতে পারেন না। তাঁদের যে মুক্তির বিচার সে কথা আদৌ সঙ্গত নহে। এজন্য ভাগবতে—

> যেহন্যেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন, স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
> আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ 'পতন্ত্যধোহনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।। (ভা ১০।২।৩২)
> তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্, ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
> ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া, বিনায়কানীকপমূর্ধসু প্রভো।। (ভা ১০।২।৩৩)

(যদি কেহ বলেন,—"ভগবৎপাদাশ্রয়ের প্রয়োজন কি? শুষ্কজ্ঞানের দ্বারাই ত' ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়।" তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিতেছেন,—) হে পদ্মলোচন! অপর যে সকল ব্যক্তি নিজদিগকে 'মুক্ত' বলিয়া অভিমান করেন, আপনাতে তাঁহাদের প্রীতি না থাকায় তাঁহারা মলিনচিত্ত। সেই সকল ব্যক্তি অতিশয় কষ্টে মোক্ষসন্নিহিত প্রদেশে অধিরোহ করিলেও আপনার পাদপদ্মকে অনাদর করায় তথা হইতে অধঃপতিত হন।

হে মাধব! হে প্রভো! আপনাতে প্রীতিসম্বন্ধযুক্ত পরমভাগবতগণ কখনও সুপথভ্রষ্ট

হন না, বরং তাঁহাদের সর্বতোভাবে সুরক্ষিত হইয়া নিঃসঙ্কচিত্তে বিঘ্নোৎপাদনকারিগণের পালক-সমূহের মস্তকের উপর পদ প্রদানপূর্বক বিচরণ করিয়া থাকেন।)

ভক্তের বিচার ক্ষুদ্র নয়। অহংগ্রহোপাসনা তাৎকালিক বিচার মাত্র, জগতের আহৃত জ্ঞানদ্বারা বহির্জগতের বিচার অবলম্বন করে অগ্রসর হওয়া অর্থাৎ জগতের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে অগ্রসর হ'য়ে তার পরিহারেচ্ছা। পরিশেষে উহাতে কিছুই থাক্‌বে না—এই সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু পূর্ণজ্ঞানময়বস্তু আছেন এবং নিত্যকাল থাক্‌বেন। ইহার বিরুদ্ধে অভিযানে প্রবৃত্ত হওয়া সমীচীন নহে। সূর্যের আলোককে নষ্ট করা যায় না বা আবরণদ্বারা সূর্যকে আচ্ছাদন করা যায় না। ছাতার বহির্ভাগে রশ্মি আসে। আর ছাতাকে সূর্যের কাছে নিয়ে যাওয়া যায় না। ব্রহ্ম অজ্ঞ হ'য়ে জীব হ'য়ে গেছেন, এরূপ কথা নয়। যেহেতু তা' হ'লে ব্রহ্মাতিরিক্ত অজ্ঞতার দ্বিতীয় অধিষ্ঠান স্বীকার কর্‌তে হয়। জীব ব্রহ্মৈকবাদে যে অজ্ঞতা, যা রামানুজ বেদার্থ সংগ্রহে 'পরোপাধ্যালীঢ়ং', 'ভ্রমপরিগতং' প্রভৃতি মত বর্ণন ক'রেছেন, তাতে ব্রহ্মবস্তু মায়ার দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার দরুণ অজ্ঞতা লাভ ক'রেছেন, সেরূপ কথা নয়। তা থেকে মানবজাতিকে অবসর দেওয়া উচিত। তাদের বুদ্ধি প্রসারিত হউক— তারা ভক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করুক। "তথা ন তে মাধব" শ্লোক আলোচনা কর্‌লে জান্‌তে পারি যে, ভগবান্ জীব-নিত্য সত্তাকে চিরদিনই সংরক্ষণ করেন।

আমরা ইহজগতে বিঘ্নবিনাশের জন্য গণপতির উপাসনা করি; বিঘ্ন বিনষ্ট হ'লে ভোগেরই পূর্ণতা লাভ হবে; কিন্তু সেটা ভক্তিপ্রতিকূল বিচার। এজন্য মহাবিষ্ণু নৃসিংহদেবের আনুগত্য কর্‌লে জড়জগতের বিঘ্ন-নিবারণ-চেষ্টাকে বালচাপল্য মাত্র ব'লে জানা যায়। গণেশের পূজা কর্‌লে সিদ্ধি, তা'তে জগতের অসুবিধা বাদ দিয়ে অর্থ-প্রাপ্তি-জাগতিক প্রয়োজন লাভ অর্থাৎ ভাল রকম ভোগী হ'তে পারি। জগৎ বুদ্ধিমান্ লোকের থাকার জায়গা নয় ব'লে গল্প শুন্‌লে হ'বে না। এখান থেকে অবসর নেওয়া দরকার। আর যদি অবসর না নিয়ে ইহজগতের উন্নতিকামী হ'য়ে উদয়াস্ত পরিশ্রম করি, তা' হ'লে কি পাব? কনক, কামিনী, না হয় সাধু ব'লে সম্মান পাব। কিন্তু এই তিনটাই ত' ঘৃণ্য জিনিষ। ভক্তির উদয়ের পূর্বেই মানুষ সমঝদার হ'য়ে বুঝতে পারে, এই তিনটাই প্রয়োজনীয় জিনিষ নয়। মোক্ষই বা কি জন্য? তাতে আমারই সুবিধা হোক, অন্যে অসুবিধায় থাক্ এরকম দুরাশার বশেই মুক্তিপিপাসা হয়। সাযুজ্য ব্যতীত অন্যপ্রকারে লোকের মুক্তি হ'লে পাছে তার প্রতিযোগী হয়, অন্যলোক ঈশ্বর হ'লে ওর মুস্কিল, এজন্য তাদের মুক্ত হবার চেষ্টা নাই। যেমন বাউল-সম্প্রদায়ে ভোগ্যবস্তু নিয়ে পরস্পরে প্রতিযোগিতা। কিন্তু সাপত্ন্যভাব একেবারে

পরিহৃত হ'য়েছে রাসস্থলীতে। প্রত্যেক গোপী তাঁদের ভজনীয় বস্তুকে নিয়ে আনন্দে মণ্ডলীনৃত্য ক'রেছেন। অনূঢ়া, পরোঢ়া প্রভৃতি গোপীগণ আর্যপথ স্বজন পরিত্যাগ ক'রে কৃষ্ণপাদ পদ্মে এসে উপস্থিত। মায়াবাদীর কপটতা ধরা প'ড়েছে এই রাসস্থলীতে। পাওয়া জিনিষটার মাধুর্য কিরূপ, তা মুক্তাবস্থায় বুঝতে পারা যায়। কৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা অনুগ্রহ কার প্রতি তা' জানা দরকার। গোপী বা যূথেশ্বরী হওয়ার অভিমান ক্ষুদ্র চেষ্টা কিন্তু রাধিকার পাল্য কিঙ্করী অভিমানই বড় কথা। ভক্তি প্রচুর পরিমাণে লাভ হ'লে কুণ্ডতীরে নিত্য স্থান আছে জান্‌তে পারি। চৈতন্যদেব যে সকল কথা ব'লেছেন, সেটা এস্থলে জান্‌তে পারি। অবশ্য এসকল কথা ভাগবতে ভাল ক'রে প্রবেশের পরের কথা।

অনেকেই ভাগবতে রাধিকার নামের অনুসন্ধান নিয়ে ব্যস্ত হন। কেউ ভ্রমে প'ড়বেন না যে, ভাগবতে রাধার নাম নাই; তার থেকে ঢের বেশী বিচার আছে। 'যদি ওঁর নামটা পাই, তা হ'লে সব অধিকার লাভ ক'রেছি, ভাগবত পড়া হ'য়ে গেছে'—— এরকম দুর্বুদ্ধি আসে। যদি "অনয়ারাধিতো নূনং" বা রাসস্থলীর তাৎপর্য বোঝা হ'য়ে থাকে, তা' পরিপাকের পর জীর্ণজাতীয় ত্যাগের বস্তু হ'য়ে যাবে। যা' খাই, তা' নির্গত হ'য়ে যায়, ওগুলো পড়া হয়ে গেলে——'বাজি মেরে দিয়েছি' বিচার হ'লে কৃষ্ণ নিত্যানুশীলন খতম হ'য়ে যাবে। তা' অপেক্ষা আস্বাদ্য পদার্থ ক্রমে ক্রমে আস্বাদন করা ভাল। যেমন স্যাকারিন্ (saccharine আলকাতরা ইহাতে উদ্ভূত চিনিজাতীয় জিনিষ) খুব বেশী মিষ্ট, একেবারে খেতে বিস্বাদ হয়, dilute ক'রে অর্থাৎ খুব অল্প পরিমাণ, বেশী পরিমাণ জল বা দুধের সহিত মিশিয়ে ক্রমে ক্রমে আস্বাদন করা দরকার, sound এর (শব্দের) -vibration (একবার এদিক্, আর একবার ওদিক্ দোলান) অতিরিক্ত বা কম হলে শুনা যায় না, range (মনের ধারণ-ক্ষমতা) অনুসারে শ্রবণের সুবিধা হয়; অতিরিক্ত ভোজনে উদরাময় হয়, যোগ্যতানুসারেই খাদ্যগ্রহণ করা দরকার।

যাবতা স্যাৎ স্বনির্বাহঃ স্বীকুর্যাত্তাবদর্থবিৎ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ।। (নারদীয় পুরাণ)

(যে পরিমাণ বিষয় স্বীকার করিলে নিজের প্রয়োজন নির্বাহ হয়, অর্থজ্ঞ পুরুষ তৎপরিমাণমাত্র স্বীকার করিবেন, কিন্তু তাহার আধিক্য অথবা ন্যূনতাক্রমে পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়।)

(২৪)

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং, তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম।

ভৃত্যার্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং, বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।।
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং, ধর্মিষ্ঠা আর্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্ বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।।

(ভা ১১।৫।৩৩-৩৪)

প্রথম শ্লোকটিতে যে প্রণামের কথা বর্ণিত, এটি সম্বন্ধজ্ঞানবিষয়ে, আর দ্বিতীয়টিতে অভিধেয় বিষয় বর্ণিত আছে; অর্থাৎ সাংসারিক ভোগের জন্য যারা ব্যস্ত অথবা ত্যাগমুখে মায়াবাদগ্রহণে ব্যস্ত—তাদের এই দুই প্রকার বৃত্তি পরিত্যাগ ক'রে যে মহাপুরুষ দয়িতের ঈপ্সিত নিজ-সেবার বিচার নিজে জানাবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন এবং জগতে আর্যবাক্য অনুসরণ ক'রে যে প্রকার বিষয়বস্তু আস্বাদন করা আবশ্যক, তা'র আদর্শ প্রদর্শন এবং নিজেও রসাস্বাদন করেছিলেন, সেই মহাপুরুষকে বন্দনা করি।

অভিধেয়বিচারে ভাগবত যে কথাটি ব'লেছেন—"ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র ইত্যাদি" অর্থাৎ কি উপায় অবলম্বন ক'রলে সেই ভগবদ্‌বস্তু আমাদের লভ্য হন, বাধাসকল অপসারিত ক'রে সেই বস্তুর সেবা-লাভ ঘটে, বস্তুবিষয়ক অভিজ্ঞান এবং তজ্জন্য যে ফললাভ, আনুষঙ্গিকভাবে ত্রিতাপের উন্মূলন এবং বাস্তব মঙ্গললাভ ঘটে, সেই বিষয় চতুর্বর্গফল প্রার্থনা নিরাস ক'রে প্রকৃত প্রস্তাবে নির্মৎসর ও সাধুগণের যে পরমধর্মানুশীলন, সেই কথাটি ভাগবতের এই দ্বিতীয়শ্লোকে বর্ণিত হ'য়েছে। আমাদের অসাধুতা অর্থাৎ নিত্য বৃত্তি হ'তে পৃথক্ থাকার যে বিচার, তা'তে আমরা তাৎকালিক পারিপার্শ্বিক কতকগুলি-বৃত্তি-চালিত হ'য়ে বিপথগামী হ'চ্ছি বা উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হ'য়ে ভগবৎপ্রীতি বাদ দিয়ে নিজপ্রীতিসাধনের জন্য যত্ন ক'রছি; তা'তে কর্মবাদ বা জ্ঞানবাদ আসে। কর্মপ্রবৃত্তিতে ইহজগতে বাস এবং পার্থিব বিচারের মধ্যে আবদ্ধ থাকা হয়, তাতে বাস্তবিক সাধন সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয় না। আমরা যখন দেখি যে, কংসের ন্যায় অসুর কৃষ্ণকে ধ্বংস করার জন্য ইহজগতে যত্নবিশিষ্ট, কৃষ্ণ তাকে বধ ক'রলেন, তখন আমরা মনে করি,—"প্রকটলীলায় যেরূপ অসুর-বধ, সেরূপ অপ্রকটলীলায়ও নিত্যকাল থাকবে, কৃষ্ণের অসুবিধা হবে, সেই কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ ক'রলে কোনসময় হয়ত অসুর প্রবল হ'য়ে ব্যাঘাত করে ব'সবে, তা'হ'লে উপদ্রুত কৃষ্ণ বলবান্ নহেন।" তা'তে বিচার এই—এখানে দেবতার মূর্তি অর্চাতে স্থাপিত হয়, দেখি—এঁরা কথা কইতে পারেন না, ভাবের সমর্থন করেন না, আমরা যে ভাব প্রকাশ করি, তা' সমর্থন ক'রতে পারেন না; তাই বলি—এরকম অর্চাকে দেবতা স্বীকার করা প্রয়োজনীয় নয় অর্থাৎ আমরাই অর্চা স্থাপন করি এই সব দ্রব্যাদি দিয়ে, এতে যে চেতনধর্ম আছে, এটি বুঝতে পারি না। আর অপ্রকটলীলায় কংস-অঘ-বক-পূতনাদি অসুরগণের চেতনধর্ম

থাক্‌লে সব সময় ত' কৃষ্ণের অসুবিধা ঘটাবে। কিন্তু আমরা শুনেছি, যেখানে ভগবান্‌, সেখানে মায়িক বিক্রম বা মায়ার অধিষ্ঠান নাই; যেখানে মায়া, সেখানে ভগবৎপ্রীতির অভাব—"ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি"।

ভগবান ইচ্ছাক্রমেই মায়ার অধিষ্ঠান। মায়িক রাজ্যে থাকা-কালে ভগবদ্দর্শন হয় না। এখন যে অবস্থা, তাতে ভগবদ্দর্শন সুদুর্লভ। অপ্রকটলীলায় যে ভগবানের অবস্থান, তা' মায়ায় থাকা। বুদ্ধিকালে গোচরীভূত হ'চ্ছে না। সেখানে' মেপে নেওয়া' বুদ্ধি যাবে না।

এখানে যেমন অর্চাবিগ্রহে চেতনধর্ম নাই ব'লে বিচার বা সেখানে কংসাদির চেতনধর্ম থাক্‌লে বিপ্লব উপস্থিত ক'রবে, চিদ্রাজ্যে অবরতা প্রকাশ ক'রবে, এরূপ আশঙ্কা হয়, তাতে ব'লছেন, নিত্য অপ্রকট লীলায় অভিমন্যু প্রভৃতি কৃষ্ণভোগের ব্যাঘাতকারীর অধিষ্ঠান নাই। এখানে যেমন চিত্র, তাতে বস্তুর অধিষ্ঠান নাই, সেখানে সেইপ্রকার কংসাদি পুত্তুলের আকারে আছে, তা'দের চেতনধর্ম নাই। শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ ভক্তিসন্দর্ভে ব'লেছেন, নিত্যলীলায় সেই সকল অসুর-ধর্মাবলম্বী কৃষ্ণবিরোধী জিনিষগুলির অস্তিত্বে অচেতনতামাত্র আছে। ইহ জগতে যেমন আমরা অর্চাতে অচিৎ-মিশ্র-দৃষ্টিতে চেতনধর্ম দেখ্‌তে পাই না, তেমনই মুক্ত হ'লে সে জগতে অবরতা, হেয়তা প্রভৃতি দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। কিন্তু ভগবানের প্রীতিসম্পাদক পাঁচপ্রকার ভৃত্য সেখানে পূর্ণচেতনাবস্থায় আছেন। এখানে পাঁচপ্রকার মিশ্র-চেতনধর্মবিশিষ্ট ব্যক্তি কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে ভোগ ক'রছে। সেখানে শুধু ভগবান্‌ ও তদাশ্রিত ব্যাপার। এখানে অনুপাদেয়তা, সেখানে উপাদেয়তা। অবিমিশ্র চেতনরাজ্য ও মিশ্রচেতনরাজ্যে পার্থক্য আছে। মিশ্রচেতনরাজ্যে চেতনধর্ম থাক্‌লেও স্বতঃকর্তৃত্ব-ধর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালন ক'রতে পারে না। যেমন ইলেকট্রিক পাখাতে আর শক্তি না এলে তা নড়বার ক্ষমতা থাকে না, সেইরূপ শরীরে চেতনধর্ম না এলে সেটা খোসামাত্র। এখানে অচেতনের ভিতরে চেতনের বিকাশ—চিদ্‌চিন্মিশ্রভাব।

এখানকার অচিৎ স্থূল-সূক্ষ্মভাব সেবাবৈমুখ্যবশতঃ পরব্যোমে যেতে পারে না। সেখানকার অবিমিশ্র চেতনধর্ম এখানে আস্‌তে পারে না। আস্‌তে হ'লে জড়ের আকারবিশিষ্ট দ্রব্যের গৃহীত সংগ্রহ ক'রে সূক্ষ্ম উপাধি কল্পনা ক'রে থাকে। যেমন দয়া ব'লে যে শব্দটি, তা'তে আমরা আলোচনা ক'রতে পারি, একজন দান ক'রছেন, একজন গ্রহণ ক'রছেন। চিত্তে দয়াবস্তুটির মূর্তি না থাক্‌লেও চিত্তে উদিত ভাবের দ্বারা জান্‌তে পারছি। বহির্জগতের সংগৃহীত ভাব স্থায়ী নয়, পরিবর্তিত বা বিকৃত হয়; সেখানে পরিবর্তনশীলতা নাই, নিত্য ধর্ম বিরাজমান। নিত্যবস্তুর মালিক ও তদধীন

সম্পত্তি—সব চেতনময়; তা'তে অচেতনতা—অবরতা বা অসম্পূর্ণতা নাই। এখানে পূর্বাপর স্মৃতির উদয় নাই, বর্তমানটাই কেবল জানি, বর্তমান নিয়েই বিচার ক'রতে পারি। সেখানে সব জিনিষ নিত্যকাল আছে, জ্ঞান সংগ্রহ ক'রে নিতে হয় না। এখানে যেমন শিশুকে ক্রমে ক্রমে জ্ঞানলাভ ক'রে নিতে হয়, শিশু অপেক্ষা যুবক অধিক জ্ঞান সংগ্রহ ক'রে থাকে, তদপেক্ষা বৃদ্ধ আরও অধিক জ্ঞান সংগ্রহ ক'রে, সেখানে সেরূপ নয়। সমগ্র জিনিষের পূর্ণ সমাবেশ আছে, কোন অভাব নাই। আর অভাব ব'লে যা আছে, তা'তে পূর্ণতার বা আনন্দের অভাব নাই, অভাবে পূর্ণতা সাধিত হ'চ্ছে। ওখানকার বাস্তব বিচিত্রতা এবং এখানকার বিচিত্রতার সৌসাদৃশ্য থাক্‌লেও দুইটি এক নয়। এদেশের অবরতা—ধর্ম, ক্লেশ, অসম্পূর্ণতা সে দেশে নিয়ে যেতে হ'বে না। বিচিত্রতাপূর্ণ ভাবসমূহ সেখানে পূর্ণমাত্রায় আছে। এতদ্দেশে সাহিত্য, অলঙ্কার শাস্ত্রে যে রসের আলোচনা, পঞ্চমুখ্যরস ও সপ্তগৌণরস এখানে যেমন বাধা-প্রাপ্ত হয়, সেখানে তা' নয়; প্রত্যেক বস্তুর নিত্যতা আছে, অজ্ঞান প্রবেশ ক'রতে পারে না, একের সাহায্যে অন্যের কিছু করতে হয় না। ইতরব্যোমের হেয়তা, অবরতা বা অপ্রার্থিত (দুঃখ কষ্ট প্রভৃতি) ব্যাপারগুলির দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে সেখানে যেতে হয়। সেখানে পূর্ণতা ও পরমচমৎকারিতা আছে, কিন্তু আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি না—যেমন মেঘে আবৃত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী। আবরণকারী আবৃত বস্তুর সান্নিধ্য লাভ করে না। কিন্তু আমরা আবরণকারীর কথা নিয়ে ব্যস্ত থাকি, আবৃত বস্তুকে দেখ্‌তে পাই না।

সেবা-চেষ্টার ব্যাঘাত হ'লে অহঙ্কার-বিমূঢ়তাবশে প্রভু হ'বার যত্ন হ'লে, গুণজাত জগতে বাস হয়। রজসত্ত্বাদিগুণদ্বারা আচ্ছন্ন হ'লে হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিতের কারুণ্য উপলব্ধির বিষয় হয় না। শক্তিত্রয়ের কথা বর্ণন ক'রতে গিয়ে মিশ্রগুণবিচারে বিচিত্রতা-কারিণী শক্তিকে এরই পর্যায়ভূক্ত করি। কিন্তু নির্মৎসর ও সাধুগণ এ সকল অসুবিধায় পড়েন না, তাঁরা পরমধর্মে অবস্থিত, পরশ্রীকাতর নন, সকলেই ভগবৎপরায়ণ। ভগবৎস্মৃতিরহিত ব্যক্তিগণের মধ্যেই পরশ্রীকাতরতাধর্ম অবস্থিত। কামাদি পঞ্চবিধ অমঙ্গল ভৃত্যধর্মে নিযুক্ত হ'লেই পরশ্রীকাতরতা আসে। অপরের কেন সুখ হ'বে, আমিই সুখকে একচেটে ক'রে নেব, এজন্য 'আপন নাক কেটে পরের যাত্রাভাঙ্গা' ন্যায় অবলম্বন করি। পরমধর্মের আলোচনা প্রত্যেক মনুষ্যের কর্তব্য। আমি কামী হ'ব, ক্রোধী হব, লোভী হ'ব, প্রমত্ত হ'ব প্রভৃতি বিচারপ্রণালী হ'তে অবসর গ্রহণ করা কর্তব্য। কামুক, ক্রোধী, লোভী, মূঢ় বা প্রমত্ত হ'বার যোগ্যতা এখানে আছে; ঐ গুলোর সমষ্টি একীভূত হ'লে মৎসরতা আসে। যদি এগুলোর সেবা না করি, তা'

হলে মৎসরতা থাক্‌বে না। কিন্তু বর্তমানে বড়ই প্রয়োজন হ'য়েছে, কামাদি রিপুকে সাজিয়ে তা'দের চাকরী করা; ভগবানের সেবা ক'রবে না। যাঁরা ভগবানের সেবা না করেন, তাঁরা রিপুষট্‌কের দাস। মৎসরদের ইতর ধর্ম যে সকল শাস্ত্রে আলোচিত হয়, তা'তে বাস্তববস্তুর অভিজ্ঞান পাওয়া যায় না। ভাগবতেই বাস্তববস্তুর অভিজ্ঞান আছে। বস্তুপ্রতিম 'পদার্থ' আমাকে ভোগা দেয়, বিপথগামী করে। নির্মৎসর ও সাধুদের পরমধর্ম নিত্য বর্তমান, চেতনধর্মযুক্ত, তাঁ'রা নিত্যের প্রতি সেবাচেষ্টাবিশিষ্ট, অনিত্যের জন্য চেষ্টা নাই। কিন্তু কর্মের ফলসকল অনিত্য, যেমন--কর্পূর বা স্পিরিটজাতীয় দ্রব্য মুখখোলা থাক্‌লে উড়ে যায়, তদ্রূপ কর্মার্জিত দ্রব্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়--ধ্বংস হয়। এদেশের স্বভাবই এই। অনিত্য —যা নিত্য স্থিতিবান্ নয়, তা'তেই আমাদের আগ্রহ। আমরা ভবিষ্যৎ দেখি না। ছিদ্রবিশিষ্ট পাত্রে জল রাখলে যেমন সব গ'লে পড়ে যায় বা বানর যেমন ধান সংগ্রহ ক'রে বগলে রাখে, আবার সংগ্রহ ক'রতে গেলে সেটা পড়ে যায়, সেই রকম ক্ষয়িষ্ণু জিনিষের জন্য যে সংগ্রহ- চেষ্টা, তা' ক্ষয়প্রাপ্ত হ'য়ে যায়, সংগ্রহকার্য সফল হয় না বা সে সাফল্যটাও অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার। যাঁরা নিত্যত্বের আলোচনা করেন, তাঁদের রিপুষট্‌কের ভৃত্যত্ব করা কর্তব্য নয়। আমাদের বর্তমান অবস্থাকে পরিবর্তন ক'রে অন্য অবস্থায় নীত হব, এটাও চাঞ্চল্য মাত্র। পরিবর্তনশীল বস্তুর সংগ্রহের জন্য যা'দের উৎকট পিপাসা—নিত্যানিত্যবিবেক যা'দের হয় নি, তা'রা কর্মরাজ্যে নিজেন্দ্রিয়প্রীতিজন্য মৎসরতা–ধর্মে অবস্থিত হ'য়ে অন্যের ক্ষতি ক'রতে ব্যস্ত। নির্মৎসর না হ'লে পরমধর্মের কথা কাণে আসে না। যেটা নৈষ্ফল্য উৎপাদন ক'রবে, মৃত্যুই যার শেষ বরণীয়, তা'তে ব্যস্ত থাকা বুদ্ধিমানের কার্য নয়। আপাতসুখ বা দুঃখের জন্য ভবিষ্যদ্দর্শীর চেষ্টা নাই। যে জিনিষের স্থায়ীত্ব বিধান ক'রতে পারবো না, নিজের নিজদলের বা একটা লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য সেই সকল অনিত্যের সেবা ক'রবো? চিদচিৎ বিবেক ব'লে একটা ব্যাপার আছে; বুদ্ধিমান্ লোকমাত্রেরই তা' চিন্তনীয় হওয়া দরকার। ৩০ বৎসরে যে জ্ঞান সংগ্রহ করা যায়, ৫০ বৎসরে তদপেক্ষা অধিক জ্ঞানলাভ হয়, আবার তদপেক্ষা ৩০ বৎসরের জ্ঞান আরও বেশী, এইরূপ জগতে যে যতদিন বেশী বাঁচবে, জ্ঞানের অভিজ্ঞতা তা'র তত বেশী বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু তাও অসম্পূর্ণ। পূর্ণ- চেতনের যে জ্ঞান, সেটা সেই দেশ থেকে আসে, এদেশে তা' দুষ্প্রাপ্য। ২০০।৫০০ বছরের চেষ্টা-দ্বারাও এদেশে নিত্যকালের জ্ঞান লভ্য হয় না। Epistemological discrepancy (শব্দ-জ্ঞানের বৈপরীত্য) জ্ঞানস্বভাব-নির্ণয়ে বিপ্লব আনয়ন করে। সাধারণ ধার্মিক সম্প্রদায়ের বিচার সুষ্ঠু নয়। এজগতের ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান সাফল্যমণ্ডিত হয়

না; কিন্তু নির্মৎসর সাধুদের জ্ঞান এরকম জিনিষ নয়। সমীমধর্মের জ্ঞানসংগ্রহ-চেষ্টা নৈষ্ফল্য আনে। বিবেক হ'লে সন্ধিনী-সম্বিদ্-হ্লাদিনীশক্তি মদ্‌বিগ্রহ ভগবানের জ্ঞান লাভ হয়। সুখৈষণায় ব্যস্ত থাক্‌লে ত্রিতাপ উন্মূলিত হয় না, তা'তে সন্ধিনী বিপর্যস্ত হয়। জড়ানন্দে মত্ত হ'লে হ্লাদিনী নানাপ্রকারে বাধাপ্রাপ্ত হয়। দুঃখই এদেশের Normal condition (স্বাভাবিক অবস্থা); এখানে দুঃখকে কম করা বা অভাব পূরণের চেষ্টাকেই আমরা সুখ বলি। সভ্যতাচালিত বুদ্ধিতে নিজের সুখচেষ্টা বা স্বার্থপরতা বর্তমান। বর্তমান সভ্যতা-সম্বন্ধে যে বিচার, তা'তে বুঝতে পারা যায় যে, বর্বর জাতি নিষ্ঠুর, সভ্যগণ অনিষ্ঠুর; মানবের সৌখ্যসম্পাদনই এই সভ্যতার উদ্দিষ্ট বিষয়। কিন্তু সভ্যতার নামে যে বর্বরতা সেটি পরশ্রীকাতরতায় লক্ষ্য করি। আমার Doxy (মত) টা Orthodoxy (স্বধর্মপরায়ণতা—ঠিক মত) অন্যের (মত) Heterodoxy (অধর্মপরায়ণতা—ঠিক নহে); তাতে শক্তিত্রয়ের ধারণার অভাব হেতু অসুবিধা আছে। ওটা থেকে ছুটী পাওয়া দরকার।

(২৫)

পরমেশ্বর বাস্তববস্তু; তিনি বিশ্বের পদার্থ নন। যেমন আকাশ-এর Specific designation--- ধারণা যোগ্য ব্যাপার নাই। এইটুকুমাত্র ধারণা হ'তে পারে যে, এটা অন্য জিনিষকে ধারণ ক'রতে পারে; কিন্তু এটা ন্যূনাধিক খণ্ডিত ঘটাকাশের ধারণা; সম্পূর্ণ ভূতাকাশের ধারণা করা যায় না। তিন-এর আয়তনের ধারণা হ'য়ে থাকে, চার-এর আয়তনকে Infinity or Impersonal Phage ব'লে ছেড়ে দিই। মূলবস্তু পরমেশ্বরই বাস্তবদেদ্য। মৎসর হ'লে Special scholastic training হ'তে থাকে—রুচির অনুকূলে কামক্রোধের দাস্যই হ'য়ে যায়।

বেদ্য—যাঁকে জানা উচিত, সেটি বাস্তববস্তু চাই—যাঁকে জানা হ'বে, তাঁর প্রকৃত অস্তিত্ব থাকা চাই এবং তা' জড়ের স্থূল সমাহৃত সূক্ষ্মপদার্থ মাত্র নয়, Absolute ব'ললে যাঁকে বুঝায়, সেই বস্তু। সীমা বিশিষ্ট হ'লে—বহির্জগতের Relativity নিয়ে ঘুরে বেড়ালে ইন্দ্রিয়জ্ঞান দিয়ে সংগ্রহ করা জিনিষকে ঈশ্বর সাজান হয়। এটা বিরুদ্ধ জিনিষ। মঙ্গলপ্রদ-বাস্তববস্তু-বিজ্ঞানে হেয়তা নাই। এজন্য 'শিবদ' বলেছেন, যাঁতে কামক্রোধাদির কোন হেয়ত্ব নাই, অথচ ঐসকল বস্তু তাঁ'তে পূর্ণরূপে বর্তমান। 'তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা।' সেটাকে অপস্বার্থ-বিজৃম্ভিত-স্থানীয় দোষদুষ্ট ব্যাপার মনে করা উচিত নয়। ঘৃণ্য জুগুপ্সা -রতির বিষয় তাঁ'তে নাই ব'ললে

অপূর্ণকে ঈশ্বর ব'লে খাড়া করা হয়। তাঁকে Restricted করা—তাঁ'র হাত পা বেঁধে ফেলা, চোখ খালি, নাক কাটা, কাণ বধির ক'রে দেওয়া প্রভৃতি ব্যাপার পূর্ণবস্তুর প্রতি আক্রমণ বা বিদ্বেষ। ঈশ্বরকে চিরবিদায় দিয়ে অন্যবস্তুতে ভোগবুদ্ধি যতকাল বর্তমান থাকে, ততদিন ঈশ্বর কি বস্তু, জানা যায় না। তিনি আমাদের খানাবাড়ীর রাইয়ত, বাগানের মালী, চাকর, খাজাঞ্চী বা ইন্দ্রিয়তর্পণের সুখবিধানকারী নন। পরছিদ্রানুসন্ধান কারী বা পরপ্রশংসাকার্যে ব্যস্ত ব্যক্তির বিচার হ'তে উত্তীর্ণ হ'তে হ'বে—মানব -বিচারকে প্রসারিত কর্‌তে হ'বে। আংশিক Nonabsolute এর বিচার থেকে ত্রাণ পেতে হ'বে।

সাধু ও নির্মৎসরগণের পরমধর্ম ভাগবতে বেদ্য। তাঁ'রা ইন্দ্রিয়তর্পণ মাত্র নিয়ে ব্যস্ত নন। মানব হিতার্থী-শ্রেণী মনুষ্যজাতির ইন্দ্রিয়তর্পণের বিচার নিয়ে আবদ্ধ। কিন্তু বিশ্বহিতরত হওয়া দরকার। যেমন শ্বেতাম্বর দিগম্বরের বিচারে দেখতে পাওয়া যায়—প্রাণিমাত্রেরই উপকার করা দরকার; কিন্তু দেহ মনের উপকার নয়। সকলের সুখোৎপাদন ক'রলে ভগবান্ নারাজ হ'বেন না। তবে 'গরু মেরে জুতো দান' এর নামে যে পরোপকার, সেটার মধ্যে মৎসরতাই বর্তমান। উহা গোবধ ছাড়া আর কিছুই নয়। একজনের উপকার ক'রতে গেলে আর একজনের হিংসা হয়। কা'রা উপকার ক'রতে পারে? যারা অপকার ক'রবে না, সেই নির্মৎসরগণ। কিন্তু আজকালের লোকের উপকার ক'রলে তার প্রতিদানে অপকার করাই তা'দের স্বভাব। যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয় ব'লতেন, "আমি ত' তোমার কোন উপকার করি নাই, তবে তুমি কেন আমার অপকার ক'রলে? বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির মধ্যে যে চিন্তাস্রোত—পরের উপকার করা, সেটা দুধকলা দিয়ে সাপ পোষা। ঈশসেববর্জিত প্রাণিমাত্রেই বিশ্বাসঘাতক।

বাস্তবসত্যের সেবানুসন্ধান পরিত্যাগ ক'রে বাজেকাজে দিন কাটান' বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। অস্থায়ী বা অসতে ত'positive injury আছেই, কিন্তু সৎকর্মের নামে যে পাপকার্য, তাতে কতকগুলি লোকের Relief হ'লেও পাপ কতটা হ'ল, সেটার বিচার হ'লে দেখা যাবে, পাপের দিক্‌টাই তৌলদণ্ডে বেশী ওঠে। সঙ্কীর্ণ ধারণায় চালিত হ'য়ে শ্রেণীবিশেষের উপকার ক'রতে গেলে কা'রও সর্বনাশ, কারও পৌষমাস– এটাকে (Faulty altruism) দোষযুক্ত পরার্থিতা বলে। এর অসম্পূর্ণতা অনেক সময় ধরা যায় না, কিন্তু ভাগবতের পরমসত্য কথা যাঁ'রা শুনেছেন, তাঁ'রা চোখে আঙ্গুল দিয়ে এর defect ধরিয়ে দিতে পারেন।

পরমেশ্বরের সেবা যাঁরা করেন, তাঁ'দের সেবা ক'রতে হ'লে—তাঁদের সংস্রবেই

থাক্‌তে হ'বে। এক তাৎপর্যপর হ'য়ে এই সর্বজনের প্রয়োজনীয় ব্যাপার আলোচনা করা দরকার। —যাঁ' হ'তে শুধু এই ইন্দ্রিয়জজ্ঞানগম্য জগৎ নয়, অনন্তকোটি জগৎ উদ্ভূত হ'য়েছে, তাঁর কথা আলোচনা করা দরকার। ঈশ্বরবিমুখ লোকের মধ্যে কামের অতৃপ্তিতে ক্রোধ, ক্রোধের উদয়ে লোভ-মোহাদি অশান্তিপ্রদ অবস্থার উদয় হয়। কিন্তু harmony —প্রেম তা' হ'তে স্বতন্ত্র জিনিষ। ঈশ্বরের প্রতি খুব বেশী অনুরক্ত না হ'লে অপরের বিদ্বেষকে প্রেমা বিচার করা হয়।

'ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ'—এটা গল্পের কথা নয়। মনগড়া ঈশ্বর তৈরী ক'রলাম বা (স্থূল) মতবাদ সৃষ্টি ক'রে কতকগুলো লোকের সময় নষ্ট ক'রলাম, নয়। তাঁকে সত্য সত্য পাওয়া চাই। তিনি সেব্য, আর আমরা বশ্য। বশ্য যাঁ'র সেবা করে, তিনি ঈশ্বর। জড়জগতের বস্তুর বাধ্যতা স্বীকার ক'রলে সেই জিনিষের সেবায়ই-Particular engagement এ দিন কাটে, বাকী সব বাদ প'ড়ে যায়। এই সীমার মধ্যে থেকে কি লাভ? কএকদিন পরেই ম'রতে হ'বে। পূর্ণের সেবায় সম্পূর্ণ সহানুভূতি থাকা দরকার। পূর্ণ কি বস্তু, তাঁর জ্ঞান হওয়া দরকার। হ্লাদিনী-সন্ধিনী - সংবিৎসংযুক্ত পূর্ণবস্তুর নিকট কি ক'রে পৌছুতে পারি, ২৪ ঘন্টা কি ক'রে তাঁর সেবা ক'রতে পারি, এজন্য চিন্তা করা দরকার। যেকাল পর্যন্ত অন্যমনস্ক বা উদাসীন থাকি, ততদিন ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, হিংসা, পরদ্রোহ আমাদের আক্রমণ ক'রে রাখে। যতদিন না অখিলরসামৃতমূর্ত্তির আস্বাদক-আস্বাদ্যভাববিশিষ্ট না হ'তে পারি, ততদিন অন্যত্র চালিত হ'য়ে অসুবিধা ভোগ ক'রব। পূর্ণচেতনকে বাদ দিয়ে ঈশবৈমুখ্য লাভ ক'রে কেবল অন্ধকারে হাতড়ান' কথায় ব্যস্ত থাকি। কিন্তু ভাগবত শ্রবণ ক'রলে ঈশ্বর সদ্যঃ সদ্যঃ অবরুদ্ধ হ'বেন।

এই ভাগবতকথা মহামুনি নারায়ণ নারদকে এবং নারদ ব্যাসদেবকে ব'লেছিলেন। তিনিই আচার্য। পূর্বজন্মে অপান্তরতপা নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইনিই বেদবিভাগ ক'রেছিলেন। পাঞ্চরাত্রিক বিচার ইনি নারদের নিকট থেকে পেয়েছিলেন। এ সকল কথা জগতে প্রচার হওয়া কর্তব্য। আমরা মনুষ্যের কল্পনারাজ্যের ঈশ্বরের কথা ব'লছি না। তাঁকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, সৃষ্টিকর্তা প্রভৃতি বিচারে আবদ্ধ রাখলে ছোট করা হয়। কিম্বা দয়ার মূর্তি, দয়াময় প্রভৃতি শব্দে আবদ্ধ ক'রলে সঙ্কীর্ণতা থাক্‌বে, পূর্ণবস্তুর আলোচনা হ'বে না। অনর্থযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ঐ জিনিষের উপলব্ধি হয় না। অনর্থে থাক্‌লে প্রয়োজন বুঝতে না পেরে অসত্যকে সত্য ব'লে বিচার হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে নিবৃত্ত হ'লেই ভগবদনুশীলন আরম্ভ হয়। যেমন জোলাপ নেবার পর ঔষধ খেলে ক্রিয়াবিশিষ্ট হয়, তা' না হ'লে সেটা অন্নাদিতে পরিণত হ'য়ে যায়।

নির্মিত সৌধ থাক্‌লে তা'র পরিবর্তন বা নূতন ক'রে গঠনাদি ক'রতে হ'বে। অনর্থযুক্তাবস্থায় এটি হজম হ'বে না। জনমত-সংগ্রহে বিবদমান ব্যাপারে অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হওয়ার মত হয়। তবে বহু সমব্যক্তির মধ্যে autocracy দোষাবহ। বহুজনমত-সংগ্রহ প্রয়োজন মনে ক'রলে একের প্রস্তাব অন্যের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়। চেতনরাজ্যে Autocrat Despot একমাত্র তিনি (পরমেশ্বর)। ঐগুলি এখানে অনুপাদেয়। ১৮০ ডিগ্রীকে angle না ব'লে ঋজুরেখা বলা হয়। ভগবদ্ বস্তুতে কোণজভাব আছে, কিন্তু কোনসমূহ ঋজুত্ব লাভ ক'রলে কোণজ ভাবের দোষ স্পর্শ করে না।

বাস্তব বস্তুর অনুসন্ধান করা কর্তব্য, তা' হলে বাস্তবিক মঙ্গল হ'বে; man of action—কর্মবীর হ'লে অপর প্রবল কর্মবীর-দ্বারা আক্রান্ত হ'তে হ'বে। জ্ঞানপথের (Gnosticism) সাহায্যে নিজেকে খুব যুক্তিযুক্ত (Rational) মনে করা বা ব্রহ্মে বিলীন করা ইত্যাদিতেও সুবিধা নাই। যাঁর জগৎ, তাঁর আনুগত্য বিচারেই বৈষম্য থাকে না। বৈষম্য বা সাম্যের অভাব ততদিন থাকে, যতদিন না আমার "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা না শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।।"—এই শ্লোকের বিচার বুঝ্‌তে পারি। আমাদের পরাভক্তি লাভ না করা পর্যন্ত—অক্লান্ত সেবা—কার্য্যের বিচার না এলে, পুরুষোত্তম, উরুক্রম, ত্রিবিক্রমের সেবা না করলে অভক্তির পথে থাক্‌তে হ'বে, কর্মের আরাধ্য ফলাকাঙ্ক্ষা বা জ্ঞানমার্গে নিজের নিজত্ব-বিনাশ-বিচার আস্‌বে। জ্ঞানীর বিচার খট্টাভঙ্গে ভূমিশয্যার ন্যায়। এ অমঙ্গলের রাস্তা থেকে মনুষ্যমাত্রকেই সাবধান ক'রে দিতে হ'বে। এই রকম অদূরদর্শিতা থাকার মূল্য অর্দ্ধকপর্দক। এ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে বাস্তববস্তুর অনুশীলন করাই আবশ্যক। আত্মার ধর্ম ভক্তি। অনাত্মধর্ম Self contradiction বিচারে প্রতিষ্ঠিত। যেটাকে এখন ভাল বলে, পরে সেটা নষ্ট ক'রে ফেলে, স্থাপিত বস্তুকে সংহার করে; কিন্তু বাস্তববস্তুর নিত্যসেবা করাই আত্মধর্মীর বিচার। তাঁরা প্রভু, ভোগী বা ত্যাগী হ'বার চেষ্টা করেন না। তাঁদের সেব্যবস্তুর নির্ণয়ে অবিবেচনা হয় না। পরমেশ্বরই সেব্য হউন। তদধীন বিশ্বের পদার্থগুলিকে ঈশ্বর জ্ঞান ক'রলে অধঃপতন হয়। বিশ্বপতির সঙ্গে ভৃত্যশ্রেণীর সমত্ববিচার অমঙ্গল আনে।

> "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীগুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
> র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
> শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
> র্বিষ্ণৌ সর্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।।"

যদি পূজ্যবস্তুর সেবা গ্রহণ করি, তা' হ'লে নরকে যেতে হ'বে। শিলার নিকট থেকে সেবা নিতে পারি, পাথরের থাম দিয়ে বাড়ী তৈরী ক'রতে পারি; কিন্তু অর্চ্য বিষ্ণু শালগ্রামকে গণ্ডকীশিলা মাত্র বুদ্ধি ক'রলে ভুল হয়। গুরুকে লঘুজ্ঞান ক'রলে নরকে গমন ক'রতে হ'বে। অবস্তুর সঙ্গে বাস্তববস্তুর সমত্ববিচার ঠিক নয়। জাগতিক বস্তুর সঙ্গে তজ্জাতীয়ের সমতা হ'ক, তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু পরজগতের কথার সঙ্গে ইহজগতের কথাকে সমান করার চেষ্টা মূর্খতা মাত্র। বিষ্ণুসেবার জন্য যাঁরা ব্যস্ত, বিষ্ণুমায়ার প্রভু হ'বার জন্য ব্যস্ত নন, তাঁদের অন্যলোকের সঙ্গে সমান বিচার, প্রভুর সহিত দাসকে সমান-বুদ্ধি, বিষ্ণুপদধৌত গঙ্গাজল, বৈষ্ণবের পাদোদক প্রভৃতিকে অন্যজলের সঙ্গে সমান-বুদ্ধি ঠিক নয়। Chemical laboratory তে analyse ক'রে দেখ্‌লে মনে হ'বে দুটোই সমান, কিন্তু বস্তুতঃ তা নয়। একটির স্বভাব এমন যে, জড়জগৎ-ধ্বংস ক'রে কেবল চেতনধর্মে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, আর একটি ঠিক তা'র বিপরীত। Seeming feature এ ঠিক আছে; কিন্তু সেটা ভেতরে নাই। গুড়ের নাগরীর উপরে খানিক গুড় দিয়ে ভিতরে শেয়ালের হার প্রভৃতি যেতে পারে; সন্দেশের সঙ্গে ময়রার নাকের পোঁটা, ঘাম থাক্‌তে পারে; কিন্তু বাস্তবসত্যকে ঐপ্রকার মিশ্রভাবের (adulteration) মধ্যে ফেললে সর্বনাশ। পরমার্থকে Ordinary economy সঙ্গে, নিপুণকে অনিপুণের সঙ্গে, শিক্ষিতকে অশিক্ষিতের সঙ্গে, পরমার্থীকে অপরমার্থীর সঙ্গে সাম্যবিচার পয়সার জোরে করা যেতে পারে; কিন্তু তা' হলে 'পদ্মানীতি' হ'য়ে যায়।

সাধুদিগের—নির্মৎসরদিগের পরমধর্ম আলোচ্য হওয়া উচিত। ধর্মার্থ-কাম-ভোগে বা মোক্ষরূপ ত্যাগের কথায় যাঁরা আবদ্ধ থাক্‌বেন, বাস্তব বস্তুর বিজ্ঞান-লাভে অমনোযোগী হ'বেন, তাঁরা ত্রিতাপের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবেন না। যাঁদের চতুবর্গাভিলাষ নাই, যাঁরা ভগবৎ-প্রেমার ভিখারী, তাঁদের সঙ্গেই পরমমঙ্গল লাভ হয়। অনায়াসলভ্য বস্তুর জন্য যত্ন করা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়, চতুর্দশভুবনাতীত কালাতীত পরম-বস্তুই প্রয়োজনীয় হউক।

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো, ন লভ্যতে যদ্ ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।

তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং, কালেন সর্বত্র গভীররংহসা।। ভা ১।৫।১৮

চতুর্দশ ভুবনে উচ্চাবচভাবে অবস্থিত দুঃখাভাবরূপ সুখ ক্ষণভঙ্গুর অর্থাৎ নিত্য নহে। ফলকামী জীব স্ব স্ব কর্মফলে উন্নত-লোক-লভ্য সুবিধা পাইয়া থাকেন সত্য, কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে। কালের প্রবল গতিতে অনিবার্য সুখ-দুঃখাদি আপনা হইতেই ফলকামীর ভাগ্য নির্দেশ করে। ফলদাতৃত্ব জীবের আয়ত্ব নহে। এ জন্য হেতু-মূলে

অস্থায়ীসুখান্বেষণ ছাড়িয়া আত্মার নিত্যধর্ম হরিসেবন সুখের জন্যই যত্ন করা বুদ্ধিমান্ জনের কর্তব্য। যে সুখদুঃখ নিবারণ করা জীবের চেষ্টাসাধ্য নহে, তাহার জন্য যত্ন করা বালচাপল্য মাত্র।

ন বৈ জনো জাতু কথঞ্চনা ব্রজেন্মুকুন্দসেব্যন্যবদঙ্গ সংসৃতিম্।

স্মরন্মুকুন্দাঙ্ঘ্র্যু পুগূহনং পুনর্বিহাতুমিচ্ছেন্ন রসগ্রহো জনঃ।। ভা ১।৫।১৯

গৃহব্রতগণের সংসার প্রার্থনা। হরিজনগণের হরিভক্তিরস্যতীত অন্য কোন বাসনা নাই। হরিজনগণ সংসারে দৃষ্ট হইলেও তাঁহারা গৃহব্রতের ন্যায় সুখদুঃখভোগের জন্য ব্যস্ত নহেন। তাঁহারা সাংসারিক সুখ-দুঃখ-ভোগে সর্বদা উদাসীন এবং তাঁহাদের চেষ্টাসমূহ ভগবৎসেবার উদ্দেশে সর্বদা নিযুক্ত। জড়রস ভোগে অভাব, শোক ও মোহ বর্তমান। চিন্ময় রস পরম উপাদেয়, অভাববর্জিত ও নিত্যকাল অধিষ্ঠিত। ভগবান্, ভক্তি ভক্ত নিত্য। গৃহব্রত-সংসার ও সুখ-দুঃখ-ফলাদি অনিত্য। তজ্জন্য সাংসারিক সুখদুঃখ ভক্তের অপ্রয়োজনীয়।

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২।৫৩ শ্লোকে বলিতেছেন যে, ----অজিতাত্ম সুরাদিগণ যে কৃষ্ণের অন্বেষণ করেন, ত্রিভুবনপ্রাপ্তির লোভেও যিনি সেই কৃষ্ণের পদারবিন্দ হইতে লব-নিমিষার্ধও বিচলিত না হন, কিন্তু অকুণ্ঠস্মৃতি থাকেন, তিনি বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।

(২৬)

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্ দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্তিঃ।

মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্, ধর্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ।।

আমরা পূর্ব দিবস আলোচনা ক'রেছি—“ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ” শ্লোকের অভিধেয়ত্ব-বিচার। অনেকে মনে করেন যে, “কর্ম ও জ্ঞান যেমন এক একটি পথ,, তদ্রূপ ভক্তিও একটি পথ মাত্র; এই অভিধেয়ের যখন প্রকারভেদ আছে, তখন কেবল ভক্তি আশ্রয় ক'রলে অসুবিধা হ'বে, ভুক্তি বা মুক্তি পা'বনা, ভক্তির আশ্রয়ে ঐহিক বা পারত্রিক মঙ্গল হ'তে বঞ্চিত হ'তে হ'বে।” কেউ মনে করেন----“ব্রহ্মের সহিত একীভূত হ'য়ে যাওয়ার ব্যাঘাত হ'বে।” কিন্তু এই সকল পূর্বপক্ষের নিরাস করেছেন ঠাকুর বিল্বমঙ্গল উপরি-উক্ত শ্লোকের দ্বারা। আপনাদের হয়ত' স্মরণ থাক্‌তে পারে, “ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ” শ্লোকের ব্যাখ্যায় ব'লেছি—ধর্মার্থকামমোক্ষ যাঁদের বাঞ্ছনীয়, তাঁরা নির্মৎসর সাধুদিগের পরমধর্ম বুঝ্‌তে পারেন না। ‘ঐহিক বা আমুষ্মিক ভুক্তি অর্থাৎ ইহজগতে বা পর জগতে ভোগ অথবা মুক্ত হ'য়ে ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হওয়া প্রভৃতি লাভ হ'বে না, যদি ভক্তি লাভ করা যায়; ভক্তিটা একঘেয়ে কথা,

ধর্মার্থকামমোক্ষ ধিক্কারী; ভক্তিপথে ঐসকল কথা বাদ যায়''—এরূপও অনেকের ধারণা। কিন্তু ঠাকুর বিল্বমঙ্গল সাহস দিয়েছেন যে, তোমাদের সেরূপ আশঙ্কা ক'রবার কোন কারণ নাই, যদি ভগবানে স্থিরতরা ভক্তি হ'য়ে থাকে, তবে সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্‌বস্তু পুরুযোত্তম উরুক্রমের সান্নিধ্য লাভ হ'বে—অখিলরসামৃত-মূর্তি ব্রজেন্দ্রনন্দনের দর্শন পাবে, কেউ বাধা দিতে পার্‌বে না।—যদি সেবাপ্রবৃত্তি থাকে। ''সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফূরত্যদঃ।'' তিনি ত' অচেতন-পদার্থ নন, আমাদের প্রাপ্যবিষয় নিশ্চয় হ'বেন; যদি আমাদের ভক্তি—সেবা-চেষ্টা থাকে, তা' হ'লে তিনি সেবাও নিশ্চয়ই নেবেন, অন্য কিছু দিয়ে প্রবঞ্চনা না ক'রে ধরা দেবেন, ব'লবেন—আমাকে যদি চাও সেবা কর। তুমি bonafide servitor , আমি এসেছি, সেবা কর। '' যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।'' প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁর নিজ সেবা ইচ্ছা ক'রলে তাঁ'কে পাওয়া যায়। তিনি চেতন—'' ত্রেধা নিদধে পদম্''—তিনি আপনা হ'তেই এসে উপস্থিত হন। সেবক ঐকান্তিকী ইচ্ছা ক'রলে—ব্যবধান-রহিত সেবাবিধানে ব্যগ্রতা থাক্‌লে সেব্য ব'সে থাক্‌তে পারেন না, এগিয়ে আসেন। যেমন বেদে লেখা আছে-

''নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।।''

তিনি স্বয়ং কৃপা ক'রে প্রকৃত সেবকের নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করেন, সঙ্গোপন করেন না। যদি বাস্তবিক আর্তিসহকারে কেউ ডাকে, তিনি চুপ ক'রে ঘুমান না। পরমকমনীয়—পরমরমনীয়—পরমসৌম্যমূর্তি কৃষ্ণ বার্ধক্যজনিত জড়কালক্লিষ্ট শ্লথচর্মবিশিষ্ট নহেন, তিনি নবীনকিশোর চিন্ময়ী মূর্তি নিয়ে আমাদের নিকট উপস্থিত হন। তখন আমরা তাঁর সকল প্রকার সেবা করতে পারি—পত্নীসূত্রে পতিজ্ঞানে, পিতামাতাসূত্রে পুত্রজ্ঞানে, সখাসূত্রে সখাজ্ঞানে, ভৃত্যসূত্রে প্রভুজ্ঞানে এবং নিরপেক্ষসূত্রে বিরোধাচরণে নিরস্ত হ'য়ে।

তিনি ছাড়া বস্ত্বন্তর নাই। আমাদের নিরপেক্ষতা থাকা দরকার। আত্মম্ভরিতা প্রকাশ না ক'রলে, সেবার নৈরন্তর্য থাক্‌লে, সেবাতে রুচি—আসক্তি হ'লে ভাবের সমাবেশে সামগ্রীসম্মেলনে স্থায়ীভাব রতির সংযোগ রস লাভ হ'বে। ''রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।'' রসময় রসিকশেখরের নিকট উপস্থিত হ'লে-—আনন্দময়কে পেলে ক্ষতি হ'বে না। ধর্মার্থকাম—যা'র জন্য মানুষ আকাশপাতাল আলোড়ন ক'রে একটি, দুইটি বা তিনটি লাভ করেন, তা'রা ভৃত্যসূত্রে হাত যোড় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে; যে গুলোর জন্য পরিশ্রম ক'রে জন্মজন্ম পরে সুফল পায়,

তারা—কখন আজ্ঞা ক'রবেন, এজন্য মুখাপেক্ষী হ'য়ে তাঁবেদারের ন্যায় অপেক্ষা করে। আর মুক্তি—সমস্ত বন্ধন হ'তে মোচন প্রাপ্তিরূপ যে অবস্থা সেটি হাতযোড় ক'রে দাসীর ন্যায় অপেক্ষা করে। যম, নিয়ম প্রভৃতি অবলম্বন ক'রে—কত তীব্র তপস্যা ক'রে সমাধিলাভের জন্য যে চেষ্টা—কৃচ্ছ্র সাধন, তদ্দ্বারা যে বস্তু লাভ হয়, তা' ভগবদ্‌ভক্তের নিকট দাসীর ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকে। ভক্তি আশ্রয় করার দরুণ কর্ম-জ্ঞানের জায়গায় পৌঁছান' যাবে না, তা' নয়; ওগুলো বা ওদের চরমফল ভক্তিদ্বারা অনায়াসে লাভ হ'য়ে যাবে—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাতা বিশতে তদনন্তরম্।।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্খাতি। সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাম্।।

মক্ত পুরুষের নিত্যবৃত্তি-পরিচালনের অবস্থার নাম ভক্তি। বদ্ধজীবের চেষ্টা—কর্ম ও জ্ঞানের পথে অগ্রসর হওয়া। কেবল ভক্তিতে অবস্থিত হ'লে কর্ম ও জ্ঞানের দ্বারা লভ্য বস্তুগুলি আমাদের মুখাপেক্ষী হয়। ব্রহ্মের সহিত একীভূত হ'লে রসরাহিত্য—কাব্যসাহিত্য শুকিয়ে গিয়ে রাহিত্য, শুষ্ক দর্শনবাধ যা'তে অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়। ভক্তিব্যতীত অভক্তিপথে অন্য জিনিষের প্রভু হ'বার জন্য চেষ্টা। কিন্তু ভক্তের কর্মী হওয়া সম্ভবে না। ভোগবাসনাবশে অভক্ত ভগবানের প্রভু হ'তে পারেন না। তাঁ'কে চাকর ক'রবার প্রয়াস ক'রলে বেশী অসুবিধায় প'ড়তে হয়। ভোগবাসনাবশে যে কর্তৃত্বাভিমান, তা' ভক্তের কখনই থাকে না; সেটা ছেড়ে দিলে ভক্তি হয়। কর্ম অনাদি, কিন্তু বিনাশী—ধ্বংসশীল; আর কর্মের দ্বারা প্রাপ্য—জড় রসভোগ। ভক্তিরস নিত্য—পূর্ণজ্ঞানময় —নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়। অভক্তিতে কর্মাগ্রহিতা, সেটা আপাত আলেয়ার পেছনে দৌড়ান', পরে নৈষ্ফল্য; উহাতে বৈমল্য নাই, উহা নির্মল নয় উহা মলিনতাযুক্ত।

রস দুই প্রকার—একটি জড়রস—আমরা বদ্ধবিচারে যার ভোক্তা; অপরটি ভক্তিরস—যদ্দ্বারা রসময় রসিকশেখরের সেবা হয়; এইটিই প্রয়োজনতত্ত্ব। রসরাহিত্য অপ্রয়োজনীয়।

আমরা 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকে সংক্ষেপে সম্বন্ধজ্ঞানের কথা ও 'ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ' শ্লোকে অভিধেয়ের কথা আলোচনা ক'রেছি। এক্ষনে প্রয়োজন—প্রাপ্য পদার্থের বিচার করা হ'বে। সম্বন্ধের পরবর্তী-সময়ে প্রাপ্যবিচারের কর্মে নিযুক্ত থেকে পাব কি? তদুত্তরে বলা হ'য়েছে—"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং, শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।

পিবত ভাগবতং রসমালয়ং, মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।।" ভা ১।১।৩

প্রয়োজন সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ভাগবত-শ্রবণ সকল লোকের ভাগ্যে হয় না। যাঁরা ভাবুক, ভাবের মর্দাদা জানেন, ভোগে ব্যস্ত নন, সেবাভাবে বিভাবিত, তাঁ'দেরই প্রয়োজনপ্রাপ্তি হ'য়ে থাকে, তাঁ'দের সম্বন্ধজ্ঞান, অভিধেয়-রুচি ও প্রয়োজনে সিদ্ধিলাভ হয়। ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় যাকে তাকে দেওয়া হয় না, অনর্থযুক্তকে দেওয়া হয় না। অপ্রয়োজন বিচারে যারা মগ্ন, তাদের বিচার—"আমাদের কৃষ্ণ ভজনে রুচি নাই, আমরা আসবসেবায় ব্যস্ত; রসলাভে রুচি নাই, প্রভুত্ব ক'রতে আনন্দ পাই— অন্যের চাকরী ক'রতে চাই না। অনর্থযুক্ত অবস্থায় অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের এইরূপ অভিমান থাকে। বালক পাঠাভ্যাসে অমনোযোগী হ'লে যেমন পাঠে সুবিধা ক'রতে পারে না, সেই রকম অনর্থযুক্ত ব্যক্তি প্রয়োজনজ্ঞানাভাবে ইতরবিষয়ে ধাবিত হয়। তা'দিগকে ভাবুক বলা যায় না; তাদের রসপ্রার্থনা নাই, রসরাহিত্য—যেমন চচ্চড়ী, উদাসীনের অভাবজ্ঞাপক শুক্‌নো ব্যাখ্যা। আর না হয় পান্তা— রসাল হ'লেও জড়রস জড়ভোগে ব্যস্ত লোকের প্রয়োজনসিদ্ধি হয় না। তা'রা বলে, আমাদের এই সব বিষয়েই রুচি। তা'রা ভগবদ্‌ভক্তিরসের কথায় মন দেয় না, তা'দের ভাগবত-শ্রবণে রুচি হয় না। কিন্তু ভাগবত-রচয়িতা ব'লেছেন—"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্।" ভাগবত কিসের ফল? কল্পতরুর ফল। যেমন আম, লিচু কাঁঠাল যেরকম গাছ, সেরকম গাছের ফল নয়; কিন্তু কল্পতরু—যে যা চায়, তা'কে তাই দেয়—সর্বার্থসিদ্ধি প্রদ। বেদ—কল্পতরু অর্থাৎ সুষ্ঠুজ্ঞানময়—চেতনময়। অচেতনের উপযোগী জ্ঞান ভাগবতে নাই। সেবাযুক্ত চিত্তের ধর্মই চেতনের ধর্ম, বহির্মুখ চিত্ত অভক্তিযুক্ত, তাতে মলিনতা আছে, ঐগুলি কর্ম-জ্ঞান-শব্দে কথিত। ভাগবত কিরূপ ফল? কাঁচা, কষা বা ডাঁসা নয়; তা পাকা, আবার পাকার পরেও গলিত—রসপরিপূর্ণ, তাকে চিবুতে হয় না; যার দাঁত নাই, সেও গিলে খেতে পারে, এমন তরল গলিত ফল। ভাগবতবিরোধী-বিচারে যে রস, সেটা কষায়। ভাগবত শুকমুখ থেকে গলিত, যিনি সংসারে অপ্রমত্ত, সংসারের ক্লেশ পান নাই, তিনিই আস্বাদন ক'রেছেন। ভোগে প্রমত্ত হ'লে বিপথগামী হ'তে হয়। কেউ কেউ ভুক্ত ও অভুক্ত বৈরাগীর বিচার করেন। ভুক্ত বৈরাগী সংসার- ভোগ ক'রে ছেড়ে দেয়; আর অভুক্ত—যে সংসারে প্রবেশ করে নাই—অনভিজ্ঞ, তাতে আকৃষ্ট না হ'য়েছে। উভয়েই বিরাগধর্মে অবস্থিত হ'লেও জড়বিচারে ভুক্তবৈরাগীই বড় জিনিষ। জানার পরে আকর্ষণের হাত হ'তে রক্ষা পেয়েছে, বিপদে একবার প'ড়েছে।

শুকের মুখের পাকা ফলটি শুকপাখী খেয়েছেন, তাঁর মুখ হ'তে অন্যে আস্বাদন ক'রবে ব'লে উচ্ছিষ্ট রেখেছেন, ব'ল্‌ছেন,—বড় ভাল, তোমরা সকলে আস্বাদন কর।

শুকের পঠনকার্য—বাবার কাছে যা প'ড়েছেন, সেইটি আউড়ে দিচ্ছেন। যেমন শুকপাখীকে পড়ায়—"পড় পাখী আত্মারাম। হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" যা প'ড়েছেন হুবহু ব'লে দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে আস্বাদনও ক'রেছেন। আস্বাদনে ভাল লাগার দরুণ জিনিষটাকে বিমর্দ্দিত—বিপর্যস্ত না ক'রে ঠিক ঠাক ব'লেছেন। মজঃফরনগর জেলায় শুকরতলে দ্বিতীয় বৈঠকে বহু ঋষি, সূত ও পরীক্ষিৎ মহারাজকে ব'লেছেন। যাঁরা আস্বাদনে ইচ্ছুক ছিলেন, তাঁ'দিগকে ভাগবতফল—কৃষ্ণলীলা-ফল আস্বাদন করিয়েছেন। সূত সেইটি শুনে তৃতীয় অধিবেশনে শৌনকাদির নিকট নৈমিষারণ্যে ব'লেছেন।

নিগম অর্থাৎ বেদ—বৃক্ষস্বরূপ; শুক তা'র গলিত অর্থাৎ পরম প্রপক্ক ফলের সুস্বাদ পাওয়ার দরুণ অন্যলোককে তাঁর অবশেষ দিয়েছেন। "কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম। ভক্তোচ্ছিষ্ট হইলে হয় মহামহাপ্রসাদাখ্যান।।" যেমন কবিরাজ গোস্বামী প্রভু দৈন্যভরে তাঁর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে ব'লেছেন—"বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁর চৈতন্যভাগবতগ্রন্থে আমার জন্য যে অবশিষ্ট রেখেছেন, আমি তাই আস্বাদনের প্রয়াস ক'রছি।" শ্রীচৈতন্যলীলার পূর্বার্ধ—চৈতন্যভাগবত, পরার্ধ—চৈতন্যচরিতামৃত।

'অমৃত' অর্থে যা মরে না, নষ্ট হয় না, যা খেলে মানুষ মরে না,—সুধা। যে বস্তুটি দ্রব—অতি মসৃণ, একটুও কঠিন Stiff বা খস্‌খসে নয়, সহজে গ্রহণীয় যাহা—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীরূপ যার বিচারে লিখেছেন—

"সম্যঙ্‌ মসৃণিতঃ স্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ। ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে।।"

সেই বস্তুটি প্রেমা। অমৃতদ্রবসংযুত গলিত ফল 'পিবত' অর্থাৎ পান কর। ভগবানের বিষয়, তাঁর প্রবন্ধ পান ক'রে আস্বাদন কর—আলোচনা কর। সেটি কি রস? তাতে জীবের ভোগের কোন কথা নাই, ভগবানের ভোগের কথাই বলা হয়েছে। জীবের ভোগে নানা বাধা; ভোগ্য বিষয়ের বহুত্ব হেতু একের সুখে আর একজন সুখী হ'তে পার্‌ছেন না। কিন্তু কৃষ্ণই একমাত্র বিষয় হ'লে সেখানে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই।

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ।", "একমেবাদ্বিতীয়ম্‌।", "এক হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানঃ।" —প্রভৃতি বিচার হ'লে কৃষ্ণকে একমাত্র একল অদ্বিতীয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী অসমোর্ধ বিষয়-জ্ঞানে ভোগের বিচার থেমে গিয়ে সেবার বিচার আস্‌বে।

'আলয়'-অর্থে বাড়ি। রসশাস্ত্র আলোচনা কর। আলয়—জগৎ ধ্বংস হ'য়ে গেলেও যা'র বিনাশ নাই, সেই বস্তুর আলোচনা হ'ক— যেকাল পর্যন্ত আনন্দের পূর্ণতা না হয়। জড়রসশাস্ত্রে পণ্ডিত হ'লে বিদ্যাসুন্দর, সাবিত্রীসত্যবান্‌ প্রভৃতির

আলোচনা হ'য়ে যাবে। ভাগবতে যে গোপীনাথের রসের কথা আলোচনা ক'রেছেন, জড়রসের সঙ্গে তা'র সৌসাদৃশ্য থাক্‌লেও সমান নয়। ছায়াকে বস্তু জ্ঞান ক'রলে মূঢ়তার পরিচয়ই দেওয়া হয়। ভগবান্ সেব্য, সেব্যবিষয়ের রসজ্ঞান আত্মানুভূতিতে হওয়া দরকার রসিক ভাবুক হ'তে হ'লে ভাগবতরস পান কর।

ভুবি—পৃথিবীতে, ভাবুকাঃ—ভগবদ্‌ভাবে ভাবুক, সেবানিপুণ, রসনিপুণ,, ভাগবতগণ, রসিকসম্প্রদায় ভগবানের লীলাপূর্ণ ভাগবত পাঠ করুন।

অন্যান্য পুঁথিতে অনেক কথা বর্ণিত আছে। মহাভারতে মথুরেশ, দ্বারকেশের কথা আছে; কিন্তু বৃন্দাবনের ব্রজেন্দ্রনন্দনের কথা সুষ্ঠুভাবে নাই। জগতের মধ্যে যাঁ'রা থাক্‌তে চান, বাইরে যেতে চান না, তাঁ'রা মহাভারত পড়ুন, কিন্তু জন্মজন্মান্তরের-—নিত্যকালের কৃত্য যাঁ'দের আলোচনার বিষয় হ'বে—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ বাধাপ্রাপ্ত না হ'লে কি কৃত্য থাকে, এটা যাঁদের বিচার, তাঁ'রা ভাগবত আস্বাদন করুন। তা' হলে রসের আলয়ে একেবারে নিমগ্ন না হওয়া পর্যন্ত ভাগবত প'ড়তে হ'বে।

এই গ্রন্থটি বেরসিকের হাতে দিতে নিষেধ। অনর্থযুক্ত—রসবিচার-রহিত, সংসাররসে আবদ্ধ যারা, ভোগাকাঙ্ক্ষা বা ত্যাগাকাঙ্ক্ষা যা'দের আছে, তা'দের জন্য ভাগবত নয়। অনর্থ নিবৃত্ত না হ'লে ভক্তির রাজ্যে অগ্রসর হ'তে পারে না। শ্রবণ-অভাবে শ্রদ্ধা হয় না। শ্রদ্ধা না হ'লে সাধুসঙ্গ হয় না। ভক্তের কথায় যা'দের মনোযোগ নাই, যা'রা ইন্দ্রিয়তর্পণে লিপ্ত, তা'দের নিজমঙ্গলের জন্য চেষ্টা নাই। ভোগীর বিচার 'প্রেয়ঃ', আর ভক্তের বিচার 'শ্রেয়ঃ'। জহরী না হ'লে মূল্যবান্ বস্তু কিনতে গেলে ঠ'কতে হয়। রস কি প্রকারে তৈরী হয়, আলোচনা না ক'রলে ঠ'কে যাব। অভিধেয়-শ্লোকে যা' বর্ণন ক'রেছেন—যেটি কেবল ভক্তিরস, তা'র সন্ধান না পেলে অশ্রদ্ধা, আবার সন্ধান পেয়েও প্রয়োজনবোধ না হ'লে তা'তে অযত্ন হ'বে। "আমার সুবিধা হচ্ছে না যা'তে, যা'তে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ নাই, সেটি চাই না"— ঈদৃশী চিত্তবৃত্তি যা'দের, তা'দেরও জানাবার জন্য ভক্তগণ সর্বদা উদ্‌গ্রীব। আর যা'রা জেনে বাদ দেয়, তা'দের সঙ্গ বহু দূর হ'তে ত্যাগ ক'রে 'দূরত দণ্ডবৎ' বিচার করেন।

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্। সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গ মুক্তিভিঃ।।"

(২৭)

অনর্থ থাক্‌লে কেবল ভোগের কথা ভাল লাগে, প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রয়োজনতত্ত্ব ভাল লাগে না; অসৎসঙ্গ প্রভাবে এই দুর্বুদ্ধি হয়। আর সৎসঙ্গে কৃষ্ণ ভোক্তা—এই জ্ঞান

হয়। আমার ইন্দ্রিয়তর্পণে 'কর্মকাণ্ডের', আর হৃষীকেশের ইন্দ্রিয়তর্পণ-বিচারে 'ভক্তি'। দুঃসঙ্গ—প্রভাবে অনর্থযুক্ত-অবস্থায় থাক্‌তে হয়। অনর্থ-মুক্ত হ'লে প্রয়োজনতত্ত্ববিষয়ে রসাপ্তি, আস্বাদক কৃষ্ণের আস্বাদ্য রসের স্বরূপানুভূতি ও কৃষ্ণকে আস্বাদন করান' কার্য হয়। 'কৃষ্ণভোগী', 'গৌরভোগী', 'পুত্তলভোগী' প্রভৃতি অভক্তের কথা। তা' থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। তা' হলেই ভাগবত শুন্‌তে পারা যাবে।

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎ সু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ।।"

অনর্থযুক্ত ব্যক্তিকে জোর ক'রে প্রসাদ খাওয়াতে হ'বে। যা'র আদৌ ইচ্ছা নাই, তা'কে প্রসাদ দিতে হ'বে। প্রসাদ খেতে খেতে কনিষ্ঠাধিকার লাভ হয়। আমার সেবাবৃত্তি আদৌ না থাকলে অপরে মন্ত্র প'ড়ে ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে অন্যকে প্রসাদ দেয়। যেমন জগন্নাথের সেবকসম্প্রদায় নাকেমুখে কাপড় বেঁধে ভগবানের ভোগ দেন। ভোগে নিঃশ্বাস পড়লে সেটা আর ভোগে লাগবে না। ভোগ দেওয়া হ'লে সেটি অন্যলোকে প্রসাদ ব'লে গ্রহণ করে। খাওয়ার পরে প্রসাদের মাহাত্ম্য বুঝতে পেরে প্রসাদ দরকার হ'লে দীক্ষিত হ'য়ে নিজে নিজে ভোগ দিতে হয়, আর অপরকে দেওয়ার জন্য যত্ন আসে। এটা মধ্যম অধিকার। এঁদের বিচার—ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তের সহিত মিত্রতা, আগ্রহবিশিষ্ট ব্যক্তিকে উপদেশ দান আর যে শুন্‌বে না, সব জেনে নিয়েছি ব'লে শয়তানী ক'রবে, তা'কে 'দণ্ডবত দূরত'। আর তৃতীয় শ্রেণীর বিচার——যেখানে যত কিছু আছে, সবই কৃষ্ণের, কৃষ্ণ যা' দেবেন, সেইটুকুই তাঁ'রা পাবেন বা নেবেন। কৃষ্ণের প্রসাদদ্রব্য আমার কাছে এসেছে, গুরুপাদপদ্ম দয়া ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছেন, এটা ভাগবতের বিচার। যদি স্মার্তবুদ্ধিতে "চুল প'ড়েছে, কুকুরে ছুঁয়েছে, ফেলে দাও" বিচার হয়, তা' হ'লে সেটা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু ত্রিদণ্ডিগণের বিচার—

"নান্নদোষেণ মস্করী"।

ত্রিদণ্ডিগণ রসুই করেন না, অন্যের রসুইটাতে স্পর্শদোষ হয় না। তাঁদের "কাঁচী বা পাকী নিমন্ত্রণ" বিচার নাই। "যেখানে পাকী নিমন্ত্রণ সেখানে যাব, কাঁচীতে যাব না"—এটা জিহ্বা-বেগ।

জিহ্বার লাগিয়া যে ইতি উতি ধ্যয়। শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।।

আমাদের গুরুপাদপদ্ম এ সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা দিয়েছেন,——ধনী লোকের প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ ক'রবে না, তা'তে জিহ্বাবেগ আস্‌বে— 'ভাল খাব' বিচার হ'বে। ভক্তি কিছুমাত্র থাক্‌লে ভগবান্ এমন বন্দোবস্ত ক'রে দেন যে, অনেক জিনিষ আপনা হ'তে আসে। ভগবান্ ভালমন্দ অনেক দ্রব্য পাঠিয়ে দেন। তিনি যা দেবেন, তাই মাথা

পেতে পাওয়া দরকার। মধ্যমাধিকারীর কর্তব্য—ভগবন্মহিমা, ভগবৎপ্রসাদ মহিমা অন্যলোককে জানান'। প্রসাদে রস আছে। নিজে খাব ব'লের দৌড়ুলে একদিন যদি ছাই পড়ে, বালি পড়ে, তবে খাওয়া নষ্ট হয়ে যাবে। পেটুকতার যে অসুবিধা—কনক-কামিনী -প্রতিষ্ঠার জন্য যে চেষ্টা, সেটা ভগবানের সেবা হ'তে স্বতন্ত্র। সকল লোক সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবা করুক। ভাগবত-কথা প্রচারিত হউক্ রসাপ্তিকাল পর্যন্ত চেষ্টা করা দরকার।

আস্বাদনটা রকম রকম আছে। চক্ষুর দ্বারা রূপদর্শন, কর্ণে শব্দশ্রবণ, নাসার গন্ধগ্রহণ ইত্যাদি। সনকাদি ঋষিগণ ভগবানের গুণশ্রবণে যে সৌগন্ধ, তা'তে আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন-

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।

অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বো।। ভাঃ ৩।১৫।৪৩

(সনকাদি মুনিগণ পদ্মপলাশলোচন শ্রীনারায়ণের পাদপদ্মে মস্তক বিলুণ্ঠিত করিলে পর ভগবানের শ্রীচরণকমলের কেশরের সহিত সংলগ্ন তুলসীপত্রের গন্ধযুক্ত বায়ু মুনিগণের নাসারন্ধ্রযোগে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মানন্দে মগ্ন সেই মনিবৃন্দেরও চিত্তে অতিশয় হর্ষ এবং গাত্রে পুলক উৎপন্ন করিল।) ভগবান্ —গুণহীন, ইহা শুষ্ক-জ্ঞানীদের বিচার; তাঁ'রা অখিল চিদ্‌গুণসমষ্টির আলোচনা না ক'রে জড়জ্ঞানের তিক্ত অভিজ্ঞানে ব্যস্ত। চেতনের ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রবল হ'লে তা'তে আকৃষ্ট হই। কৃষ্ণগুণাখ্যানে বহু মুখ হ'য়ে যায়—বক্রেশ্বর পণ্ডিতের মত। "আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে।" কৃষ্ণানুশীলন না হওয়ায়, কৃষ্ণ ভজনীয় বস্তু বিচার না আসায়, অনর্থ দূর না হওয়ায় ভোগ বা ত্যাগ বাসনার চেষ্টার দ্বারা চালিত হ'য়ে লোকে বাস্তবসত্য গ্রহণ ক'রতে পারে না। তজ্জন্য ব্রহ্মের সহিত একীভূত হ'বার দুর্বাসনা আসে। রসিক ও ভাবুকগণ সাধনভক্তিতে ভাব, তৎপূর্ণতায় প্রেম এবং তাহাতে সামগ্রীলাভে রসসংগ্রহ করেন। সুতরাং ভক্তিবর্ণনে তিনটি বিচার আছে—সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি।

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।

তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্ম'নি শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।। ভাঃ ৩।২৫।২২

এই শ্লোকের 'সতাং প্রসঙ্গাৎ' এইটি অবিধেয় এবং "ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ"— এইটি ফল। তখন রসরাহিত্য কেটে যাবে। 'সৎসঙ্গ' পঞ্চপ্রকার ভক্তির একটি অঙ্গ। যে সাধু ভাগবত পড়েন, তাঁ'র সঙ্গ ক'রতে হ'বে। যে উদরভরণে ব্যস্ত, তা'র সঙ্গ ক'রতে হ'বে না। যদি মিউনিসিপ্যালিটি হ'তে নোটিশ দেয় যে, স্ক্যাভেঞ্জারের

গাড়ীটানাতে বেশী পয়সা পাওয়া যায়, তবে সে আর ভাগবত-পাঠ ক'রবে না। ইঞ্জিনীয়ার হ'লে যদি বেশী পয়সা পাওয়া যায়, তা' হ'লে ভাগবত-পাঠ বন্ধ হ'য়ে যাবে। তখন ভাগববতপাঠী তা'র অনুগ্রহের পাত্র হ'বে। তা' হ'লে ভাগবত শুনতে পার্‌লো না। আত্মনিবেদন না হ'লে ভাগবত শোনা যায় না।

ভাগবত শুনিয়ে অর্থোপার্জন প্রয়োজন হ'লে দুই একটা গল্প-পাঠ ক'র্‌বে। অম্বরীষ উপাখ্যান পাঠ ক'রবে—না হয় আর কিছু।

ভাগবত প'ড়লে "রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপম" বিচার বুঝতে পারবে। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, রাম, রাম, বুদ্ধ,-কল্কি প্রভৃতি অবতার সকলের নিজ নিজ রস। সেই লীলাময়ের কথাগুলির তারতম্য বিচার ক'র্‌লে দ্বাদশ রসে রসময় কৃষ্ণপাদপদ্মের অভিজ্ঞান হ'বে। তাঁ'র সান্নিধ্যে যে মঙ্গল হয়, সেটা অন্য মঙ্গলের সঙ্গে সমান নয়। পূর্ণজ্ঞানময় কৃষ্ণে অজ্ঞান নাই, অবিদ্যাগ্রস্ত ব্যাপার নাই। তাঁ'র সৌখ্যবিধান ক'র্‌লে যে মঙ্গল, সেটা অন্য বিষয়ে হয় না।

তা' হলে এটি আলোচনা হ'লো যে সম্বন্ধজ্ঞান প্রথম শ্লোকে, অভিধেয় দ্বিতীয় শ্লোকে এবং প্রয়োজন তৃতীয় শ্লোকে।

কা'কে ভাগবত দেওয়া হ'চ্ছে? অধিকারী কে? অধিকার লাভ ক'র্‌লে কি পা'বে?

পূর্ণপুরুষের আনন্দ হ'বে। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র বস্তুর আনন্দ রাখ্‌বার থলি (cavity) কতটুকু? ভগবানের অসীম উদর। বাহান্ন, চুয়ান্ন বার খা'ন, যত রকম ভোগ আছে, সকল ভোগের মালিক তিনি। খানিক্‌টা কেড়ে নিয়ে আমি ভোগ ক'রবো, এই চিন্তাস্রোতে দৌরাত্ম্য আছে। তাঁর প্রসাদবুদ্ধিতে তদ্দত্ত অবশেষই গ্রহণ কর্তব্য।

ভাগবতে কৃষ্ণভক্তিরস বর্ণিত আছে। রূপানুগত্যেই তা লাভ হয়। সেইজন্য রূপানুগগণকর্তৃক শ্রীরূপের প্রণাম—

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ। শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি।।

আমি যেন জন্মে জন্মে শ্রীরূপ-পাদপদ্মের ধূলি হ'য়ে থাক্‌তে পারি। রূপানুগত্য ব্যতীত যেন জীবনটা না যায়।

তা' হ'লে মোটামুটি আলোচনা হ'লো—

"বেদশাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।"

বেদের প্রপক্ক ফল যে ভাগবত, তাঁর গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সকল কথা সুষ্ঠুভাবে আস্বাদন-যোগ্য ক'রে তিনটি শ্লোক প'ড়লেই হয়; তা' হ'লে 'জন্মাদ্যস্য'

শ্লোকে সংশ্লিষ্ট 'যাবানহং যথাভাবঃ', 'অহমেবাসমেবাগ্রে', 'ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়তে' প্রভৃতি শ্লোকগুলিতে সম্বন্ধতত্ত্বের বিচার; অভিধেয় বিচারে 'এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং', 'স বৈ পুংসাং পরো ধর্মঃ,' 'ভক্তিযোগেন মনসি' এবং প্রয়োজনবিচারে যথা মহান্তি ভূতানি', 'আসামহো চরণরেণুজুষাং', 'তাঃ কিং নিশাঃ স্মরতি' প্রভৃতি শ্লোক প্রসঙ্গ ক্রমে আলোচনা করা হ'বে। তখন আমাদের বিপ্রলম্ভবিচার প্রবল হ'য়ে উঠ্‌বে—রসশাস্ত্রবিচারের পূর্ণতম প্রাকট্য হ'বে।

তখন—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
মহাপ্রভু রাত্রিদিনে, স্বরূপ-রামানন্দ-সনে
নাচে গায় পরম আনন্দ।"

——শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই উক্তির মর্ম এবং ভক্তিরস বুঝ্‌তে পার্‌ব—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি আলোচনা ক'র্‌বার বিচার প্রবল হ'বে।

(২৮)

"নিন্দন্তং পুলকোৎ করেন বিকসন্নীপ প্রসূনচ্ছবিং, প্রোর্দ্ধীকৃত্য ভুজদ্বয়ং হরি-হরীত্যুচ্চৈর্বদন্তং মুহুঃ।

নৃত্যন্তং দ্রুতমশ্রুনির্ঝরচয়ৈঃ সিঞ্চন্তমুর্বীতলং, গায়দ্ভির্নিজপার্ষদৈঃ পরিবৃতং শ্রীগৌরচন্দ্রং স্তমঃ।।

——যাঁর পুলকিত গাত্র প্রস্ফুটিত কদম্বপ্রকাশকে নিন্দা করে, যিনি উর্ধবাহু হ'য়ে মুহুর্মুহুঃ উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্তন করেন, নৃত্যকালে যাঁ'র অনর্গল অশ্রুধারা ভূমিতল সিক্ত করে এবং যিনি নিজ গীতকারী পার্ষদগণ-পরিবৃত, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি স্তব করি।

যে মহাপ্রভু শ্রীরাধাগোবিন্দের নামকীর্তন কালে সকল-ভাব-সমন্বিত হ'য়ে জগতের নিকট

নিজের কথা জানিয়েছিলেন, যিনি বার্ষভানবীর রসের সহিত রসময়ের ভজনের কথা জগতে সাত্ত্বিকভাবভরে জানিয়েছিলেন, সেই স্বপার্ষদগায়কবেষ্টিত গৌরসুন্দরকে নমস্কার করি।

আমরা গত কল্য প্রয়োজনতত্ত্বের বিশেষ কথা—ভাব ও প্রেমভক্তিতে যে রসের

বিচার, সেই কথা,—যা' ভাগবতে সুষ্ঠুভাবে প্রমাণিত হ'য়েছে, সে-টি আলোচনা ক'রেছি। রস অর্থাৎ যে-টি আস্বাদন করা যায়। সেই রস যিনি আস্বাদন করেন, তিনি বাস্তবিক রসিক; তাঁকে যাঁরা আস্বাদন করেন, তাঁরাও সেই রসের প্রার্থী। ইহ জগতে আমরা সকলেই জড়রসের কথা জানি। বর্তমানে আমরা যে জগতের অধিবাসী, সেই অচিদ্‌রাজ্যে আমাদের আনন্দবর্ধন হয়—আস্বাদনসৌখ্য হয় জড়রসে; কিন্তু ভাগবত যে ভক্তিরসের কথা বলেন, তাঁ'র কথা অনেকে জানি না। অনর্থযুক্ত অবস্থায় ভজনীয় বস্তুর আস্বাদন সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ভগবান্ যে রস আস্বাদন করেন, সেই রসের সাদৃশ্য আমাদের রসে থাক্‌লেও আস্বাদক সূত্রে ক্ষুদ্রতা ও নানাবাধা লাভ করার যোগ্যতা থাকায় রসিকগণাগ্রগণ্য ভগবানের সঙ্গে তুলনা হয় না। তিনি রসের পূর্ণ অধিকারী। তাঁ'র কাছ থেকে যদি সেই রস প্রার্থনা করি, তা' হ'লে ভক্তিদ্বারা তাঁ'র সেবায় সংশ্লিষ্ট হ'য়ে সেব্য বস্তু কি প্রকার রস আস্বাদন করেন, তা' জেনে রসময়ী লীলার সেবার যোগ্যতা লাভ হয়। কিন্তু বর্তমানে মন ও দেহ আত্মজগতের ক্রীড়ার কথা সুষ্ঠুভাবে আলোচনার বিরুদ্ধে বাধা প্রদর্শন ক'রছে। ক্ষুদ্রতা, পরিচ্ছিন্ন অবস্থা সর্বজ্ঞ ও সর্বরসের আশ্রয় হ'তে পারে না ব'লে ভগবানের রসের বিস্তারযোগ্যতা হ'চ্ছে না। অনর্থনিবৃত্ত হ'লে সেই রসে অধিকার-লাভের যোগ্যতা অনর্থ নিবৃত্ত হ'বার পর অগ্রসর হ'তে হ'তে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাব সম্বর্ধিত হ'লে স্থায়ীভাব-রতিতে প্রতিষ্ঠিত হ'ব। তা'তে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, সঞ্চারীভাব প্রভৃতি সামগ্রীর সম্মেলনে যে রসের উৎপত্তি হয়, তা'তে অধিকার পেয়ে ভগবৎপ্রীতি সংগ্রহ ক'রবো। ভাগবতে রসময়ের যে লীলা বর্ণন ক'রেছেন তা'তে কিছু অভিজ্ঞান থাক্‌লে অগ্রসর হ'তে পারবো। ভগবান্ বিভিন্ন অবতারে বিভিন্ন প্রকাশমূর্তি ও লীলাপ্রদর্শন করেন। যেমন জয়দেব ব'লেছেন—

" বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূলোকমুদ্বিভ্রতে, দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্বতে।

পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে, ম্লেচ্ছান্‌মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ।"

সেই কৃষ্ণ দশপ্রকার বিভিন্ন আকার ধারণ ক'রে বিভিন্ন রসের লীলা প্রকাশ ক'রেছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণেই রসপূর্ণতা আছে। তিনিই অখিলরসামৃতিমূর্তি। তাঁ' হ'তে আংশিক ভাবসমূহ বিভিন্ন অবতারের মধ্যে কিছু কিছু আছে। যেমন হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ প্রভৃতি গৌণরসের মধ্যে করুণরসটি বুদ্ধে আছে। অবতারসমূহে সকলরসের পূর্ণতা নাই, কারুণ্য আছে মাত্র। তাঁরা করুণাপরবশ হ'য়ে কিছুলীলা প্রকাশ ক'রেছেন।

বুদ্ধ আবেশাবতার, স্বাংশ নহেন, জীববিশেষ; তাঁ'তে ভগবানের করুণাশক্তি নিহিত হ'য়েছে। বিষ্ণুর আবেশাবতার বুদ্ধদেবে যে করুণা, সেই পূর্ণ করুণা বুদ্ধের অনুগত জনের মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই। তাঁ'রা কৃষ্ণের কথা সুষ্ঠুভাবে বুঝতে পারেন নাই, বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার ব'লে স্বীকার করেন নাই। তাঁ'রা জানেন, বুদ্ধদেব কোন তাপস, সাধন ক'রে সিদ্ধি লাভ ক'রেছেন, জগতে করুণা-বিতরণের লীলামাত্র প্রদর্শন ক'রেছেন। তাঁর দ্বারা বৈদিক আলম্ভবিধি—যজ্ঞবিধিতে যে পশুবধ সেইটি নিবৃত্ত হ'য়েছে। দুর্বল পশুর প্রতি অত্যাচার না করা, বলবানের দুর্বলের প্রতি হিংসা না করা তাঁর দ্বারা প্রচারিত হ'য়েছে। তাঁ'তে তপস্যা প্রভৃতির যে বিচার, তদ্বিষয়ে আমরা জানি,—

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্, নারাধিতা যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্, নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।।"

এই ভগবদ্বিষয়ে বৌদ্ধগণ আলোচনা করেন না ব'লে তাঁ'রা তপস্যা নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু নারদ ঋষি নারায়ণ ঋষি হ'তে যে তথ্য পেয়েছিলেন, যা' ব্যাসের লিখিতগ্রন্থে প্রকাশিত, যে কথার ভাগবত-নামে পরে প্রসিদ্ধি হ'য়েছে, তা'তে ভগবানের ভক্তির কথা—দশাবতারের কথা বর্ণিত আছে। কিন্তু ব্যাসের পরবর্তী সময়ে বুদ্ধ আবেশাবতার হ'লেও তাঁর অনুগত জনগণ তাঁকে বিষ্ণু না জেনে, ইহজগতের লোক একজন তাপস-মাত্র জানেন। তিনি পরদ্রোহ ক'রতে দেন নাই; পশুজাতিকে, মানবজাতিকে আক্রমণ ক'রতে দেন নাই। পশুদের প্রতি দয়া ক'রেছেন, পশুবধ থেকে অবসর দিয়েছেন। নিম্নসৃষ্টির প্রতি দয়াবিধানের যে ব্যবস্থা, তা' নিম্নশ্রেণীর দয়া। পশুবধ ক'রতে হ'লে বেদবিধি—যজ্ঞবিধিতে করা কর্তব্য, তা'র যে অপব্যবহার হচ্ছিল, সেটি নিবারণ ক'রেছেন। বেদব্যাসও শ্রীমদ্ভাগবতে এই কথা প্রচুর পরিমাণে লিখেছেন-—

" লোকে ব্যবায়ামিষ-মদ্য-সেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্নহি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ-সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা।।"

" যে ত্বনেবং বিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ।
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্।।" (ভাঃ ১১।৫।১১, ১৪)

(জগতে স্ত্রীসঙ্গ, আমিষভক্ষণ এবং মদ্যপান প্রাণিমাত্রের স্বাভাবিক ধর্ম বলিয়া স্থিরীকৃত থাকলেও উহা শাস্ত্রবিধানের অনুজ্ঞা নহে, পরন্তু যদি এ সমস্ত কার্য সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ অসম্ভব হয়, তাহা হইলে বিবাহদ্বারা স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞদ্বারা আমিষভক্ষণ এবং সৌত্রামণিনামক যজ্ঞের দ্বারাই মদ্যপানের নিয়ম বিধান করা হইয়াছে মাত্র। সুতরাং এ

সমস্ত বিষয় হইতে সর্বতোভাবে নিবৃত্তিই বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য।)

(ঈদৃশ ধর্মতত্ত্বানভিজ্ঞ যে-সকল অসাধু, জড়বুদ্ধি, সাধুত্বাভিমানী দুর্জন নিঃশঙ্কচিত্তে পশুহিংসা করে, পরলোকে নিহত পশুগণ ভোজনকারী হইয়া সেই সকল পশুমাংস-ভোজিগণকে ভক্ষণ করে।)

তাপসপ্রধান বুদ্ধের যে করুণার কথা বৌদ্ধগণ বিচার করেন, তা' পূর্বকালেও ছিল, এটা ভাগবতেই দেখ্‌তে পাচ্ছি। "প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।" কাহারও মনে ক্লেশ দেওয়া—শারীরিক, মানসিক বা বাচনিক ক্লেশ দেওয়া নয়। যা'রা উদ্বেগ দেয়, তা'দেরও উদ্বেগ পেতে হয়। এইজন্য ভাগবতে " যে ত্বনেবংবিদঃ" শ্লোকে দেখি—যা'রা এ প্রকার জানে না, অথচ দাম্ভিকতা করে, 'আমি সব বুঝি, সব জান্তা' বিচারে পশুবধে ব্যস্ত, তা'রা স্তব্ধ; তাদের বিচারে এমন জড়তা যে, "পশুবধ একটা শাস্ত্রীয় বিধান, আমরাও ধর্মকাজ ক'রছি"—এই বিচারের সাহসের সহিত ধর্মের নাম ক'রে পশুবধ করে। "শাস্ত্র যখন একথা ব'লেছেন—শাস্ত্রীয়বিধানে পশুবধ ক'রে তা'র মাংস খাওয়া দরকার, বৃথা মাংস খেতে হ'বে না, তা' হ'লে সাধু ব'লে অভিমান ক'রতে পারা যা'বে।"—অবশ্য রজস্তমোধর্ম প্রবল না হ'লে এই দুর্বুদ্ধি হয় না। সত্ত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি পশুহিংসা করেন না। কিন্তু ওরা (রজস্তমোধর্মী) মনে করে, তা'রাও সাধু। ধর্মের নামে পশুবধ ক'রে তা'র মাংস খাওয়ার প্রক্রিয়ার প্রচুর পরিমাণে চালান' ঠিক নয়। যেমন ভার্গবীয় মনু ব'লেছেন—

" ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।।"

প্রবৃত্ত ব্যক্তিমাত্রেই নিজ স্বভাব হ'তে পরহিংসা করে। কিন্তু—

"দ্বিষন্তঃ পরকায়েষু স্বাত্মানং হরিমীশ্বরম্।
মৃতকে সানুবন্ধেঽস্মিন্ বদ্ধস্নেহাঃ পতন্ত্যধঃ।। (ভাঃ ১১।৫।১৫)

—এই শ্লোকটির বিচার তা'রা জানে না। সকল ঘটেই হরি আছেন। উপাস্য-উপাসক তফাৎ হ'বার যো নাই। যিনি সেবা করেন এবং যাঁ'র সেবা করেন, তাঁ'রা দুইজন পৃথক নন্। ভক্তের কার্য ভুলে গিয়ে যদি ভগবত্তার কথাটা বলা হয়, তা' হ'লে বিচার সুষ্ঠু হ'ল না। ভোগে চালিত হ'য়ে ভোগ-কার্যে ব্যস্ত হ'লে পরকায়ে বিদ্বেষ প্রবল হয়। 'অন্যের মাংস খেয়ে ফেলব', এবুদ্ধি ভাল নয়। ভগবানেরই সব মাংস, তিনি সব খেয়ে ফেলে দিতে পারেন অর্থাৎ তিনিই সকল বস্তুর মালিক ও ভোক্তা; কিন্তু তাঁ'র অনুগত লোক খেতে পারেন না, তাঁ'রা ভোক্তা নন। সর্বস্ব দিয়ে ভগবানের সেবা ক'রতে হ'বে। এটা ভুলে গেলেই অসুবিধা। যেমন উপনিষদ্ ব'লেছেন—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্যোঽভিচাকশীতি।।
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো হ্যনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ।।

শ্বেতাশ্ব ৪।৬-৭

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।।"

মুণ্ডক ৩।৩

একটি বৃক্ষের দুটি জিনিষ—সেব্য-সেবক-ভাবপূর্ণ। যেমন দুটি দল নিয়ে একটি শস্য, দুটি অর্ধেক নিয়ে একটা পূর্ণ। একজন সেব্য, একজন সেবক আছেন। তাঁ'দের পক্ষী বলা হ'য়েছে। তাঁ'রা উড়তে পারেন, তাঁদের ভাল পক্ষ বা ডানা আছে। তবে তাঁ'রা যে উভয়ে জড়জগতের কার্য সমাধা করার জন্য উড়েন, তা' নয়। তাঁ'রা বন্ধত্বসূত্রে আবদ্ধ।

(২৯)

"সাধ বো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি।।"

—একজন পূজা গ্রহণ করেন, অন্যজন পূজা করেন। তাঁর পূজা নিয়ে অর্থাৎ তাঁ'কে পূজক সাজিয়ে নিজে তাঁর সেবাকার্য অনুমোদন ক'রে নিজেকে তাঁর সেবকের সেব্যবুদ্ধি ক'রতে হয়। এই দু'টি নিয়ে একটি কার্য। সেব্য-সেবক-ভাবটি লীলা বিকাশের পূর্ণতার কারণ। আমি ভোগ ক'রব, ভগবান্ যোগান দার(Order-supplier) হ'বেন—ভোগের যোগান দেবেন, এ বুদ্ধি হ'লে ভোগী হ'তে হয়। কর্মীজ্ঞানীরা ভোগী, তাদের আত্মসুখবাঞ্ছা প্রবল, ভগবৎ সুখবাঞ্ছা নাই। ভগবান্ সেবকের সেবা করুন্, আমরা প্রভু হ'য়ে থাকি, এটা উল্টো বিচার। ভগবান্ এই বুদ্ধিটা নিরাস ক'রেছেন—'সাধবো হৃদয়ং মহ্যম্' শ্লোকে। সাধুরা আমার সেবা করেন, আমি তাঁদের সেবা ক'রে থাকি। সাধু ২৪ ঘন্টা ভগবানের সেবা করেন, তাঁ'রা কুকুর, গরু হাতী, ঘোড়া, মানুষ প্রভৃতির সেবা করেন না, কেবল ভগবানের সেবা করেন। অপূর্ব বস্তুর সেবার নামে যদি নিজে সেবাগ্রহণের ফিকির করি, আমার সেবা অন্য লোকে ক'রবে—তা'র একটা দাদন দিয়ে রাখি, তা' হ'লে ভগবানের সেবায় ঔদাসীন্য এসে গেল। ভগবানের সেবকগণই গুণবান্।

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যাকিঞ্চনা সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ।।" ভা ৫।১৮।১২

যারা যতক্ষণ ভগবানের সেবা করে না, ততক্ষণ তাদের কোন গুণ স্বীকার্য নয়— তাদের কোন গুণই থাক্‌তে পারে না। অনেকে বলে—সুনীতিপরায়ণ লোক ভাল। কে বলে? —যারা কিছু নিজ ইন্দ্রিয়তোষণ চায় তা'রা। কিন্তু জগতের ধনাগারে এমন ধন নাই, যাতে সকলের সন্তোষ হ'তে পারে। কেউ পূর্ণ-জিনিষ দিতে পারে না, এটা আমরা ভগবানের বামনাবতারে বলি-বামন-সংবাদে জান্‌তে পারি। দাতার কাছে তত জিনিষ নাই, গ্রহীতা যত চায় তা' হ'লে আমি দয়া ক'রতে পারি, পরার্থিতাধর্মে দীক্ষিত (altruist) আমি, এ প্রকার দম্ভ আমার ভাল নয়। ভগবান্ বামনলীলায় এই শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রুতির বাক্য যেটি পাঠ ক'রলাম, তা'তে বলেছেন, একটি গাছে দুটি পাখী আছে, একটি খায় আর একটি খাওয়ায়। ভোগী পাখী যখন খায়, যখন প্রভু হ'বার আকাঙ্ক্ষা করে, যখন ভোগে ডুবে যায়, তার মনে যদি এই কথাটা উদয় হয়,—তিনি আমার প্রভু, তাঁর ভাণ্ডারের সব জিনিষ আমাকে দিচ্ছেন, যিনি ভোগ করাচ্ছেন, আমি তাঁর কি সেবা ক'রছি, তখন তা'র সেবা কর্‌বার বিচার আসে। "অনীশা'—যে ভোগরাজ্যে ডুবে গেছে, ব'লছে, "খানেওয়ালা আমি, সেবা কর্‌নেওয়ালা তিনি; ভোগকর্তা আমি, ভোগদাতা তিনি; আমার প্রভু কেউ নাই।"—এই প্রকার দুর্বুদ্ধি হ'লে তখন কেবল 'দেহি' 'দেহি' রব। "রূপং দেহি, ধনং দেহি, যশো দেহি, দ্বিশো জহি, মনোরমাং ভার্যাং দেহি মনোবৃত্ত্যানুসারিণীম্" ইত্যাদি বাক্যে সপ্তশতী-পাঠকালে আবদেন করি। তিনি যোগান দেন, আর আমি ভোগ ক'রতে থাকি। "আমি শালগ্রামের উপর ব'সে গেছি, শালগ্রাম দিয়ে বাদাম ভেঙ্গে খাচ্ছি, শালগ্রাম আমার চাকরী করুক"—এই বিচারপ্রাণালীটাকে 'ধর্ম' ব'লে চালান' কি ভীষণ সেবা-বিরোধিতা বা মূঢ়তা! যেহেতু প্রভু-সেবা-বঞ্চিত হ'বে প্রভুকে আমার ঘোড়া ক'রে ফেলেছি, সে আমাকে চিরদিন চড়াবে। ভক্তদের চাকর ক'রে ফেল্‌বো —এই বুদ্ধি হ'লে অসুবিধা আসে। কারো আশ্রয়ে না থাকায় প্রাপ্ত দ্রব্য হারাবার সময় শোক অভাব এসে উপস্থিত হয়, মূঢ়তা লাভ হয়। প্রভুর সেবা না ক'রে ভক্তিহীন হ'য়েছে, ভজনীয় বস্তুর প্রতীতি নষ্ট হ'য়েছে। অথচ দুইটি একসঙ্গে না থাক্‌লে পূর্ণ হয় না। যখনই মাথায় ঢুকবে যে আমি সেবা নিচ্ছি, আমি ক্ষুদ্র, বৃহতের সেবা করা আমার কর্তব্য, তিনি আমার প্রভু, তখন তাঁর মহিমা জান্‌তে পার্‌লে শোক থাক্‌বে না। শোক হয় প্রাপ্তবস্তুর অভাবে, যখন প্রাপ্তবস্তু ধ্বংস হয়। ভোক্তৃভোগ্য-বিচারহীনতাই দুর্বুদ্ধি। 'বীতশোক' কখন হয়? যখন জানে,

সব ভোগ তাঁরই, তিনি সেবা নেবেন, আমি তাঁর ভোগ্য। এই মহিমা-জ্ঞান আগে হ'চ্ছিল না। দু'জনে বন্ধু-সর্বতোভাবে পরস্পর সেব্যসেবকভাবে অবস্থিত (reciprocated) হ'লেও , একের জন্যে অন্যে ব্যস্ত হ'লেও তিনি খাওয়াচ্ছেন, আমি খাচ্ছি—এই বিচার ছিল না। যখন বুঝ্‌তে পারি, তখন বলি–

"ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্।।"

(পৃথিবীতে যে কিছু নশ্বর বস্তু আছে, তৎসমুদয়েই পরমেশ্বরসত্তা ও চৈতন্য ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অতএব পরমেশ্বরের উচ্ছিষ্ট বস্তু যুক্ত-বৈরাগ্যের সহিত গ্রহণ কর; ভগবৎসম্পত্তিকে ভোক্তৃরূপে গ্রহণ করিবার লালসা করিও না।)

আপনি দাতা, আপনি কৃপা ক'রে খেয়ে উচ্ছিষ্ট দিন—এই বিচার হ'লে তখন আমরা ভক্তি লাভ ক'রতে পারি।

আমি আমার জন্যে কাজ ক'রে সুবিধা সঞ্চয় ক'রবো, এটা পুণ্য, এর বিপরীত পাপ। যখন দেখ্‌তে পায়, মূলবস্তু তিনি, কর্তা তিনি, আর আমি কর্ম— কার্যের দ্বারা কর্তার অভীষ্ট সাধন ক'রবো; তিনি ব্রহ্মযোনি, বৃহদ্‌বস্তুর মূল আকরবস্তু, সর্বকারণকারণ, তখন ওয়াকিবহাল হ'য়ে, মুক্ত হ'য়ে জগদ্দর্শনকার্য সমাধা ক'রে পাপপুণ্যের বোঝা ছেড়ে দিয়ে নিরঞ্জন—নিষ্পাপ হয়। পরম সমতা এসে যায়, বাস্তবিক পণ্ডিত হ'য়ে যায়। "পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ"। স্বরূপের অভিব্যক্তি হ'লে সেবা-কার্যে প্রবৃত্তি হ'য়ে যাবে। তখন অন্যের সেবা, কুকুর, ঘোড়া, বা মানুষের সেবা ক'রবে না; তবে ভক্তের সেবা ক'রবে কেন ? এ প্রশ্ন এলে ব'লতে হয়, যিনি ভগবানের সেবা ছাড়া আর কিছু করেন না, তিনি ভগবানের সঙ্গে সমান সেব্য পদার্থ । তিনি ভগবানের সিংহাসনে উঠে প'ড়েছেন তাঁর সেবার জন্য। তাঁর (সেবকের) সেবা না ক'রে ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেতে হবে না।

মানুষকে পুণ্যবান্ ব'লে প্রশংসা বা পাপী ব'লে ঘৃণা ক'রতে হ'বে না, ক'রলে অসুবিধা আছে।

"পরস্বভাবকর্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।" সমতা লাভ না ক'রলে সুবিধা হ'বে না।

"বিদ্যা বিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।।"

পাণ্ডিত্য হ'বে সমদর্শী হ'লে। সকলের উপকার ক'রবো—এ বুদ্ধি হ'লে হিংসার অবকাশ থাকে না। সকলে বেশী সেবা ক'রছে, আমি পার্‌ছি না—এই বিচার হ'লেই সুবিধা। 'আমি বড়', এটা অনর্থ প্রণোদিত বুদ্ধি। 'অন্যলোক তাঁবেদার,

আমি প্রভু'—এটা অধঃপতনের কারণ। যে মঙ্গল চায়, সে 'তৃণাদপি সুনীচ' হ'য়ে সকলকে সম্মান ক'রবে। ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হ'বার ইচ্ছা থাক্‌লে মহাপ্রভুর উপদিষ্ট এই "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্তনীয় সদা হরিঃ।।"-—বিচার অনুধাবন

(৩০)

Ellipse (এলিপ্‌স্‌-ডিম্বাকার-ক্ষেত্র, উপবৃত্ত) এর দু'টো Focus (ফোকাশ্‌-—কেন্দ্র); একটি নিকটের আর একটি দূরের Blind Focus (ব্লাইণ্ড ফোকাস্‌)। যে Focus টা বৃত্তাভাসের পরিধির নিকট পৌঁছায়,— সেটা ঢের দূর। মানুষ Empiricism এর (আধ্যক্ষিকতার) দ্বারা অনেক দূরে পৌঁছাবে মনে করে; কিন্তু যে পরিধিটি নিকটে থাকে, একটু ছেড়ে দিলেই সেটা পাবে—যেটুকু মানুষের আছে, সেটা ছেড়ে দিলেই পাবে। কতকগুলি মানুষ মনে করে, খুব বেড়ে গিয়ে পরিধির নিকট পৌঁছাবে—ব্রহ্ম হ'য়ে যাবে; কিন্তু বেড়ে গিয়ে ব্রহ্ম হ'বার পিপাসা দুর্বুদ্ধি মাত্র। মানুষের কতটুকু আছে? ক্ষুদ্রতা ছেড়ে দেওয়া সহজ; কিন্তু অভাব পূর্ণ কর'তে গিয়ে ফলাবটি ক'রে জগতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'বার জন্য ব্যস্ততা অবিবেচনার কার্য।

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং, দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্‌।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং, বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ।।

(ভা ৬।৩।২৫)

—এই বিচারে অভাব পূরণ ক'রে নেব—জ্ঞানের অভাব, শক্তির অভাব, অর্থের অভাব দূর ক'রে প্রচুর জ্ঞান, অর্থ, শক্তি সঞ্চয় ক'রে বড় হ'ব। কিন্তু মহাপ্রভু বলেন, তোমার কতটুকু আছে? আর কতটা অভাবই বা পূর্ণ ক'রবে। তার থেকে তোমার যা বিন্দুমাত্র আছে, সেটুকু ছেড়ে দাওনা কেন? ভোগীর চেহারায় বিশ্বদর্শন-চেষ্টা, ইন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টা ছেড়ে দাও—অভিমান-শূন্য হও। যে যা চায়, তা'কে তা' দিয়ে অমানী হ'য়ে যাও। তা' হ'লে অল্প প্রয়াসেই কার্য হ'বে। যদি সহ্য ক'রতে পার, কে তোমার কতটুকু অন্যায় ক'রতে পারবে? সমতা লাভ ক'রে ঝগড়া ক'রলে বড় হ'বার চেষ্টা আছে জান্‌তে হ'বে। বাকীটুকু পূরিয়ে নেবার চেষ্টা না হওয়াই ভাল। অনেকটা সুবিধা হ'বে যদি ভক্তিপথ আশ্রয় করা হয়। যোগসিদ্ধি, কর্মকাণ্ডের দ্বারা স্বর্গসুখাদির চেষ্টা প্রভৃতির নিরর্থকতা সহজেই জানা যায়।

একটি বৃক্ষে দু'টি জিনিষ; সেবকের রস এক প্রকার, সেব্যের রস অন্য প্রকার। সেব্য সেবা গ্রহণ ক'রে সেবককে সেবার সুযোগ দেন; ভগবান্‌ সেবকের সেবা

করেন, সেবক ভগবানের সেবা করেন। একটা কথা আছে 'শিবের গুরু রাম, রামের গুরু শিব'; ' বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ' বৈষ্ণবগণের মধ্যে শম্ভুই শ্রেষ্ঠ, তাঁর আরাধ্য রামচন্দ্র। যেমন কথা আছে 'রামেশ্বর'। রাম ঈশ্বর যাঁ'র অথবা রামের ঈশ্বর যিনি। 'মদন্যত্তে। 'মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি'—অভক্ত সম্প্রদায়ে তাৎপর্য না বুঝতে পেরে কু-ব্যাখ্যা ক'রে অর্থবিপর্যয় করে। তা'রা চৈতন্যদেবের উপদেশ হ'তে পৃথক্ থাকে। তিনি কৃষ্ণভজনের কথাই ব'লেছেন, তাঁ'র উপদেশ না বুঝ্লে বিপথগামীই হ'ব। রসময়ের রসবৃদ্ধির যত্ন করা কর্তব্য। রস শুকা'লে, জড়রস বৃদ্ধি ক'রলে সর্বনাশ।

রস-বিচারটি সুষ্ঠুভাবে হওয়া দরকার। রসময় রসিকশেখর কোন্ রস কি ভাবে প্রকাশ ক'রে রসাস্বাদন ক'রছেন এ'টি বিচার ক'রলে আমরা জান্ব—'রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ'। সব রস কৃষ্ণের পাদপদ্ম থেকে বেরিয়েছে, তা'র কতক স্বাংশগণে আছে, এঁদের নিজ নিজ বৈকুণ্ঠ আছে। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, রাম, রাম, বুদ্ধ, কল্কি—এঁরা কোন্ কোন্ রস কি ভাবে আস্বাদন ক'রেছেন তা' জানা দরকার। করুণাবতারের কথা বুঝতে না পেরে যে অমঙ্গল, তা' হতে রক্ষা পাবার জন্য ভাগবত শুনা দরকার। অনেকের বিচার—কৃষ্ণ অপেক্ষা বুদ্ধতে ভাল গুণ। ভোগীর ভোগ তা'দের জন্য রেখে দিয়ে তিনি নিজে নির্ভোগ হ'য়েছেন। এটি ভাল। স্ত্রী, পুত্র ছেড়ে গাছতলায় ব'সে তপস্যা ক'রেছেন, আর কৃষ্ণ কামদেব হ'য়ে নিজ বহু কামনার তৃপ্তি ক'রেছেন। তাই বুদ্ধ ও কৃষ্ণ আসামীদ্বয়ের মধ্যে বুদ্ধকেই রায় দিলাম। তা'র উত্তর নারদ ঋষি দিয়েছেন,—

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্,নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।।

কৃষ্ণের লীলা বুঝ্তে না পেরে বুদ্ধকে তপস্বীমাত্র বুঝ্লে —কৃষ্ণের অবতার জ্ঞান না ক'রলে নিক্রিয় হ'য়ে যাওয়ার বিচারটাই বহুমানন হয়। অন্য সব নিষ্ক্রিয় হ'লে ভোগী সব মজা লুট্বে। এদের পাষণ্ডতা কত বেশী! সাধুরা জঙ্গলে থাকুক, আমরা ঘরে বাস ক'রে ইন্দ্রিয়তর্পণ ক'রব, তাদের সাধুতার কথা আমাদের কাছে না আসুক। ভোগ ক'রে কৌশলে লোক ঠকান'। অনেকে বলেন, গৌড়ীয় মঠের সারস্বত-শ্রবণ সদন বড় হ'বে কেন? তা' থেকে আমাদের বেশ্যালয় বড় হ'ল না কেন? মোটর গাড়ীতে আমরা চ'ড়ব—কৃষ্ণসেবার উদ্দেশে এঁদের চ'ড়ে কাজ নাই, কৃষ্ণ নিরাকার বুদ্ধ হ'য়ে জঙ্গলে যা'ন; কিন্তু বুদ্ধিমান্ নারদ ব'লেছেন, হরির আরাধনায় জগতের সব দ্রব্য লাগিয়ে দেওয়া হ'ক, নচেৎ তপস্যা ধর্মকর্ম প্রভৃতির নামে শয়তানেরই প্রশ্রয়

দেওয়া হবে, হরি আরাধনাই মূল বস্তু। বুদ্ধিমানের কর্তব্য সব জিনিষ ভগবান্ ও ভক্তের সেবায় লাগান'। ভক্ত ভোগ করেন না, ত্যাগও করেন না, ভগবানের ভোগ দেন, কিন্তু বোকা লোক তা' বুঝে না। যে মুহূর্তে 'আমি ভোগ ক'রব' বুদ্ধি হয়, তখনই ভক্তি থেকে খারিজ হ'য়ে ব্যভিচাররত অসৎ হ'য়ে পড়ে। ভোগের দ্রব্য মাঝ পথে মেরে নেবার বুদ্ধি হ'লে সর্বনাশ। রসের একমাত্র ভোক্তা— ভগবান্ ; সুতরাং আমার তপস্বী জীবন হওয়াই ভাল। 'অন্যান্য সকলের জীবন দিয়ে ভগবানের সেবা কর্‌ব, এই বিচারই ভাল। শুধু তপস্যা করার কোন মূল্য নাই। যেমন এক সংখ্যার ডাইনে শূন্য বসা'লে দশ দশ গুণ বৃদ্ধি হ'য়ে যায়, কিন্তু সংখ্যা বাদ দিলে সব শূন্য, তদ্রূপ ভগবানের সেবা বাদ দিয়ে যা' কিছু করা যায়, সবই নিরর্থক হ'য়ে যায়; সুতরাং বৌদ্ধদিগের বিচারের সহিত ভক্ত সম্প্রদায়ের বিচার পৃথক্।

যেমন বরাহ-উপাসকগণ 'বারাহী', নৃসিংহ-উপাসকগণ 'নারসিংহী', রামোপাসক' রামাৎ', কৃষ্ণ উপাসক 'কাষ্ণ' ব'লে উক্ত হ'ন, কিন্তু তাঁ'রা সকলেই বৈষ্ণব; কিন্তু বুদ্ধের উপাসক বৌদ্ধগণকে কেন বৈষ্ণব বলা হয় না? তা'র উত্তর এই যে— বুদ্ধকে তা'রা বিষ্ণুর অবতার ব'লে স্বীকার করে না, তিনি একজন সাধক, তপস্যা ক'রে সংযত হ'য়ে কষ্টমুক্ত হ'য়েছেন—এই প্রকার বিচার করে। তা'রা জানেনা, যে তা'রা নিজে বৈষ্ণব। সুতরাং তা'দের কর্মের সফলতার বদলে নিস্ফলতা আসে। তপস্যা ত' ভগবৎসেবার জন্যই ক'রতে হ'বে।

নেহ যৎ কর্ম ধর্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।।

অচেতনের সেবায় কি ফল? বৌদ্ধ-সম্প্রদায় কৃষ্ণলীলা বুঝতে না পে'রে বুদ্ধদেবে যে কারুণ্যরস আছে, তা'র বহুমানন করে। বুদ্ধের করুণা-বিস্তার ভাল কথা, কিন্তু তুমি করুণা গ্রহণ ক'রছ না কেন? বুদ্ধকে তপস্বী মাত্র দাঁড় করাও কেন? তিনি যে তপস্যা ক'রে জগতে করুণা বিতরণ ক'রেছেন সেটি মূল বস্তুর উদ্দেশ্যে পরিচালিত ক'রবার জন্য। বুদ্ধের বিচার-প্রণালীতে হরিভজনই আছে, কিন্তু অবুঝ বৌদ্ধগণ তপস্যার নিরর্থকতাকেই প্রয়োজন জ্ঞান ক'রেছেন, তা'তে সবই বিফল।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ।।

এই প্রকার প্রত্যেক অবতাররে যে যে রস আছে, তা' বিচার ক'রলে জান্‌তে পার্‌ব—সব রস অপেক্ষা কৃষ্ণের রসের উৎকর্ষ আছে। কৃষ্ণে ১২ টি রস পরিপূর্ণ ভাবে আছে, তিনি অখিলরসামৃতমূর্তি। সেই রস পান করা দরকার; এটি প্রয়োজন-

তত্ত্বে বিচার করা হ'য়েছে। মায়িকরস, জড়রস আংশিক বা অপূর্ণ, সেটা ফলপ্রদ নহে।

(৩১)

যস্যালীয়ত শল্কসীম্নি জলধিঃ পৃষ্ঠে জগন্মণ্ডলং, দংষ্ট্রায়াং ধরণী নখে দিতিসুতাধীশঃ পদে রোদসী।

ক্রোধে ক্ষত্রগণঃ শরে দশমুখঃ পাণৌ প্রলম্বাসুরঃ, ধ্যানে বিশ্বমসাবধার্মিককুলং কস্মৈচিদস্মৈ নমঃ।।

সেই কোনও এক পুরুষোত্তম বস্তুকে নমস্কার করি, যিনি স্বীয়-লীলা- বৈচিত্র্য-প্রদর্শন-কল্পে জলধি স্বীয় শল্ক-সীমায় লীন করিয়েছিলেন (মৎস্যাবতার), যাঁ'র পৃষ্ঠে জগন্মণ্ডল সংলগ্ন হয় (কূর্মাবতার), যাঁ'র দন্তে পৃথিবী (বরাহাবতার), যাঁ'র পাদপদ্মে দ্যাবা পৃথিবী বিলীন আছে (' ত্রেধা নিদধে পদম্' বিচারে বামনাবতার), যাঁ'র ক্রোধে ক্ষত্রপ্রকৃতি ব্যক্তিসকল বিনষ্ট হ'য়েছিল (পরশুরামাবতার), যাঁ'র শরে দশানন রাবণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'য়েছিল (রামাবতার), যাঁ'র পাণিতে প্রলম্বাসুর নিহত হ'য়েছিল (শ্রীবলদেবাবতার), বিশ্ব যাঁ'র ধ্যানে বিলীন (বুদ্ধাবতার), আর যাঁ'র অসিতে অধার্মিককুল বিনষ্ট হ'বে (কল্কি); সেই মৎস্যকূর্মাদি অবতারের অবতারী ভগবান্‌কে নমস্কার করি। এই শ্লোকটি শ্রীজয়দেবের "বেদানুদ্ধরতে" শ্লোকের সঙ্গে একতাৎপর্যবিশিষ্ট।

কপটতা করার দরুণ বলদেবের দ্বারা প্রলম্বাসুর নিহত হ'য়েছিল। যেমন বুদ্ধ তপস্যা, ধ্যান প্রভৃতি ক'রে সমগ্র বিশ্বের সমদৃষ্টিসম্পন্ন হ'য়েছিলেন, অর্থাৎ কৃষ্ণের করুণামূর্তির প্রকাশবিশেষ হ'য়ে শোকরতির সামগ্রীযোগে সর্বত্র সমদৃষ্টি হ'য়ে পশু-হিংসাদি বাধা দিয়েছিলেন, সেই প্রকার স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব বলদেব প্রলম্বাসুরকে ধ্বংস ক'রেছিলেন, শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে ধ্বংস ক'রেছিলেন, বরাহদেব পৃথিবী ধারণ ক'রেছিলেন, কূর্মদেব মন্থনদণ্ড মন্দার-পর্বতকে পৃষ্ঠে ধারণ ক'রে কণ্ডুয়ন জন্য সুখানভূতিক্রমে নিদ্রালু হন, নৃসিংহদেব নখদ্বারা হিরণ্যকশিপুকে সংহার ক'রেছিলেন। সেই দেবতাটি কৃষ্ণই; নিমিত্ত উপলক্ষণে বিভিন্ন রস প্রকট ক'রে ভিন্ন ভিন্ন নৈমিত্তিক অবতারোচিত বৈভব-লীলা প্রকাশ ক'রেছেন। হয়গ্রীবাসুর কর্তৃক অপহৃত বেদ জলধিগর্ভে নিমজ্জিত ছিলেন, মাছের আঁইসে জলধির জল শুকিয়ে গেল, তা'তে বেদ উদ্ধার হ'ল। সত্যব্রত রাজার সময়ে কৃতমালা নদীর ধারে দক্ষিণ দেশে মৎস্যাবতারের প্রকট-লীলা রাজাকে ঔষধি ও নৌকা-দানে প্রলয় হ'তে রক্ষা করেন। অর্থাৎ স্বর্গপ্রমুখ বিশ্ব জড়রসে নিমগ্ন ছিল, তা'কে পৃষ্ঠে ধারণ ক'রে দেবপ্রাপ্য ব্রহ্মাদি

দান ক'রেছেন।

পৃষ্ঠে ভ্রাম্যদমন্দ-মন্দরগিরি-গ্রাব্যাগ্রকণ্ডুয়নান্ নিদ্রালোঃ কমঠাকৃতের্ভগবতঃ শ্বাসানিলাঃ পান্তু বঃ।

যৎসংস্কারকলানুবর্তনবশাদ্বেলানিভেনাম্ভসাং, যাতায়াতমতন্দ্রিতং জলনিধের্নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি।। (ভাঃ ১২।১৩।২)

(পৃষ্ঠদেশে ভ্রমণশীল গুরুতর মন্দরগিরির প্রস্তরাগ্রঘর্ষণজনিত সুখ-হেতু নিদ্রালু কূর্মরূপী ভগবানের শ্বাসবায়ুসমূহ আপনাদিগকে রক্ষা করুন্। ঐ শ্বাসবায়ুরাশির সংস্কারলেশ অদ্যাপি অনুবর্তনবশতঃ ক্ষোভচ্ছলে সমুদ্রজলরাশির যাতায়াতে নিরন্তর প্রবর্তমান রহিয়াছে, কখনও নিবৃত্ত হইতেছে না।)

ভাগবত ১২শ স্কন্ধের সেই বিচারে শ্রীভগবান্ মন্দাররূপ জগন্মণ্ডলকে পৃষ্ঠে ধারণ ক'রেছিলেন। জগৎ আলাদা ছিল না, ভগবৎপৃষ্ঠে লীন হ'য়েছিল। বামনদেব দ্যাবা পৃথিবীকে পদদ্বারা আক্রমণ, রামচন্দ্র রাবণকে শরদ্বারা আঘাত ক'রেছিলেন; আর কল্কি অধার্মিককুলকে অসিদ্বারা বিনাশ ক'রবেন। চা'র যুগে এই দশ অবতার। অবতারী স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র।

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"। (ভাঃ ১।৩।২৮)

—এই বিচারে সেই স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের কথা পাই। তাঁ'তে বিশেষ রস—মধুররসের বিচার পাই। তদন্তর্গত সকল রস। অন্য কোন লীলায় এই রসটি পাই না। বৎসল-রসের বিচার কিছু কিছু পাই রামচন্দ্রে। যেমন দশরথ রাজা পুত্রকে রাজ্যে অবিষিক্ত করার ব্যবস্থা ক'রেছিলেন, কৌশল্যা প্রধানা মহিষী হ'লেও তিনি কৈকেয়ীর-প্রতিজ্ঞা রক্ষণার্থ বাৎসল্য-রসসেবা হ'তেও ন্যূনাধিক বঞ্চিতহ'লেন; এখানে আপনারা বেশ বিচার করে দেখ্‌বেন, নন্দের বাৎসল্য কি প্রকার। নন্দ স্বীয় নন্দন কৃষ্ণে কিরূপ আসক্তি ও সেবা-প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। দশরথের রামসেবা আর বসুদেব-নন্দের কৃষ্ণসেবা—এই দুইটির তুলনা কর্‌লে দেখা যায়, দশরাথ স্বীয় প্রতিজ্ঞা নিজবাক্য-রক্ষণার্থ প্রিয়পুত্র স্বয়ং বিষ্ণু রামকে রাজ্য হ'তে অবসর দিয়ে বনে পাঠিয়েছিলেন।

যঃ সত্যপাশপরিবীতপিতুর্নির্দেশং, স্ত্রৈণস্য চাপি শিরসা জগৃহে সভার্য্যঃ।
রাজ্যং শ্রিয়ং প্রণয়িনঃ সুহৃদো নিবাসং, ত্যক্ত্বা যযৌ বনমসুনিব মুক্তসঙ্গঃ।।

কিন্তু নন্দ তা' করেন নাই। যখন অক্রূর কংসবধের জন্য কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে গেলেন, সেই সময় নন্দ কৃষ্ণকে ফিরিয়ে নেবার জন্য কতই না যত্ন ক'রেছিলেন। কৃষ্ণ যখন দ্বারকায় গিয়েছিলেন (পরবর্তী সময়ে স্যমন্তকপঞ্চক হইতে আগমন ব্যতীত আর ব্রজে আসেন নাই)। নন্দ কৃষ্ণকে ব্রজে ফিরিয়ে আনার জন্য কিরূপ ব্যস্ত

হ'য়েছিলেন, কিন্তু দশরথ প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হ'য়ে কৈকেয়ীর বাক্যানুসারে রামকে বনে পাঠিয়ে দিলেন। অবশ্য দশরথ রামের জন্য নিজ প্রাণ ত্যাগ ক'রেছিলেন বটে, কিন্তু বৎসল-রসের কি পরিমাণ ক্ষতি হ'ল, সাধুগণ বিচার করুন। নন্দের ও দশরথের বাৎসল্য আলোচনা ক'রলে দেখা যায়--দশরথ বিধিবাক্য হ'য়ে রামকে সিংহাসন হ'তে অবতরণ করিয়ে বনে পাঠা'লেন, আর নন্দ ব্রজে বাৎসল্য-রস সর্বতোভাবে পুত্রসেবায় যত্ন ক'রলেন। তা' হ'লে রামচন্দ্রের উপাসনাকারী দশরথ রামসেবায় বিচলিত হন, কিন্তু নন্দের কৃষ্ণসেবায় আদৌ বিচলন দেখা যায় না। অনেকে মনে করেন, বৎসল-রসের ব্যাপার ত' রামচন্দ্রেও আছে, এখানে রসের বিচার আলোচ্য।

কৃষ্ণ দ্বাদশরসের একমাত্র আশ্রয়। কেউ বলেন, রামই ত' কৃষ্ণ, অতএব রামের উপাসনাতেই কাজ মিট্‌বে; কিন্তু দেখুন, দণ্ডকারণ্যবাসী ষাট হাজার ঋষি বহুকাল তপস্যা ক'রে রামের অপূর্ব রূপলাবণ্য ও অগণিত গুণগণ-দর্শনে প্রোৎসাহান্বিত হ'য়ে যখন বিচার ক'রলেন, এমন সর্বাঙ্গসুন্দর পুরুষকে আলিঙ্গন করাই কর্তব্য—মধুররতি—বিশিষ্ট হ'য়ে তাঁ'কে পেতে পারলেই ভাল, তদুত্তরে সর্বরসাশ্রয় রামরূপী কৃষ্ণ বল্‌লেন—'আমি এক পত্নীধর, আমার দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণের উপায় নাই, কেননা সীতা এক পতিব্রতা।' সীতা রাবণের যত্ন-মধ্যে প্রবিষ্ট হন নাই। শূর্পনখা প্রভৃতি যখন রামের নিকট সেই রকম বিচারে আগ্রহান্বিত হ'য়েছিলেন, তখন রামচন্দ্র তা'দিগকে স্বীকার করেন নাই, কেন না তাঁ'র (রামচন্দ্রের) একমাত্র পত্নী সীতা, সুতরাং দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণকে তাঁ'র প্রত্যাখ্যান ক'রতে হ'য়েছিল, তখন পুরুষশরীর তাপসগণ জন্মান্তরে স্ত্রীদেহ গোপীগর্ভে জন্মলাভ ক'রে কৃষ্ণসেবায় অধিকার লাভ ক'রেছিলেন।

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।'

যদি কোন আত্মা—ঐ প্রকার বিচারে ভগবানের সঙ্গে মধুররতিতে আগ্রহান্বিত হন তাঁ'র নিত্যা সুপ্তপ্রকৃতি উদিত হয় যে, ভগবান্‌ই একমাত্র পতি, তাঁকেই পাওয়া দরকার, তবে পুনরায় ফিরে গিয়ে গোপীগর্ভে নিত্যজন্মলাভ ক'রে কৃষ্ণপাদপদ্ম পেতে হ'বে, ——তাপস দেহ বা অন্য কোন অনিত্য দেহে তাঁ'কে পাবার উপায় নাই। রামচন্দ্র সেই তাপস দেহকে গ্রহণ ক'রতে পারেন নাই। মধুর রতিতে এই যে চিত্র,মন সেই প্রকার বৎসলরতি-বিচারে যদি কেউ বলেন যে, দশরথ রামকে সেবা ক'রে পুত্ররূপে পেয়েছিলেন--তা'তে বিচার এই,--

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্ত ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম।।

কতকগুলি লোক বেদ শাস্ত্র অধ্যয়নে ব্যস্ত, কেউ স্মৃতিশাস্ত্র আলোচনায়, কেউ

মহাভারত শ্রবণে ব্যস্ত, এঁদের সকলেরই বিচার—'আমরা ভবার্ণবে ডুবে যাচ্ছি, এ হ'তে রক্ষা পাওয়ার দরকার', কিন্তু শুদ্ধ বাৎসল্যরস-রসিকের বিচার এই যে—আমি সেই নন্দেরই বন্দনা করি, যাঁ'র অলিন্দে স্বয়ং পরব্রহ্ম হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছেন। আমি (ভব-ভয়ে ভীত হয়ে) বেদ-স্মৃতি-মহাভারতাদি শুন্‌তে যা'ব না। সংসার কষ্ট থেকে নিবৃত্তির জন্য কেউ স্বাধ্যায়নিরত হ'ন, কেউ বা স্মৃত্যাদির অনুশীলন করেন; তাঁ'রা নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে ভাগবত-কথা ভোগময় কর্ণে বিকৃতভাবে শ্রবণ করেন, কিন্তু তাঁ'দের উদ্দেশ্য—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুবর্গ পর্যন্ত; পঞ্চমবর্গের কথা--একমাত্র ভগবান্‌ই প্রীত হউন, এই বিচারে তাঁ'দের চেষ্টা নাই। আমার সুবিধা হউক; আর ভগবানের কেবলমাত্র সুখ হউক, এই বিচারদ্বয়ে বিশেষ পার্থক্য র'য়েছে। একজন অভক্ত আর একজন ভক্ত। অভক্ত সর্বদা 'নিজের' সুবিধা খুঁজেন, 'আমি ধার্মিক সাধু হই, আমার কিছু প্রয়োজন সিদ্ধ হউক'—এই সমস্ত বিচার করেন। সূর্যের নিকট থেকে ধর্ম, গণেশের পূজা ক'রে অর্থ, শক্তির নিকট হ'তে কামনাপূর্তি এবং রুদ্রের নিকট হ'তে মোক্ষ আদায় করাই তাঁ'দের বিচার। চা'র জনের নিকট থেকে আদায় ক'র্‌ব, কিন্তু তাঁদের দিব কি? না কপটতা, যদি আদায়ের ব্যাঘাত কর, তবে পূজা ছাড়্‌বে; কিন্তু বিষ্ণুপূজা সে রকম নয়; আমাদের আদায় নেবার পরিবর্তে তিনিই আমাদের সর্বস্ব আদায় ক'রে নেবেন, তিনি কামদেব। অন্য দেবতার কাছে কেবল আদায় নেবার জন্য পূজার নামে কপটতা করা কামকামীর কার্য, কিন্তু ভক্তের কৃত্য কামদেব বিষ্ণুর কামনাই পরিতৃপ্ত করা। একজন সেব্যের সেবা কিসে হয় তা'র জন্য ব্যস্ত, আর অপরে ' সেবক' নাম নিয়ে তাঁ'দের কল্পিত সেব্যের পকেটে হাত দেবার জন্য ব্যস্ত। শিবাদি-পূজার ছলনা ক'রে কিছু আদায়ের চেষ্টামাত্র; কিন্তু " যেঽপ্যন্য দেবতা ভক্তাঃ"—শ্লোকে ভগবান্ ব'ল্‌ছেন—"এ'রা অবিধি অর্থাৎ অন্যায়পূর্বক আমাকে চাকর ক'রে নিজেরা প্রভু হ'বেন, আমার কাছ থেকে কিছু আদায় ক'র্‌বেন, কিন্তু আমি সেয়ানা, আমি আদায় নে'ব; তাঁ'দের দিয়ে সেবা করিয়ে নে'ব। আমার ভক্ত আবার আমা অপেক্ষাও চতুর, তা'রা আমার সেবা ছাড়া আর কিছুই চায় না। আমি অভক্তকে আমার মূর্তি দেখাই না, অন্য মূর্তি প্রকট করি।।" ভক্তসকল প্রভুকে সেবা করেন ব'লে প্রভু নিজের মূর্তি বদল করেন না, কিন্তু অভক্তের নিকট ভগবান্‌কে যাত্রাদলের সাজ পরার মত কাপড়-চোপড় প'রে অন্য দেবতার চেহারা ক'রতে হয়।

নারায়ণ, বিষ্ণু, মৎস, কূর্ম, বামন, নৃসিংহাদি সবই বিষ্ণু-দেবতা। অন্য দেবতা—বিষ্ণু নহেন যাঁ'রা; তাঁ'দের কাছ থেকে আমরা কিছু না কিছ চাই; —যেন খাজাঞ্চী ক'রে ফেলি, যেমন ব্যাঙ্কে টাকা রেখের চেক কেটে টাকা বে'র ক'রে নিই, টাকা দাদন দিয়ে তা' আবার সুদ-সমেত আদায় করি--সেই রকম আমাদের যে ভগবান্‌কে

নমস্কারাদি দাদন দেওয়া, তা'ও তাঁ' থেকে কিছু আদায় করে নেওয়ার ফন্দি। 'বরং দেহি, ধনং দেহি' প্রভৃতি ' দেহি' ' দেহি' ক'রে কোন প্রার্থনা ভগবানের কাছে নেই, তাঁ'র (ভগবানের) ভক্তবাৎসল্যবিচারে অনুমোদিত যা' আকাঙ্ক্ষা, তাই পূরণ করাই ভক্তের বিচার। অভক্তেরা ব'ল্ছেন--গণদেবতা ঈশ্বর। গতকল্য গণেশচতুর্থী গেল, বাংলাদেশে গণেশের পূজা খুবই কম; এখানে কেবল দোকান-ঘরে অর্থসিদ্ধির জন্য গণেশমূর্তি দেখা যায়, কিন্তু উৎকল দেশে ও বোম্বাই প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য অঞ্চলে গণেশের পূজা খুব বেশী।

চা'র প্রকার দেবতার পূজার বিনিময়ে সেবককে সেব্যের জন্য নিত্যকাল সেবাই দিতে হয়; কিন্তু ভগবানের অন্যরূপ সেবা সেবকের ইন্দ্রিয়তোষণ মাত্র। অন্যদেবতা-পূজকের সেবা-চেষ্টা-প্রদর্শন কেবল ছলনা মাত্র, বণিকের দোকানে জিনিষ কিন্‌তে গেলে যেমন ' ফেল কড়ি মাখ তেল' বিচার, সেই রকম। ধর্মাদি চতুর্বর্গকামী যখন মহাদেবের পূজা করেন, তখন মুক্তিকামী হ'য়ে 'শিবোহহং' শিবোহহং'বলেন তাঁ'র সঙ্গে একীভূত হয়ে যা'ব—এই রকম বিচার করেন, ও'কেই তাঁ'রা মঙ্গল ব'লে মনে করেন। মোক্ষকামীর—মুমুক্ষুর এই প্রকার চিন্তাস্রোত। বুভুক্ষা হ'তে আর তিন প্রকার (গণেশ, শক্তি, সূর্য) দেবতার পূজা। প্রার্থনার প্রার্থী আমরা, তাঁ'রা (দেবতারা) আমাদের সেবা ক'রেই খালাস। আমরা যেমন বলে থাকি 'আপনার কি সেবা ক'রতে পারি? আমার প্রতি কি আদেশ হয়? বলুন'—এই প্রকারে তাঁ'রা যেন আমাদের (প্রার্থীর) আদেশ-প্রতীক্ষায় থাকেন। ভগবদ্ভক্তের ঐ রকম কৈতবময়ী প্রার্থনা নাই। ভগবান্ কামদেবের প্রীতিই তাঁ'দের একমাত্র প্রার্থনীয় বিষয়। পঞ্চোপাসনার প্রণালী ভাগবতে সম্পূর্ণ নিরস্ত হ'য়েছে। পূর্বে একমাত্র একল বিষ্ণু নারায়ণই ছিলেন-—"একো হরি র্নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা নেশানঃ—ব্রহ্মরুদ্রাদি ছিলেন না। তাঁ' (ভগবান্) থেকেই এই দুই মূর্তি প্রকট হ'য়েছেন। ব্রহ্মার অনুগ্রহে জগৎ প্রকাশ এবং মহাদেবের দ্বারা বিনাশ হয়।

অন্য দেবতার পূজা ক'রতে হ'লে শালগ্রাম এনে তাঁ'দের প্রতিষ্ঠা করতে হয়, কিন্তু তিনি স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত এবং অন্যের প্রতিষ্ঠার সাহায্য-বিধান ক'রে থাকেন।

প্রোজ্ঝিতকৈতব না হ'লে ভক্তিরস-লাভের সম্ভাবনা থাকে না; সেই রসবিচারে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কৃষ্ণই একমাত্র অখিলরসামৃতমূর্তি, এক মাত্র আকর্ষক। অন্যান্য অবতারগণ তাঁ'রই বিভিন্ন প্রকাশ তিনি আত্মারামগণকেও আকর্ষণ ক'রে থাকেন। যাঁ'রা অন্যায় ভোগে ও ত্যাগে প্রবৃত্ত থাকেন না, তাঁ'দের তিনি আকর্ষণ করেন।

যদি কোন ব্যক্তি বলেন, ভগবান্ আমার পতি হউন, তা' হ'লে রামের উপাসনাদ্বারা

তাহা হয় না; কৃষ্ণের উপাসনা ক'রতে হয়। যেমন অনূঢ়া গোপীগণ ব'লেছিলেন (ভা ১০।২২।৪)—

কাত্যায়নী মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসূতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ।।

কাত্যায়নী দেবীর কাছে ইতর কামনা না ক'রে কৃষ্ণ-কামনার বিচার আমরা অনূঢ়া গোপীগণের চিত্ত বৃত্তিতে লক্ষ্য করি। আমরা ঐরকম মহাদেবের পূজার সময় ব'লে থাকি;—

বৃন্দাবনাবনিপতে জয় সোম সোম- মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসি-যুগাঙ্ঘ্রি-পদ্মে প্রীতিং পযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে।।

হে গোপেশ্বর! তুমি বৃন্দাবন নামক ভূমির একমাত্র অধীশ্বর(ক্ষেত্রপাল) এবং উমার সহিত—বর্তমান; তোমার ললাটে চন্দ্রাকৃতি তিলক; সনক, সনন্দন, নারদাদি বৈষ্ণবগণ তোমার পূজা ক'রে থাকেন।(বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ' বিচারে) তিনি একমাত্র ভগবানের শ্রেষ্ঠ উপাসক ব'লে সনকাদি সাত জন তাঁ'র পূজা ক'রে থাকেন—(সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমারাদি সপ্তমূর্তি)। ভগবানের পূজা ক'রতে হলে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ-বিচারে সর্বাগ্রে মহাদেবের পূজা ক'রতে হয়। বদ্ধজীবগণ মহাদেবের পূজা ক'রতে পারেন না, একমাত্র মুক্তপুরুষই সুষ্ঠুভাবে তাঁ'র পূজা কর'তে পারেন। সেই মহাদেব সর্বক্ষণ রামনাম গানে মত্ত। ভগবান্ ও মহাদেবের পূজা পৃথক্ ঈশ্বর বুদ্ধিতে করিতে হয় না। সকল দেবতা ভগবানেরই আশ্রিত, তাঁ'র পূজা ক'র্‌লেই সকল দেবতার পূজা হ'য়ে যায়। জীব যখন উপাধিশূন্য হ'বে, স্থূল সূক্ষ্ম শরীর ধ্বংস হ'য়ে যাবে, তখন তা'র দ্বারা নিত্যকাল কৃষ্ণ-উপাসনা হ'বে।

তা' হ'লে লোকে বল্‌তে পারে যে, তবে কি কেবল বিষ্ণুর উপাসনাই হ'বে, অন্যান্য দেবতাগণ কি নষ্ট হ'য়ে যাবে?—তা'নয়, সব দেবতা ভগবান্‌কে আশ্রয় ক'রেই র'য়েছেন, সকলেই ভগবানের আশ্রিত এবং সকলেই ভগবানের পাদপদ্মেরই উপাসনা করেন। যথা (১।১২।২০ ঋক্)–

'ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।'

(আকাশে বিরাজিত সূর্যের আলোক অবাধে লাভ করিয়া চক্ষু যেরূপ সর্বত্র দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয়, সেই প্রকার দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সর্বত্র সর্বদা বিষ্ণুর পরমপদ প্রত্যক্ষ করেন।)

বিষ্ণুপাদপদ্ম-সেবা না করা পর্যন্ত আমাদের অপবিত্রতা থাকে, ভোগের ভাব আসে, যেটা ধর্মাদিকামী লোকের কামনা। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, তাঁ'রা কেবল

কৃষ্ণসেবাই ক'রতে চান্, তা'র বিনিময়ে কিছু চা'ন না; যথা (ভা ৩।২৯।১৩)—

"সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।।"

(শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—আমার ভক্তগণকে সালোক্য (বৈকুণ্ঠ-বাস), সার্ষ্টি (নারায়ণের ন্যায় সমান ঐশ্বর্য), সারূপ্য (নারায়ণের সমান রূপতা)। সামীপ্য (নারায়ণের নিকটে অবস্থান) এবং একত্ব (সাযুজ্য-মুক্তি) প্রদত্ত হইলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না।)

(৩২)

ভক্তের পদবী সামান্য নয়, তাঁ'রা খুব প্রকাণ্ড ব্যক্তি। তাঁ'রা এখানকার কোন লোভে লুব্ধ হন না। অভক্তগণ ভক্ত হবার ছলনায় যে বিট্‌লেমি করে, সেটা ভক্তি নয়। চব্বিশ ঘন্টা কৃষ্ণ- সেবা করার বুদ্ধি যাঁ'দের, তাঁরাই সেবক।

পরমনির্মৎসর হ'য়ে উরুক্রমের নিত্য-সেবার সহায়তা করাই নিত্যা ভক্তি। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষবাসনা থাকাকাল পর্যন্ত ভক্তি হয় না। ভক্তির চেহারা বটে, কিন্তু ভক্তির বিরুদ্ধ বিচার। তা'রা চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক্ দিয়ে সর্বদা বিষয় ভোগে কাটাচ্ছে, তাঁদের ভক্তির সঙ্গে কোন সংশ্রব নাই; তা' হলে শরীর থাকার দরুনই কি ভজনে অযোগ্যতা আছে? তা' নয়, ইন্দ্রিয়ের যেরূপ অপব্যবহার হ'চ্ছে তা' না ক'রে তা'র দিক্‌টা পরিবর্তন ক'রতে হ'বে। নাস্তিকই বলুন, অন্য দেব-পূজকই বলুন, সকলেরই দর্শন ভিন্ন। চতুর্বর্গাভিলাষীর দর্শন অন্যরূপ; তাঁ'রা ধর্ম (পুণ্যকর্ম), অর্থ, কামের জন্য সূর্য, গণেশ ও শক্তির পূজা এবং মোক্ষের জন্য শিবের উপাসনা করেন; কিন্তু ভগবদ্ভক্তের দৃষ্টি অন্য প্রকার। পঞ্চোপাসনার মধ্যে সেবার নামে যে চতুরতা, তাঁদের গীতার গীতে—'যজন্তি অবিধিপূর্বকম্' বিষয়টা জানা থাক্‌লে ঐ প্রকার বিচার হ'ত না। সেবার নাম ক'রে চতুরতা ঠিক নয়। যেমন ঠাকুরঘরে চোর বিষ্ণুপূজা ক'র্তে না ঢুকে বিষ্ণুপূজার উপকরণগুলি নিয়ে স'রে পড়ে, সেই প্রকার ভোগীসম্প্রদায়ের বিচার। ভোগের জন্য ভগবানের পূজা হয় না, ভগবান্ কেবল সেবা নেন্। প্রহ্লাদ ব'লেছেন—

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাঃ স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ।। ভা ৭।৫।৩১

যা'রা মায়া-দ্বারা আবদ্ধ, ইন্দ্রিয়গণকে কেবল মেপে নেওয়া ধর্মে নিযুক্ত রেখেছে, তা'রা বিষ্ণুকে স্বার্থগতি ব'লে জানে না। যা' কৃষ্ণ নয় সেই সকল বস্তু ভোগ কর্‌বার

জন্য ব্যস্ত। কৃষ্ণকে ভোগ করা যায় না। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত না ক'রে তা'রা দুরাশয়যুক্ত। দুষ্ট আশয়, অসতী বুদ্ধি নিয়ে অন্যায়রূপে ভোগে নিযুক্ত। চক্ষু দিয়ে ছবি, সিনেমা দেখ্‌বে, রঙ্গালয়ে যাবে; কান দিয়ে গান শুন্‌বে, কিংবা রাজা বাহাদুর প্রভৃতি টাইটেল নিয়ে প্রশংসার কথায় ব্যস্ত থাক্‌বে—এরকম ক'রে সময় নষ্ট করা কর্তব্য নয়, বাইরের দিকে অর্থ চেষ্টা প্রয়োজন নয়, ওটা ভবঘুরের ব্যাপার। পৃথিবীতে যা' আছে, সেটার জন্য ব্যস্ত হওয়া দিল্লীর লাড্ডুর মত, ' যো খায়া সো পস্তায়া, যো নেহি খায়া সোভি পস্তায়া'। ভোগী ও ত্যাগীর বিচার ঠিক নয়, দু'য়ের অসুবিধা আছে। সুরাশয়—বিষ্ণুর প্রভু হ'বার চেষ্টা। আমরা বাইরের প্রয়োজনকে আয়ত্তাধীন করার জন্য ব্যস্ত হ'য়েছি, কেন হ'য়েছি,—অন্ধকে গুরু ক'রেছি ব'লে। একজন অন্ধ যেমন অন্য অন্ধের ধ'রে নিয়ে গেলে দু'জনেই খানায় পড়ে, সেই রূপ কর্মীগুরু, জ্ঞানীগুরু, যোগীগুরু প্রভৃতি বাস্তবিকই অন্ধ; কোন্ জিনিষটা দেখ্‌বে কে দেখ্‌বে এ সমস্ত বিচার হয় না ব'লে অন্ধ। তা'রা ঈশতন্ত্রীতে বদ্ধ। ঈশতন্ত্রী—ঈশ্বরের তন্ত্রী—টানা ও প'ড়েন, দু'টো সূতা দিয়ে কাপড় বুনা হয়, ঐ রকম বেদরূপ রজ্জুতে মানুষ বেশ ক'রে আষ্টেপৃষ্টে বদ্ধ হ'য়ে অসুবিধায় ঢুকে প'ড়েছে, তা' থেকে অবসর পাওয়া দরকার। কৃষ্ণকে ভজন না ক'রে ঘরে ঢুক্‌তে যাচ্ছে, গৃহপতির সেবা না ক'রে গৃহপতি হ'য়ে প'ড়ে গৃহব্রত হ'চ্ছে।

"ন গৃহং গৃহমিত্যাহুগৃহিণী গৃহমুচ্যতে।"

—গৃহিণীকেই গৃহ বলা যায়, যাতে সংসারটা হয়। সমাবর্তন ক'রে তা'তে ব্রত হ'য়ে প'ড়ছে। কিন্তু ত্রিদণ্ডাগ্রণী প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ ব'লেছেন—

স্ত্রীপুত্রাদি-কথা জহুর্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজং ক্লেশং তপস্তাপসাঃ।

জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরামাবিষ্কুর্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্যাসীদরসঃ।।

আমরা এ জগতে রকম রকম রস পেয়ে গেছি। পণ্ডিতেরা কে কত পণ্ডিত, এই ব'লে বৃথা তর্ক বিতর্ক ক'রে দিন কাটাচ্ছেন। গৃহব্রতগণ স্ত্রীপুত্রাদি কথায় বড় আনন্দলাভ ক'রছেন। "তনয়ো হি ভবেৎ পুংসাং হৃদয়ানন্দদায়কঃ" বিচার হ'য়েছে। কর্মী, জ্ঞানী, যোগী এই প্রকার নিজ নিজ ইন্দ্রিয় তর্পণে ব্যস্ত। যখন শ্রীচৈতন্যদেব ভগদ্ভক্তির কথা প্রচার ক'রলেন, তখন ঐ সব জড়রস থেমে গেল, ভক্তিরসই প্রবল হ'ল। সর্বাপেক্ষা প্রধান কর্তব্য বিচার্য হ'লে অন্যান্য কর্তব্য থাকে না। যাঁর যত পাণ্ডিত্য আছে, সব ছেড়ে দিলেন। মহা মহা যোগীসকল সমাধি লাভের জন্য যম-নিয়মাদি চেষ্টা ছেড়ে

দিলেন। হঠযোগ বা রাজযোগ-প্রণালী—কর্ম বা জ্ঞানযোগকথা সব ছেড়ে দিলেন। যা'দের যা' আস্বাদ্য পদার্থ হ'য়েছিল, যা'র যে রস প্রিয় ব'লে মনে হ'ছেছিল—যেমন বিষ্ঠার মাছি, সে পূতিগন্ধের দিকে দৌড়'বে, সুগন্ধিফুলের কাছে যা'বে না; কতকগুলি লোক রাজসিকী, কতকগুলি তামসিকী, কতকগুলি সাত্ত্বিকী প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হ'য়ে জড়রসভোগে প্রমত্ত হ'য়ে শান্তিতে বাস ক'রবারজন্য চেষ্টা ক'রছিল; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব যখন কৃষ্ণভক্তিরস প্রচার ক'রলেন, তখন যা'র যেটাতে রসবোধ হ'চ্ছিল, সব রস কেটে গেল। জড়-রস-ভোগী ও ত্যাগীর যথাক্রমে (জড়) রসসাহিত্য ও রসরাহিত্য-বিচার। কিন্তু ভক্তিরস ভোগীরও নয় ত্যাগীরও নয়। ভোগী ও ত্যাগীর বিচার, আর ভগবৎসেবারসের বিচার এক নহে। অন্বয়ভাবে দেখ্‌তে গেলে দুইটিতে সাদৃশ্য দেখে প্রথমমুখে এক মনে হয় বটে, কিন্তু ব্যতিরেকভাবে দেখতে গেলে উহা এক নয়। সম্পূর্ণ পৃথক্—আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যামান। বিবর্তবাদীর বিচার ও মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদবিচার কখনই এক হ'তে পারে না।

ভক্তিরস কত রকম? শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—— এই পঞ্চমুখ্য রস। জড়রসপ্রিয় জড় রসরসিক আমরা জড়-কাব্যরসামোদী হ'য়ে এ সংসারের ক্ষণক্ষঙ্গুর রসাস্বাদনে ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছি, নিত্যরসাস্বাদনে আমাদের ব্যস্ততা নাই। সেই জন্য আমাদের সংসার। সংসারে এই পাঁচপ্রকার রস আছে; কিন্তু তা' হেয় অনুপাদেয় বা বিকৃতভাবে। বৈকুণ্ঠে আড়াইটি রস গৌরবভাবে আছে, আর আড়াইটি এদেশে থাকার জন্য ব্যস্ত। পাঁচ প্রকার রস গোলোকে কৃষ্ণপাদপদ্মে পরিপূর্ণরূপে আছে, সেই পাঁচের অনুগত বহু রস অখিল রসামৃতমূর্তি কৃষ্ণ-সেবায় ব্যস্ত। যাঁরা ইহজগৎ হ'তে বৈকুণ্ঠ দেখতে যাচ্ছেন, তাঁরা বৈকুণ্ঠে আড়াইটি (শান্ত, দাস্য, সখ্যার্ধ) রস দেখে ব'লেছেন—আড়াইটি আমাদের কাজে লাগুক আর আড়াইটা নারায়ণের সেবায় লাগুক। কিন্তু কৃষ্ণরসরসিক বলেন, সমস্ত রতি কৃষ্ণকে দিতে হবে। (আনখকেশাগ্র কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবায় উৎসর্গীকৃত করিয়া সর্বপ্রকার রস-দ্বারা সেই রসময় রসিকশেখর—কৃষ্ণ পাদপদ্মের সেবার বিচার না আসিলে ন্যূনাধিক ইন্দ্রিয়তর্পণের বিচার থাকিয়া যাইবে, সুতরাং শুদ্ধভক্তি বিচার হইতে তৎপরিমাণে পৃথক্ থাকিতে হইবে।)

পূর্বেই ব'লেছি জড়জগৎ চিজ্জগতের বিপরিত দর্শন। ভোগীর রস ভোগ্যপদার্থ-সহ সংযুক্ত। সেই ক্ষণভঙ্গুর ভোগ্যপদার্থে সচ্চিদানন্দরস নাই। আত্মায় কেবল চিন্মাত্র বর্তমান; জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞাতৃত্বে চিন্মাত্র। জড়জগতের ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যে ত্রিপুটি—তিন প্রকার অমঙ্গলের কথা আছে তা' হ'তে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার।

সচ্চিদানন্দ আলোচ্য হ'লে গুণত্রয়ের হাত থেকে মুক্ত হ'ব, নতুবা এই গুণ নিয়ে সেখানে লাগতে যাব। বিষ্ণু নিত্য সৎ, নিত্য চিৎ ও নিত্য আনন্দময় বস্তু; আমরা আত্মানাত্ম বিবেকহীন হ'য়ে যেমন দেহ-দেহী'তে ভেদ বিচার করি, সচ্চিদানন্দ ভগবানে তাদৃশ ভেদ বিচার নাই। এই বিচার না হ'লে ভক্তিরসের উদয় হ'চ্ছে না, তা' না হ'লে ভগবদুপলব্ধি সুদূরপরাহত।

যদি বলেন, আপনারা বেদমুখে ভজনীয় পদার্থ--বিচারে বিষ্ণুর দশাবতারের কথা ব'লছেন, অন্য দেবতার কথা ব'লছেন না। তাতে শ্রীভগবান্ গীতায় "যেহপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ" এই গানটি শুনাচ্ছেন। "অনয়ারাধিতঃ" আর "অনয়া মীয়তে"---এই দুইটি বিচার আছে, এর প্রথমটি--ভক্তি, দ্বিতীয়টি অভক্তি। একটি মাপ দেওয়ার বিচার, আর একটি মেপে নেওয়ার বিচার। মেপে নেওয়া ধর্মে আবদ্ধ যা'রা, তারাই বদ্ধ। মুক্তপুরুষের কৃষ্ণের কি কথা আছে, আলোচনার নামই মুক্তি; আমাদের কথা দিয়ে কৃষ্ণকে না মেপে কৃষ্ণের কথাদ্বারা কৃষ্ণানুশীলনের বিচারই মুক্তপুরুষের বিচার।

শ্রীচৈতন্যদেব ব'লেছেন--" মোক্ষঃ বিষ্ণুঙ্ঘ্রিলাভঃ।" মুক্তি হ'লেই ভক্তি আরম্ভ হবে। শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ ব'লেছেন--

"নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালাদ্যুতিনীরাজিতপাদপঙ্কজান্তঃ।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্তাং হরিনাম সংশ্রয়ামি।।"

হে হরিনাম প্রভো, হে বৈকুণ্ঠনাম, হে মুক্তকুলোপাস্য, আপনাকে সর্বতোভাবে আশ্রয় করি। বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণে সমস্ত অঘ দূরীভূত হয়, সূর্য প্রবল হ'লে যেমন আকাশের কুজ্ঝটিকা সমস্তই কেটে যায়, তেমনি মুক্তপুরুষের উচ্চারিত নাম শ্রবণ ক'রে উচ্চারণ ক'রতে ক'রতে সমস্ত অন্ধকার দূর হ'য়ে আলো হ'য়ে যায়।

" বৈকুণ্ঠ-নামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।।"

'অঘ' অর্থাৎ পাপ, অশেষ পাপ জিনিষটা---সেই বৈকুণ্ঠবস্তু নামটি এসে গেলে কেটে যায়। কিন্তু তাঁকে পেতে গিয়ে সত্যবস্তুর অনুসন্ধানের পরিবর্তেঅসৎ, অচিৎ, অনিত্যানন্দপ্রধান সত্যাভাসের অনুসন্ধান হ'য়ে যা'বে---রজঃসত্ত্বতমো-গুণমধ্যে আপেক্ষিকতা -চালিত হ'য়ে দুর্গতিই বরণ ক'রব।

ভক্তিকে সাধারণ কর্ম, জ্ঞান ও মিশ্রভাবে বিচার কর্‌বার যে দুর্গতি, তা' থেকে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য স্বয়ং ভগবান্ই ব'লেছেন---

" সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

ভক্তের মধ্যস্থলে ভক্তিরসটি বর্তমান। ভক্ত ভক্তিরসযুক্ত হ'য়ে কৃষ্ণ পাদপদ্ম লাভ করেন। ভজনীয় বিচারে কৃষ্ণই পূর্ণ---সর্বোত্তম, তিনি অখিলরসামৃতমূর্তি।

আমাদের রসবিচার হ'চ্ছিল। 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্'—এই প্রয়োজন শ্লোক-বিচারে আস্বাদ্য, আস্বাদক ও আস্বাদন-বিচার আছে। এতে রস ব'লে একটি জিনিষ আছে। নির্ভিন্নব্রহ্মজ্ঞানে রস শুকিয়ে গেছে। কিন্তু বেদ ব'লছেন—

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি"

চিন্ময় রসের বিচার না থাক্‌লে জড়রস এসে যাবে। কাল্পনিক রসে রসরাহিত্য। জড়রস শুকিয়ে ফেল্‌তে হ'বে, এটা ঠিক যেমন "স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ" ইত্যাদি; কিন্তু ভক্তিযোগে যতক্ষণ রস উৎপন্ন না হচ্ছে ততক্ষণ আমরা জড়রসসাহিত্যমধ্যেই আছি। কৃষ্ণপ্রীতিই একমাত্র জিনিষ। শান্ত ভাবে নিরপেক্ষভাবে; তিনি সেবা নিলে সেবা ক'রব; আমার চেষ্টা তাঁ'র অনুগ্রহ-সাপেক্ষফলবতী হ'বে। দাস্যরসে তিনি সেবা নিলে আমি সেবা ক'রে আনন্দ পাব। সখ্যরস-প্রেয়োরস; এতে আমার ভাল লাগে যাকে, যার আমাকে ভাল লাগে—এই ভাব। বাৎসল্যরসে আমি যাকে স্নেহ করি—যেমন পিতামাতার সহিত পুত্রকন্যা। এর পর মধুররতি; তা'তে স্ত্রী-পুরুষের যে রস। এইটি সাধারণ লোকে বুঝ্‌তে পারে না। তা'রা মনে করে, কৃষ্ণলীলা বুঝি তা'দেরই ন্যায় সাংসারিক ব্যভিচারপূর্ণ; তা' নয়। সংসারের যাবতীয় ব্যভিচার অত্যন্ত হেয়ভাবপূর্ণ; ঐরূপ সর্বপ্রকার হেয়তা বর্জিত হ'য়ে সর্বাঙ্গসুন্দর—পরমোপাদেয়রূপে কৃষ্ণলীলাকে দেখান' হয়েছে। কৃষ্ণে সর্বাপেক্ষা ভাল art (কলা-কৌশল)। posing টা not to be considered as indecent. (শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিলাস অশ্লীল বিবেচনা করিতে হইবে না।) সেই জন্য মহাকবি জয়দেব ব'লেছেন—যদি হরিস্মরণে সরসং মনো যদি বিলাসকলাসু কুতুহলম্।

মধুরকোমলকান্তপদাবলীং শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্।।

জয়দেব বাণী শ্রবণ কর, যদি রসময় হরিতে প্রীতি থাকে, তাঁর রসবিচিত্রতা জান্‌বার দরকার থাকে, হরিলীলায় স্পৃহা থাকে, তবে জয়দেব কবির মধুর কোমলকান্ত পদাবলী অষ্টপদী গীত শ্রবণ কর।

ভগবানের যতগুলি প্রকাশমূর্তি আছেন, তাঁ'দের কথা আলোচিত হ'ক। অন্য দেবতার কথা নয় তাঁ'রা আলাদা; আর ভগবান্ বিষ্ণু স্বতন্ত্র। অন্য দেবতার মুখোস পরা'লে বাইরে পঞ্চদেবতারূপে অন্য লোকের চাকরী করান'র বিচার হয়। ভগবানের সেবা করা দরকার, তাঁকে দিয়ে চাকরী করা'নকে ভক্তি বলে না। বর্তমানে মনুষ্যজাতির দুর্বুদ্ধি হ'য়েছে, ভগবান্‌কে দিয়ে তা'দের সেবা করিয়ে নেবে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যে সুবিধার কথা ব'লেছেন—চব্বিশ ঘন্টা হরিকীর্তন কর—কৃষ্ণ ভজন কর, তা' বিশেষরূপে আলোচনা দরকার। আগে থেকে আলোচনা না থাক্‌লে কৃষ্ণের সঙ্গে

ব্যবহার কি ক'রে হ'বে? শেষে হয়ত' নির্বিশেষ-বিচারই বরণ ক'রে ব'সবো। চৈতন্যদেব লোকের বুদ্ধিকে শোধন ক'রার জন্য এই সকল কথা ব'লেছেন, তা' আমরা ভাগবত আলোচনা না ক'রলে বুঝতে পারবো না। চৈতন্য দেবের কথা প্রতি পদে পদে আলোচনা না ক'রলেই অসুবিধায় পড়তে হ'বে। জগতের সমস্ত বুদ্ধিমান্ লোক চৈতন্যদেবের কথা বিচার করুন। —

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার।।"

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ। পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।

***